BHÁRATÍYA NÁTYA RAHASYA,

OR

A TREATISE ON HINDU DRAMA:

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE, MUS. DOC.,

Founder and President of the Bengal Music School; Officier d' Academie, Paris; Member of the Royal Asiatic Society and Fellow of the Royal Society of Literature, Great Britain and Ireland; Associate Member of the Royal Academy of Sciences, Letters and Fine Arts of Belgium: Member of the Royal Academy of Music, Stockholm; Honorary Fellow of the Royal Academy of St. Cecilia, and Honorary Member of the Academy of Didascalica, (Rome); Corresponding Member of the Royal Musical Institute of Florence; Corresponding Member of the Royal Academy of Raffaello, Urbino, (Italy): Patron of the Athenæum of the Royal University of Sassari (Sardinia) &c. &c. &c.

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE,
AT THE NEW BENGAL PRESS, 102, GREY STREET,
CALCUTTA.

1878.

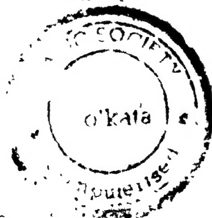


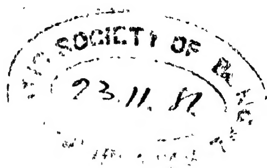
PRINTED BY

S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW BENGAL PRESS,

102, [illegible] STREET

CALCUTTA




SOCIETY OF
23.11.52

নম্বর।	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার নাম।
১২২	ভারতীয় নাট্যরহস্য	শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বিষয়।	Printed or MS.
অলঙ্কারশাস্ত্র	Calcutta, Sana 1284.

(ভারতীয় নাট্যরহস্য)

অর্থাৎ

সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী

নাট্যপ্রকরণ।

বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, সুইডেন
ও নরওয়ের রাজকীয় সঙ্গীত সভার সভ্য, লণ্ডনস্থ
রাজকীয় সাহিত্য সমাজের ফেলো, ফরাসি
একাডেমির অফিসর, ইটালীস্থ ফ্লুরেন্স-
নগরের রাজকীয় সঙ্গীত একা-
ডেমির সভ্য, ইত্যাদি

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মিউজিক্ ডাক্তার প্রণীত

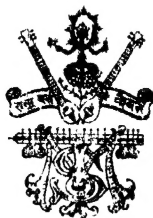
এবং

পাথুরিয়াঘাটা হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
কলিকাতা,—শোভাবাজার ষ্ট্রীট ১০২ নম্বর ভবনস্থ
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১২৮৪।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।





TO

THE HON'BLE ASHLEY EDEN, C. S. I.,

LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL,

THIS BOOK

IS

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY HIS MOST GRATEFUL AND OBLIGED SERVANT,

THE AUTHOR.

মুখবন্ধ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যজাতির মধ্যে নাট্যপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই প্রথমে নাট্যপ্রণালী আবিষ্কৃত করেন। পরে ভরত ঋষি সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অরণ্যবাসী তপস্বীদিগকে শিক্ষা দেন এবং তদুপযোগী গ্রন্থও প্রস্তুত করেন। মনুষ্যজাতির মধ্যে ভরতই যে নাট্যের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যেহেতু অনেক প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা ভরতকেই নাট্যের স্রষ্টা বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ যথন অদ্যাপি
নাটককে ভরতসূত্র এবং প্রধান নটকে ভরত
পুত্র বলিয়া ব্যবহার করার রীতি আছে, তখন
তিনিই যে, প্রথম নাট্যকর্ত্তা তদ্বিষয়ে সন্দে
কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শুদ্ধ ভরত
সংহিতানামক সঙ্গীতগ্রন্থ ভিন্ন তৎপ্রণীত নাট্য
সম্বন্ধীয় অন্য কোন গ্রন্থই অধুনা এ প্রদেশে
নয়নগোচর হয় না। ভরত ঋষি যে, কেবল
অরণ্যবাসী তপস্বীদিগকেই নাট্যপ্রণালীর শিক্ষা
দেন, এমন নহে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অভি-
নয় প্রদর্শনার্থ উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সর
দিগকেও নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত বিষয়ে শিক্ষা
প্রদান করেন।

ভরতসংহিতাতে নাট্যপ্রকরণ সংক্ষেপে
বর্ণিত আছে। দশরূপক নামে যে, একখানি

গীত ও বাদ্য প্রভৃতির বিবরণই অধিক পরি-
মাণে বর্ণিত হইয়াছে। সোহলদেব পণ্ডিতের
পুত্র শার্ঙ্গদেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথমে
কাশ্মীরদেশে ইঁহাদিগের বাস থাকে, পরে
ইঁহার পিতামহ ভাস্করদেব পণ্ডিত কাশ্মীর
হইতে বাসস্থান উঠাইয়া দক্ষিণদেশে আসিয়া
বাস করেন। সিংহলদেবনামক দক্ষিণদেশীয়
রাজকুমার শার্ঙ্গদেবের বিদ্যাশিক্ষা ও গ্রন্থ-
প্রণয়নসম্বন্ধে অনেক উৎসাহ প্রদান করেন।
শার্ঙ্গদেব যে, কোন্ সময়ে রত্নাকর প্রস্তুত
করেন, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপিত
নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃষ্টের
দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত গ্রন্থ
প্রস্তুত হয়। কল্লিনাথ পণ্ডিত বিজয়নগরের রাজা
প্রতাপদেবের আজ্ঞামতে খৃঃ ১৪৫৬ অব্দের

পরে ১৪৭৭ অব্দের মধ্যে রত্নাকরের একখানি টীকা প্রস্তুত করেন। সিংহভূপাল নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও সঙ্গীতসুধাকর নামে রত্নাকরের আর একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

দামোদর মিশ্রকৃত সঙ্গীতদর্পণ, অহবলশাস্ত্রীকৃত সঙ্গীতপারিজাত, নারদকৃত নারদসংহিতা ও নারদীশিক্ষা, কর্ণাটী পুণ্ডরীক বিচ্ছিলকৃত নর্ত্তকনির্ণয়, গজপতি নারায়ণদেবকৃত সঙ্গীতনারায়ণ, হরিনায়ককৃত সঙ্গীতসার, সোমেশ্বরকৃত রাগবিবোধ, বিশ্বাবসুকৃত ধ্বনিমঞ্জরী, সিহ্লনকৃত রাগসর্ব্বস্বসার, ভাস্করাচার্য্যকৃত সঙ্গীতভাস্কর, কল্লিনাথকৃত সঙ্গীতার্ণব, মতঙ্গজ ঋষিকৃত সঙ্গীতভাষ্য, সঙ্গীতকৌস্তুভ, সঙ্গীত-রত্নমালা, অম্বুক ভট্টকৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর,

অতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ আছে, তাহাতে নাট্যের বিষয় বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে ধনঞ্জয়-পণ্ডিত-কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সময়ে হিন্দুদিগের নাট্যপ্রণালী চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বরং কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ-প্রণয়ন-কাল-সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে, যেহেতু ধনঞ্জয়কৃত গ্রন্থে রত্নাবলী নাটিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নাবলী খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়। যদি ধনঞ্জয় পণ্ডিত একাদশ শতাব্দীতে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ রত্নাবলী নাটিকার কথা কি রূপে উল্লিখিত হইতে পারে?

সাহিত্য-দর্পণ অধিক প্রাচীন গ্রন্থ না হইলেও ইহাতে নাট্য-সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ ও অনেক প্রাচীন মত সঙ্কলিত আছে। যদিচ ইহার প্রণয়নকাল নিরূপিত নাই, তথাপি যে, কাব্যপ্রকাশের অনেক পরে হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রশেখর কবিরাজের পুত্র বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৫০৪ খৃঃ অব্দে সাহিত্যদর্পণ প্রণয়ন করেন। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রনদের অপর পারে ইঁহার বাসস্থান ছিল।

সঙ্গীতরত্নাকর-নামক সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থেও অনেক প্রকার নাট্যপদ্ধতি লিখিত আছে। রত্নাকরে যে সকল নাট্যপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ত কোন গ্রন্থেই তৎসমুদায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। এই গ্রন্থে নাট্য অপেক্ষা নৃত্য,

কোহলীয়, রামানন্দতীর্থস্বামিকৃত গীতসিদ্ধান্ত-ভাস্কর, তুম্বুরুসংহিতা এবং শান্তবাচার্য্যপ্রণীত রঙ্গোদয় প্রভৃতি অতি প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে এবং নাট্যচন্দ্রিকা প্রভৃতি কতিপয় অলঙ্কার গ্রন্থেও নাট্যপ্রকরণ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদায় অবলম্বন করিয়া "ভারতীয় নাট্যরহস্য" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণীত হইল। ইহা যে কোন গ্রন্থবিশেষের অবিকল অনুবাদ নহে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বঙ্গভাষায় প্রণীত নাট্যরহস্যে গৃহীত উদাহরণগুলি বাঙ্গালা নাটকসমূহ হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নাটকাদি দশরূপ এবং নাটিকাদি অষ্টাদশ উপরূপের

গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই; বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রায় কোন খানিকেই সংস্কৃতানুযায়ী সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত বিবেচনা না হওয়াতেই সুতরাং অগত্যা সংস্কৃত নাটকাদি হইতেই উদাহরণ সমস্ত অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত নাটক সমুদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ট্যাব্লুভিভাণ্টের সংক্ষেপ বিবরণ পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মিউজিক্ ডাক্তার।

পাথুরিয়াঘাটা:
২২এ মাঘ,—সম্বৎ ১৯৩৪।

সূচীপত্র।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃত্তান্ত। পৃষ্ঠা।

বৃত্তান্ত।		পৃষ্ঠা।

বৃত্তান্ত।			পৃষ্ঠা।

বৃত্তান্ত।	পৃষ্ঠা।

বৃত্তান্ত।	পৃষ্ঠা।

বৃত্তান্ত । পৃষ্ঠা ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃত্তান্ত।	পৃষ্ঠা।

বৃত্তান্ত।		পৃষ্ঠা।



ভারতীয় নাট্যরহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ।

" সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ ।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকর্ত্তারা দৃশ্য ও শ্রাব্য-ভেদে সঙ্গীতকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য, তাহা শ্রাব্য সঙ্গীত, যেমন। গীত ও বাদ্য; এবং যাহা অভিনেয়, অর্থাৎ অভিনয় দ্বারা প্রদর্শনীয়, তাহাই দৃশ্য সঙ্গীত নামে অভিহিত হয়, যেমন নৃত্য ও নাটকাদি। যদিচ দৃশ্য

সঙ্গীত শব্দে নৃত্য ও নাটকাদি উভয়কেই বুঝায়, তথাপি আমরা এই গ্রন্থের যে যে স্থানে দৃশ্য সঙ্গীতের নাম নির্দ্দেশ করিব, সর্ব্বত্র নৃত্য ও নাটকাদি উভয় না বুঝিয়া শুধু নাটকাদি বুঝিতে হইবে। দৃশ্যসঙ্গীতে অনেকাংশে স্বরূপের আরোপ আছে বলিয়া ইহাকে রূপকও বলিয়া থাকে। নটেরা রঙ্গভূমিমধ্যে নানা উপকরণে নানাবিধ বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক যে কোন মহৎ বা সামান্য লোকের অবস্থা অনুকরণ করে, তাহারই নাম অভিনয়।

আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিকভেদে অভিনয় চারি প্রকার এবং অবস্থাবিশেষে রূপক দশ প্রকার হইতে পারে। যথা :—নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, অঙ্ক, প্রহসন, ভাণ ও বীথী।

আমরা যে কোন অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করি, তৎসমুদাই কৌশিকী, সাত্বতী, ভারতী ও আরভটী এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের একটা না একটা অথবা সমুদায়ের অনুগত হয়। সেই সকল বৃত্তির অনুগত হইয়া দশরূপের প্রয়োগক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।" নাটক ও প্রকরণ সকল অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, এবং উভয়েতেই কৌশিকী প্রভৃতি চারিটী বৃত্তি থাকে; কিন্তু অন্য আটটীর রূপ কৌশিকী ব্যতীত অপর তিনটী বৃত্তির অনুগত। পূর্ব্বোক্ত দশরূপের অভিনয় প্রদর্শন করিতে হইলে রঙ্গভূমির ও সভার আবশ্যক হয়, সুতরাং প্রথমেই তাহাদিগের বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে।

রঙ্গভূমি-নির্ম্মাণ-প্রণালী।

অনেকের মতে রঙ্গভূমির দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিরূপিত নাই, যেরূপ নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবে, তদভিনয়োপযোগী করিয়াই রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিতে মতে তাহার দৈর্ঘ ও বিস্তার প্রত্যেকে বিংশ হস্ত পরিমিত এবং উচ্চতা তাহার অনুরূপ অর্থাৎ যাহাতে সুন্দর দেখায়, তৎপরিমাণে করিতে হয়। রঙ্গের মধ্যে স্তম্ভসন্নিবেশ থাকিবে না, উপরিভাগ কাষ্ঠাদি দৃঢ় পদার্থে নির্ম্মাণ করিয়া কলস, পতাকা, পুষ্পমাল্য ও তোরণাদি দ্বারা সুশোভিত এবং গবাক্ষ পুত্তলিকাযুক্ত করা উচিত। অধোভাগ মসৃণ শুভ্রবর্ণ হইবে। কিন্তু কুট্টিমভাগ নিতান্ত পিচ্ছি

রা উচিত নহে, তাহাতে অভিনেতৃবর্গের
াদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। রঙ্গভূমির পশ্চিম
রান্তে নেপথ্য করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পাত্র
বেশের উত্তম সুবিধা হয়।

যবনিকা।

অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে বা প্রতি অঙ্কের
শেষে যে বিচিত্র পট দ্বারা রঙ্গভূমির সম্মুখ ভাগ
আবৃত করা যায়, তাহার নাম যবনিকা। অচ্ছিদ্র
অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারাই যবনিকা নির্ম্মাণ করিতে
হ। প্রতি অঙ্কে বা প্রতি গর্ভাঙ্কে যেমন রঙ্গ-
ভূমির মধ্যস্থ পট পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সেই-
রূপ রসবিশেষে যবনিকারও পরিবর্ত্তন বিধেয়;
াদিরসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র,

অদ্ভুতরসে হরিত, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানকরসে নীল, বীভৎসরসে ধূমল ও রৌদ্ররসে রক্তবর্ণের যবনিকা প্রক্ষেপ করা উচিত। কাহারও মতে শুদ্ধ অরুণবর্ণের যবনিকা সকল রসেই ব্যবহৃত হইতে পাবে। অধুনাতন নাট্যকারেরা সকলেই প্রায় এই মতাবলম্বী। পুরাকালে যবনিকা দুই খণ্ডে বিভক্ত থাকিত, পাত্র প্রবেশের সময় সেই খণ্ডদ্বয় দুইটী সুন্দরী স্ত্রীলোক দুই পার্শ্বে গুটাইয়া লইয়া যাইত। এক্ষণকার ন্যায় যন্ত্র বিশেষ দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলিত হইত না।

সভা নিরূপণ।

নাট্যশালার পূর্ব্বভাগে নৃপতি বা সঙ্গীত-বিশারদ, ন্যূনাধিক্যবিবেচক, মার্গদেশী-বিভাগ-

বিৎ, সানন্দচিত্ত, [illegible], কলানাট্য-নিপুণ, অভিনয়বেত্তা, সর্ব্বপ্রকার গুণ ও দোষের নিকষস্বরূপ, অন্যের অভিপ্রায়জ্ঞ ও ক্ষমাশীল সভাপতির আসন করা উচিত। দক্ষিণে ব্রাহ্মণদিগের, উত্তরে অমাত্য ও বালকদিগের, ভিত্তিপার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের, সভাপ্রান্তে বন্দী, স্তাবক, রাজা বা সভাপতির শরীররক্ষক অস্ত্রিদলের, এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অবস্থিতিস্থান নিরূপিত থাকিবে। অপরিচিত শস্ত্রপাণি, অনাচারী, পীড়িত, অভিনয়ানভিজ্ঞ ও পাষণ্ডদিগকে সভামধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। মধ্যস্থতা, সাবধানতা, অচঞ্চলতা, ন্যায়বাদিতা, নিরহঙ্কারিতা, রসভাবাভিজ্ঞতা, সানন্দচিত্ততা, ইত্যাদি গুণগ্রামবিভূষিত ব্যক্তিরাই নাট্যসভার সভ্যপদবী

গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র এবং এই সকল গুণ বিরহিত মানবনিকর কেবল রসভঙ্গের একমাত্র কারণ।

নাটক-লক্ষণ।

যাহাতে নৃপতিগণের চরিত বর্ণিত আছে, যাহা নানাবিধ রসভাবে পরিপূর্ণ এবং যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিবামাত্র মনোমধ্যে অননুভূত সুখদুঃখের উদয় হয়, তাহার নাম নাটক। আর যাহাতে কোন প্রসিদ্ধ গল্পের কোন প্রসিদ্ধ ও গাম্ভীর্য্যাদি উদাত্ত গুণবিশিষ্ট নায়কের চরিত বর্ণন বা কোন প্রসিদ্ধ বংশের ইতিবৃত্ত, অথবা প্রাকৃতাদি দিব্যপুরুষগণের বর্ণনা থাকে, যাহা নানাপ্রকার বিভূতি, বৃদ্ধি ও বিলাসাদিযুক্ত

য়, এবং যাহার প্রতি অঙ্কে বিদূষকের প্রবেশ বর্ণিত থাকে, তাহাকে তোটক বলা যায়।

'অঙ্ক' এই শব্দটী রূঢ়ি, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু নানাবিধ রসভাবপূর্ণ ও নানা বিধান-যুক্ত। অঙ্ক শেষ হইলে তৎসমভিব্যাহারী অর্থের এবং বীজের অর্থাৎ মূল কথারও পরি-সমাপ্তি হইবে, কিন্তু গল্পের একটু ছন্দ থাকিবে। ইহাতে যে সকল নায়কের বিষয় বর্ণিত থাকিবে, তাহাদিগের চরিত প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইবে এবং ইহা নানা অবস্থায় পরিণত হইয়া যথার্থ রস ব্যাপ্ত করিবে।

নায়ক, দেবী, পরিজন, পুরোহিত, অমাত্য ও বণিগ্‌গণের চরিত ইহাতে প্রত্যক্ষের ন্যায় বর্ণিত হইবে। ক্রোধ, প্রসন্নতা, শোক, শাপ, উৎসর্গ, অধর্ম, বিদ্রব, বিবাহ ও আশ্চর্য্য-

সংঘটন-দর্শন, এই সকল বিষয় অঙ্কে অসমা
থাকিবে। যুদ্ধ, রাজ্যচ্যুতি, মরণ, নগরাদি
অবরোধ এই সকল বিষয় নূতন অঙ্কে প্রবেশক
দ্বারা বর্ণিত হইবে।

'নায়ক'—নাটক বা প্রকরণ আশ্রয় করি
অঙ্ক বা প্রবেশকে যাহাকে লক্ষ্য করে, সেই
ব্যক্তিই নায়ক। সাধুদিগের নিষ্ক্রমণ বা নিত্য
আহ্বান বহুবিধ কার্য্য দ্বারা প্রবেশক সকলে
সূচিত করিবে। প্রয়োগ সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবিরোধে যে মূল কথা
এক দিবসেই ঘটিয়াছে, তাহা লইয়া অঙ্ক পূরণ
করিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ লোকেরা এক অঙ্কেই
নানাবিধ কার্য্যও যোজিত করিতে পারেন
কিন্তু আবশ্যক কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইলে সে
সকল কার্য্য যোজনা করা উচিত নহে। অভিনয়-

ল যেসকল অভিনেতা প্রবিষ্ট হইবে,তাহারা
লেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য প্রকৃতরস ও মূল
বয়ের অনুগতভাবে সম্পাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত
ইবে এবং সেইখানে অঙ্কেরও শেষ হইবে।

দিবা বা রাত্রি এই উভয়ের মধ্যে যখন
রূপ কার্য্য করা উচিত, অঙ্কমধ্যে তৎসমুদয়
থক্ পৃথক্ রূপে অভিনীত হওয়া কর্ত্তব্য।
দি কখন দিবাবসানকার্য্য এক অঙ্কে শেষ না
, তাহা হইলে প্রবেশক দ্বারা অঙ্কচ্ছেদ
রিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্রবেশক-লক্ষণ।

নাটক বা প্রকরণের মধ্যে নায়কের অনুপ-
স্থিতিতে তৎপরিজনদিগের যে কথোপকথন,
তাহাকেই প্রবেশক বলে। অথবা অনুদাত্ত

উক্তিতে নীচ-পাত্র-প্রযোজিত বিষয়কেও প্রা
শক বলা যাইতে পারে। দুই অঙ্কের ম
প্রবেশকের প্রয়োগ হইবে, কিন্তু প্রথম অ
প্রযুক্ত হইবে না। বেণীসংহারে অশ্বত্থামা
অঙ্কে রাক্ষসমিথুন প্রবেশক।

যে কার্য্য বা কথা এক মাস বা এক ব
সংঘটিত হইয়াছে, তাহার অভিনয় প্রদর্শ
করিতে হইলে অঙ্কচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। অ
সেই কার্য্য এক বৎসরের অধিককালস
হইলেও (যেমন রাম ও যুধিষ্ঠিরের বনবাস
তাহা যেন বৎসর, বা মাস, অথবা দিনের মধ্যে
ঘটিয়াছে এইরূপ প্রতীত করাইয়া বিষ্কম্ভক
দ্বারা প্রযুক্ত হইবে। যদি কেহ কোন কার্য্যানু
রোধে বহু দূরদেশে গমন করে, সে স্থলেও অঙ্ক-
চ্ছেদ করা বিধেয়। সময়, উত্থান ও গতি

ত্যাদি নানা বিষয়ের বর্ণনা প্রবেশকে হয় লিয়া ইহার নানাপ্রকার অর্থও হইতে ারে।

যে স্থলে বিষয় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, অথচ পাত্রগত, সেখানে পরস্পর মিলনে অনেক ক্ষুদ্র পাদ সংযোজিত হয় বলিয়া প্রয়োগে উভয় অসুবিধা ঘটে।

বিষ্কম্ভক-লক্ষণ।

প্রয়োগের বাহুল্যহেতু এক অঙ্কের মধ্যে বিষয়ের সম্পূর্ণ শেষ না হইলে প্রবেশক ারা অতি অল্প কথায় বিষয় সমাপ্ত করার নাম বিষ্কম্ভক। সেই বিষ্কম্ভক দ্বিবিধ ;—শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। বিষ্কম্ভক মধ্যবৃত্ত গুণযুক্ত পাত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইলে শুদ্ধ, আর নীচ ও মধ্য এই উভয়

গুণযুক্ত পাত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইলে সঙ্কীর্ণ না অভিহিত হয়। মালতী-মাধবে শ্মশানে কপা কুণ্ডলা শুদ্ধ বিষ্কম্ভকের স্থল এবং রামাভিনা ক্ষপণক ও কাপালিক সঙ্কীর্ণ বিষ্কম্ভক।

নাটক বা প্রকরণারম্ভে প্রথমেই মহান্ত পরিজনবর্গকে উপস্থিত করা উচিত ন চারি বা পাঁচজন পরিজন পুরুষকে উপস্থি করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ব্যায়োগ, ঈহামৃগ, সমবক ও ডিম ইহাদিগের কার্য্যারম্ভ কথন দশ, ক বার, কথন বা ষোড়শ জন পুরুষ দ্বারা হই থাকে।

নাটকাদির অঙ্কবন্ধন গোপুচ্ছাগ্রের ন্যা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে এবং উদাত্ত ভা সকল নাটকাদির পর পর অঙ্কে অভিব্যক্ত হইবে।

.দিতে নানা রস ভাবাদিযুক্ত কাব্য-
াকিবে, এবং সেই সকল রস অদ্ভুত
ামাজিকগণের মনে নিতান্ত চমৎকৃতি-
.লিয়া বোধ হইবে।

াটকে পাঁচের অধিক দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক
. আবশ্যক। কেহ কেহ কহেন, কোন
ন কার্য্য নাটকের মুখসন্ধিতেই সমাপিত
বে; কোন কোন কার্য্য সমুদয় নাটক
পিয়া থাকিবে। নাটকের রসভাব অতি
জ্বল হওয়া উচিত, তৎসমুদায় স্পষ্ট ও অগূঢ়
: দ্বারা প্রকাশিত হইবে, নাটকে অধিক পদ্য
াকিবে না; আবশ্যক ঘটনাগুলি সমুদায়ই
।কা উচিত। প্রধান নায়ক তিন চারিটী
াত্রগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দূরাহ্বান,
বধ, প্রকাশ্য যুদ্ধ, দেশাদিবিপ্লব, ভোজন, মল-

সূত্র-পরিত্যাগ, শৃঙ্গার, অধরসুধাপ
ক্ষতকরণ, স্নান, অনুলেপন, শয়
অভ্যাঞ্জন, তৈলমর্দ্দন, বস্ত্র পরিধান, ৫
মধুপান, জলক্রীড়া, মাল্যপরিধান, :
কাঁচুলী বন্ধন, মানিনী স্ত্রীলোকের পা
এবং অন্যান্য লজ্জা ও জুগুপ্সা জনক
প্রকাশ্যরূপে প্রদর্শিত হইবে না। নাট্য
প্রস্তাব অতি দীর্ঘ হওয়া উচিত নহে, ‹
প্রহরসাধ্য নাটকই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। অতি ব্যা
কালসাধ্য হইলে আলস্য ও নিদ্রাদিতে রস
হইবার সম্ভাবনা।

অঙ্কের উদরে প্রবিষ্ট এবং রঙ্গের দ্বা
আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনাবিশিষ্ট অপর অঙ্ককে
গর্ভাঙ্ক কহে। ইহা বীজগর্ভ ও ফলযুক্ত হইয়
থাকে।

লে পূর্ব্বরঙ্গ, সভার
নির্দ্দেশ ও প্রস্তাবনা এই
প্ত করিতে হয়।

ূর্ব্বরঙ্গ বা নান্দী-লক্ষণ।

সূত্রধার রঙ্গের বিঘ্নবিনাশার্থ প্রথমেই
া পাঠ বা গান করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ,
াৎ নান্দী। নান্দীশ্লোকে দেবতা, ব্রাহ্মণ
বা রাজার নাম উল্লেখ এবং আশীর্ব্বাদ,
শঙ্খ, চন্দ্র, পদ্মকোরক প্রভৃতি বস্তুযুক্ত
ষ্ট বা দ্বাদশ পাদের প্রয়োগ থাকিবে। অনর্ঘ-
ঘবে অষ্টপদী, এবং পুষ্পমালাতে দ্বাদশপদী
ন্দী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন
তানুসারী, বস্তুতঃ নান্দীতে অষ্ট বা দ্বাদশ পাদ-
য়োগের একান্ত আবশ্যকতা বিরহ, নতুবা

মহাকবি কালিদাসা

লক্ষণ সমন্বয় হয় না।

হত্রধার দ্বারা এই প্রক

সমাপ্ত হইলে স্থাপক অর্থাৎ সূত্র

রূপ ব্যক্তি রঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তু, বা

মুখ, অথবা পাত্র নির্দ্দেশ করিবে।

উদাত্তরাঘবে বস্তুনির্দ্দেশ, রত্নাবলীতে বী

নির্দ্দেশ, শকুন্তলায় পাত্রনির্দ্দেশ আছে। কে

কোন নাটকে সূত্রধারই পূর্ব্বরঙ্গবিধানান

স্বয়ংই বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এই

ব্যবহারও প্রচলিত আছে

মুখ-লক্ষণ।

যেযে প্রস্তুত বৃত্তান্তপ্রতিপাদক বাক্য

বিশেষকে মুখ বলে।

না-লক্ষণ।

অথবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের

তব্য বিষয় উত্থাপন করিয়া দিতে

। স্পষ্টরূপে যে কথোপকথন করে,

কে প্রস্তাবনা কহে। প্রস্তাবনা পঞ্চবিধ।

—উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়,

র্ত্তক ও অবলগিত।

উদ্‌ঘাত্যক-লক্ষণ।

এক্ষার্থবিশিষ্ট পদকদম্বকে অন্যার্থে যোজনা

রার নাম উদ্‌ঘাত্যক। মুদ্রারাক্ষসে এই

াকার প্রস্তাবনা দৃষ্টিগোচর হয়।

কথোদ্‌ঘাত-লক্ষণ।

সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ-গ্রহণপূর্ব্বক

পাত্রপ্রবেশের নাম ক

বেণীসংহারে যথাক্রমে বাক্য

পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে।

প্রয়োগাতিশয়-লক্ষণ।

যদি এক প্রয়োগে প্রয়োগান্তর প্রযু

হইয়া পাত্রপ্রবেশ হয়, তাহাকে প্রয়োগাতি

বলা যায়। কুন্দমালার প্রস্তাবনা এই জাতী

প্রবর্ত্তক-লক্ষণ।

সূত্রধারকর্ত্তৃক কোন প্রবৃত্ত কাল বর্ণনসা

পাত্রপ্রবেশ হইলে তাহাকে প্রবর্ত্তক বলে।

অবলগিত-লক্ষণ।

যে কার্য্যের সমাবেশে অন্য কার্য্য সম্পা

দিত হয়, তাহার নাম অবলগিত। শকুন্তলা

প্রস্তাবনা এই প্রকার।

নায়ক বা রসের অনুচিত বিষয় নাটক
:ধ্য সন্নিবেশিত করা উচিত নহে। যেমন রাম
ন্দ্রের বালিবধ। রঙ্গমধ্যে যাহা অনভিনেয়
কেবল কথা দ্বারা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।
স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক ও আকাশ
াত, এই চারি প্রকারে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি-
র উক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। যে বাক্য
ন্তর শ্রবণ-যোগ্য নহে, অর্থাৎ মনে মনে
ত হয়, তাহার নাম স্বগত। সকলের সমক্ষে
া ব্যক্ত করা যায়, তাহার নাম প্রকাশ।
লোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে
াপনে কোন কথা বলার নাম জনান্তিক।
হ কাহাকে কোন কথাই বলিতেছে না,
থচ এক জন অভিনেতা অভিনয় করিতে
রিতে আকাশে কর্ণ দিয়া যদি কহে, কি

বলিতেছ ? এই কথাই কি বলিতেছে ? এইর
ত্যাগ করিয়া যাহা কিছু বলে, তাহাকে আকা
ভাবিত বলে।

অভিনেতৃবর্গের নামকরণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম যথা
স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই
নাম স্বেচ্ছামত হওয়া উচিত নহে। বীর
ব্যঞ্জক শব্দযোগে রাজার; নিজ শাখ
গোত্রানুসারে ব্রাহ্মণের; ধনবাচক শব্দে
কের; নিজ নিজ প্রসিদ্ধ নামানুসারে দেবশ
ভয়জনক শব্দের যোগে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের, অ
রক্ত, মেদ, মাংস, শোণিত ও বসাদি শব্দযো
সামান্য রাক্ষস ও রাক্ষসীর; রত্নবাচক শব্দযো
যক্ষ গন্ধর্ব্বের; দত্তা, সেনা ও মিত্রাদি শব্দযো

নগ্ধায়; পুষ্প ও হাস্যবোধক শব্দযোগে বিদূ-
কের; লতাকুসুমাদিজ্ঞাপক শব্দযোগে চেটীর;
াভরণ, সুশালা ও প্রিয়ম্বদাদিবোধক শব্দ-
াগে সখীজনের; লতা, নদী, পুষ্প ও তারাদি-
: শব্দযোগে নায়িকার এবং বিজয়,স্থান,রস
কামলতাদিসূচক শব্দযোগে রাজমহিষীর
করণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নাম-
ণকোন বিশেষবিধি দৃষ্টিগোচর হয় না,কিন্তু
নগণের জাতি পদাদি অনুসারে কোমল বা
শ নামের প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অভিনেতৃগণের বস্ত্রাদির নিয়ম।

অভিনেতৃদিগের বস্ত্রাদি শুক্ল, বিচিত্র ও
লিন এই তিনপ্রকার হওয়া উচিত। ধর্ম্ম

কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, সামান্য স্ত্রীলোক, অমাত্য
কঞ্চুকী ও পুরোহিত, ইহাদিগের শুক্লবর্ণে
দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব. অসুর, যক্ষ, রাক্ষ
রাজা ও রাজ-যোষিৎ, ইহাদিগের বিচিত্র বর্ণে
এবং মদ্যপ, উন্মত্ত, পর্ব্বতবাসী, চোর, ও
দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, ইহাদিগের মলিন
বস্ত্রাদি হইবে ; কিন্তু এই প্রকার ব
বিনিয়োগেও দেশ, কাল, বয়স, পদ ও জা
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেন সক
একজাতীয় না হয়।

নাটকের নাম বর্ণনীয় বিষয়ঘটিত হ
উচিত। নাটকে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থের
সমধিক প্রাধান্য, অতএব যাহাতে সেটী র
পায়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাবধান হও
উচিত।

নাটকে রাজাকে অধম ভৃত্যেরা স্বামিন্
দেব; রাজর্ষি ও বিদূষক বয়স্য; ঋষিরা
ন্ বলিয়া সম্বোধন করিবে। রাজাও বিদূ-
কে বয়স্য বলিয়া ডাকিবেন। নটী ও
ধার পরস্পর আর্য্য ও আর্য্যে পদ ব্যবহার
রবে। পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে ভাব বলিয়া
াধন করিবে। সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে
রষ বলিবে। সখীকে নীচেরা হণ্ডে, উত্ত-
বয়স্যে এবং মধ্যমেরা আর্য্যে বলিয়া
বে। সকলেই দেবর্ষিদিগের প্রতি ভগবন্
ধন করিবে। বিদূষক রাজ্ঞী ও চেটীকে
বলিয়া ডাকিবে। সারথি রথীকে
ুষ্মন্ বলিবে। ইতরেরা বৃদ্ধদিগকে তাত
বে। শিষ্য ও অনুজ ভ্রাতৃগণকে বৎস,
; তপস্বীকে সাধো, অজ্ঞাত ব্যক্তি

মাস্য হইলে পূজ্য ; আচার্য্যকে উপাধ্য
ভূপতিকে মহারাজ ; যুবরাজকে কুমার, ভ
ভর্ত্তৃদারক ; দাসীকে হঞ্জে ; বেশ্যাকে অজ্ঞ
কুট্টনীকে অম্ব ; বৃদ্ধাকে পূজ্যে ; এবং
রাদিকে ভদ্র, দত্ত প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন
কর্ত্তব্য। রাজকুমারীকে অধমেরা ভর্ত্তৃদারি
সদৃশ ব্যক্তিরা হলা বলিয়া ডাকিবে।
যাহার যেমন কর্ম্ম, যেমন পদ, যেমন বি
যেমন জাতি, তদ্ঘটিত নাম দ্বারা তা
সম্বোধন করা কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত নাটককর্ত্তারা নাট্যোল্লিখিত ব
বিশেষে সংস্কৃত, সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মা
অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি নানা ভাষা ব্যবহার কা
গিয়াছেন। বস্তুতঃ নাটকে বিভিন্ন শ্রে
লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকা কর্ত্তব

গালঙ্কার, ব্যঙ্গ, সিদ্ধ, দৃষ্টান্ত, সাভিপ্রায়
য়, তর্ক, নিদর্শন, সম্ভাবনা, বিস্তার, উপ-
, শ্লেষ, মর্য়াঙ্কিত, বাগ্ভঙ্গী, সানন্দ বাক্য,
ন্তাব বাক্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টিপ্রকার অলঙ্কার
.টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাটকে কখন কখন নৃত্যের সহিত গান
ওয়ারও রীতি আছে। কিন্তু সেই নৃত্যাঙ্গ গান
ন সময়ে বাদ্যাং[illegible], এমন বা বাদ্যের
সুগত হইয়া থাকে। নাট্যে স্ত্রী ও পুরুষ
য়েরই পরিচ্ছদ-বিপর্যায় দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ স্ত্রী-
ক পুরুষের বেশ এবং পুরুষে স্ত্রীলোকের
শ পরিধান করিয়াও নৃত্য করিয়া থাকে।
টকে যে সকল গান গীত হয়, তাহা চতুরস্র-
দ অর্থাৎ চারি-কলি-বিশিষ্ট হওয়া উচিত।
ই চারিটী কলির মধ্যে মুখ ও প্রতিমুখ

প্রকাশ্যভাবে, আর অন্তরা ও মিল এই দু
পাদ গূঢ়রূপে সন্নিবেশিত রাখা কর্ত্তব্য।
গুলি রসভাবে পরিপূর্ণ, মনোহর বাক্যাবলী
রচিত এবং হাবহেলাদিগুণযুক্ত হওয়া নি
আবশ্যক।

শকুন্তলা, বেণী-সংহার, উত্তর-রাম
প্রভৃতি গ্রন্থ উৎকৃষ্ট নাটকমধ্যে পরিগণিত

নৃত্য, গীত ও পতাকাস্থানাদিযুক্ত নাট
মহানাটক বলে। বালরামায়ণ মহানাটক
গণ্য।

প্রকরণ-লক্ষণ।

যাহার আখ্যায়িকা কবির স্বকপো
কল্পিত,—অনিত্য ধর্ম্মার্থকামপরতন্ত্র অমাত

ণ বা বণিক্ নায়করূপে পরিচিত, তাহাকে
ণ বলে। অথবা যাহার কার্য্যাবলী প্রকৃত
হাচিত অর্থাৎ রাজা বা রাজপুত্রাদির
না হইয়াও নিতান্ত চমৎকৃতিজনক হয়,
কেও প্রকরণ বলা যাইতে পারে। বিপ্র-
ক প্রকরণ মৃচ্ছকটিক, অমাত্যনায়ক প্রকরণ
তীমাধব এবং বণিঙ্নায়ক পুষ্পভূষিত
দি।

নাটকে যে সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে,
ণে তৎসমুদায়ই থাকিবে, কেবল প্রক-
বর্ণিত বিষয়টী কাল্পনিক হইবে। সংক্ষেপে
ত গেলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, প্রক
উদাত্তগুণযুক্ত প্রসিদ্ধ নায়ক, বা কোন
াদির চরিত, কিম্বা কোন রাজোচিত কার্য্য
ত থাকিবে না। ইহাতে কেবল ব্রাহ্মণ,

বণিক্, ও অমাত্য প্রভৃতি অপর সাধার
চরিত্র উল্লিখিত হইবে। বিশেষতঃ দাস,
শ্রেষ্ঠী, ব্রাহ্মণ, বারাঙ্গনা বা ইতর কুলনা
দিগের চরিত্র ও কার্য্য কাব্যরূপে
হইবে। প্রকরণের নায়িকা কখন কুলজা
বেশ্যা, কখন বা কুলজা ও বেশ্যা এই
প্রকারই হইতে পারে। অতএব এইরূপ ন
ত্রয়ভেদে প্রকরণও তিনপ্রকার হইযা
পুষ্পভূষিতে কুলস্ত্রী, রঙ্গদত্তে বেশ্যা
কটিকে কুলস্ত্রী ও বেশ্যা উভয়ই নায়িক
গৃহীত হইয়াছে।

যেস্থানে ব্রাহ্মণাদি নায়কগণের গ
কথাবার্ত্তা হইবে, সেখানে যেন বারাঙ্গনা প্র
নায়িকারূপে গৃহীত না হয়। যে স্থলে
যুবতী নায়িকারূপে প্রতিভাত হইবে, সেখা

কুলকামিনীগণের কোন উল্লেখ না থাকে।
মে ইতরকুলসম্ভবা স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত
বে, সেখানেও বেশ্যার উল্লেখ করিবা
যদি প্রাসঙ্গিকক্রমে [illegible] কথা
যা পড়ে, তাহা হইলে সেখানকার ভাষাও
এই মত হওয়া উচিত, অর্থাৎ নায়িকাদিগের
দিগের যেরূপ ভাষা কহিবার রীতি আছে
প ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে।
গও পঞ্চ হইতে দশ পর্য্যন্ত নাট্যরস-
ক্ত অঙ্ক হইতে পারে।
বিষ্কম্ভকের পাঠ সর্ব্বদাই মধ্যম লোকের
উক্ত হইবে এবং প্রবেশকের পাঠ হইতে
ত ও সংক্ষিপ্ত কথায় সম্পন্ন হওয়া উচিত।
াই উক্ত হইয়াছে যে, শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ভেদে
ম্ভক দ্বিবিধ। মধ্যম পাত্র দ্বারা শুদ্ধ এবং

নীচ পাত্র দ্বারা সঙ্কীর্ণ বিষ্কম্ভক গঠিত
প্রবেশক অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া
প্রস্তাব বিলক্ষণরূপে জানিয়া অর্থের প
মিলরক্ষা করত সংক্ষেপে স্বকার্য্য সম্
করিবে।

প্রকরণের নায়িকা অতি চতুরা উত্তম
নয়সমর্থা, নানাবিধ নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা,
সম্ভোগপটু, রাজ-ভোগোপভোক্তা এবং নি
কার্য্যনিপুণা হওয়া উচিত।

সমবকার লক্ষণ।

সমবকারের উপাখ্যান দেবাসুর-
কীয়, নায়ক প্রসিদ্ধ উদাত্ত গুণযুক্ত এবং
তিনটী হইবে। এক এক অঙ্কে কপা

়, ও বিহার এই তিন প্রকার বিষয় বর্ণিত
বে। বার জন নায়ক ও আঠার জন নায়িকা
ইহার ক্রিয়া [illegible] দন করা [illegible] অঙ্কের
এই যে, প্রথমাঙ্কে প্র [illegible] ব, কপ-
ও বীথীর অঙ্গ সমুদায় থাকিবে। ইহার
অঙ্ক বার নাড়ীতে অর্থ ২৪ দণ্ডে,
য় অঙ্ক চারি নাড়ীতে (সাহিত্য-দর্পণ
মতে তিন নাড়ীতে) এবং তৃতীয় অঙ্ক
নাড়ীতে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহার
ানভাগে যুদ্ধ, জল, অগ্নি ও গজেন্দ্রের
উল্লিখিত থাকিবে।

সমবকারের বিদ্রব স্বাভাবিক, অর্থাৎ
তিসম্ভব, কৃত্রিম অর্থাৎ নগরাদির অবরোধ
এবং দৈব এই তিন প্রকার হওয়া উচিত।
পট্যও সুখদুঃখের উৎপত্তি অনুসারে তিন

প্রকার হইয়া থাকে, কবিরা নিজ নিজ কা
সারে তাহা স্থির করিয়া লন। বিহারও
অর্থ ৎ [illegible] কিন [illegible] র হয়। ব্রত
দাদির [illegible] পন হিতজনক বিহ
ধর্ম্মবিহার, অর্থলাভাশয়ে বা অর্থ দিয়া
বিহার স [illegible] হয়, তাহাকে অর্থবিহার
কোনরূপে কামিনীর মন ভুলাইয়া নি
সঙ্গম করিলে তাহাকে কামবিহার
কুটিল অর্থাৎ যাহা সহজে বোধগম্য হ
নহে, এরূপ উষ্ণিক ও অনুষ্টুভ্ ছন্দ ই
প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা না
ভাবযুক্ত হওয়া উচিত।

সমবকারে বিমর্ষসন্ধি থাকে না,
তিনটী মাত্র অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তা
প্রথমটীতে ইটী সন্ধি, এবং অপর দু

র মধ্যে যেটীতে হয়, একটী সন্ধি সান্নি-
ত করিতে হয়। ইহাতে অল্পপরিমাণে
ণকী বৃত্তি থাকে। প্রকরণে বিন্দু ও
নকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, বীর
প্রধানভাবে বর্ণিত হয়। সমুদ্রমথন
ত গ্রন্থ প্রকরণের উদাহরণস্থল।

ঈহামৃগ-লক্ষণ।

ঈহামৃগের আখ্যায়িকা কিয়দংশে প্রসিদ্ধ
কিয়দংশে অপ্রসিদ্ধ, চারি অঙ্কে সম্বদ্ধ।
নায়ক মনুষ্য, এবং নায়িকা দেবতা;
উদ্ধতগুণযুক্ত, নায়িকা রোষপরতন্ত্রা।
ধ্য সংক্ষোভ, বিদ্রব ও সম্ভোগাদির
বিলক্ষণরূপে বর্ণিত থাকা উচিত।

নায়িকার সহিত কলহ, বিচ্ছেদ, অপহ
ও মদান্ধতাদি দোষে বিহারক্রিয়া অচা
থাকিবে। ইহার কার্য্য, পুরুষসংখ্যা, র
রস ব্যায়োগের অনুরূপ হইবে। ই
বংশচ্ছ ব্যক্তিদিগের বন্ধ ও উদয়
বর্ণিত থাকিবে, কিন্তু কোনরূপ ছল অ
করিয়া যুদ্ধাদি ক্রিয়ার নিবৃত্তি করিতে হ
কুসুমশেখরবিজয়াদি গ্রন্থ ঈহা-মৃগমধ্যে
গণিত।



ডিম-লক্ষণ।

ডিমের বর্ণিত বিষয় প্রসিদ্ধ, এবং
প্রসিদ্ধ ও উদাত্তগুণযুক্ত হইবে।
ছত্রিশটী লক্ষণাক্রান্ত ও চারি অঙ্কি

। উচিত। ডিমে আদি, শান্ত ও হাস্য
ত অপর সমস্ত রসেরই সঞ্চার থাকিবে;
যে রসই থাকুক না কেন, তাহা যেন
প্রখরভাবে থাকিয়া চমৎকৃতি-জনক হয়।
গ্রহণ, বজ্রোল্কাপাত ও যুদ্ধাদির বর্ণনই
র প্রধান অঙ্গ। ইহাতে মায়া, ইন্দ্রজাল
না পুরুষের সমাবেশাদির উল্লেখ থাকা
। দেব, মহোরগ, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত,
ও পিশাচ এই সকলেরই কার্য্য বিশেষ-
বর্ণিত থাকিবে। ইহার নায়ক ষোল
এবং ইহাতে কৌশিকী বৃত্তি, বিষ্কম্ভক,
শক ও বিমর্ষ সন্ধি থাকিবে না। ডিমের
ত্রিপুরদাহাদিই অধিক প্রসিদ্ধ।

ব্যায়োগ-লক্ষণ।

কোন প্রসিদ্ধ রাজবংশসমুদ্ভূত মনু
দেবতা, ব্যায়োগের নায়ক। কিন্তু সেই
অতি উদ্ধত, অহঙ্কারী, দর্পযুক্ত এবং
শ্লাঘানিরত হইবেন। ইহাতে স্ত্রীলোক
অল্প থাকিবে; ইহাও ডিমের ন্যায় এক-দি
সংঘটিত এবং সমবকারের ন্যায় অনেক-
সাধ্য। ইহাতে একটীমাত্র অঙ্ক ও যুদ্ধধর্ম
উল্লেখ থাকিবে, কিন্তু সেই যুদ্ধ যেন স্ত্রীদে
নিমিত্তে না হয়, গর্ভ, বিমর্ষসন্ধি ও কৈ
বৃত্তি থাকিবে না। হাস্য, আদি ও
ব্যতীত অন্যান্য রসগুলি অঙ্গীস্বরূপ হই
যথা :—সৌগন্ধিকাহরণাদি ব্যায়োগের
হরণগ্রন্থ।

অঙ্ক-লক্ষণ।

অঙ্ককে সচরাচর উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বলে। নাটকাদির অন্তর্গত অঙ্ক পরিচ্ছেদজন্য ইহার উক্ত নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অঙ্কের আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ উভয়বিধই হইতে পারে। দিব্যপুরুষ (শ্রীকৃষ্ণাদি) ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণকে ইহাতে নায়করূপে উপস্থাপিত করিতে হয়। অঙ্কে করুণ রসই বহুলপরিমাণে ভাসমান থাকা উচিত, কিন্তু বধ বা উদ্ধত প্রহারাদির কথা কিছুই থাকিবে না। স্ত্রীলোকদিগের বিলাপ, নির্ব্বেদবাক্যাদিই অধিকপরিমাণে প্রযুক্ত হইবে। ইহার বৃত্তি ভারতী, উপাখ্যানভাগ উপবনগমন, ক্রীড়া, বিহার, স্ত্রীসম্ভোগাদি ও মনোহর ভূম্যাদির বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকিবে, রচনা বিলোমগতিতে

হওয়া উচিত; অঙ্ক একটী, সন্ধিবৃত্তি অঙ্গ, এবং জয় পরাজয় ফল। যথা:—শর্ম্মিষ্ঠাযযাতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অঙ্কগ্রন্থ।

প্রহসন-লক্ষণ।

প্রহসনের নায়ক তাপস, ব্রাহ্মণ অথবা অন্ত কোন পুরুষও হইতে পারে। ইহার আখ্যায়িকা কবিকল্পিত, বৃত্তি আরভটী, অঙ্ক এক বা দুইটী হইবে। হাস্যের কথা ও নীচজনোক্ত পরিহাসাদি ইহাতে অধিকপরিমাণে থাকা আবশ্যক। অভিনেতৃদিগের কথাগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবযুক্ত ও হাস্যজনক হওয়া উচিত। নায়ক একটীর অধিক হইবে না, কাহারও মতে ইহাতে অনেক ভ্রষ্টাচারের কথা থাকিবে।

শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণভেদে প্রহসন দুইপ্রকার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে শুদ্ধ এবং বেশ্যা, নপুংসক, বিট, বণিক্ ও দাসীদিগের পরিহাসাদিযুক্ত হইলে সঙ্কীর্ণ হইবে। ইহাতে স্ত্রীলোকের নৃত্য থাকা কর্ত্তব্য, এবং ইহার অঙ্গাদি বীথীর ন্যায় হইবে। যথা :—প্রহসনের প্রধান গ্রন্থ কন্দর্পকেলি প্রভৃতি।

ভাণ-লক্ষণ।

যাহাতে ধূর্ত্তের চরিতঘটিত আখ্যায়িকা, নানা অবস্থার ঘটনা, একটীমাত্র অঙ্ক ও নিপুণ, পণ্ডিত, নৃত্যগীতাভিজ্ঞ অথচ ধূর্ত্ত নায়ক থাকে, তাহাকে ভাণ কহে। সেই নায়কই রঙ্গ-স্থলে অন্যের অননুভূত বিষয় আবিষ্কৃত করিয়া

সম্বোধন ও উক্তি প্রত্যুক্তি প্রায়ই আকাশভাষিত দ্বারা সম্পন্ন করিবে। ইহার উপাখ্যানটী কবি-কল্পিত এবং শৌর্য্য, বীর্য্য ও সৌভাগ্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহাতে বীর অথবা আদি রসই প্রধান, বৃত্তি প্রায়ই ভারতী; কদাচিৎ কৌশিকী বৃত্তিরও সমাবেশ দেখা যায়, মুখ ও নিবর্হণসন্ধি থাকে, এবং অভিনয়কার্য্যে নৃত্য ও দশবিধ নৃত্যাঙ্গের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যথা :— লীলামধুকর প্রভৃতি গ্রন্থ ভাণের উদাহরণ স্থল।

বীথী-লক্ষণ।

বীথীতে একটী অঙ্ক ও এক বা দুইটী পাত্র থাকিবে। ইহাও ভাণের ন্যায় আকাশভাষিত

দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তরে পরিপূর্ণ হইবে। ইহার প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে। ইহাতে সকলপ্রকার রসই থাকে, কিন্তু সাহিত্যদর্পণকর্ত্তা বলেন, আদি রস অধিকপরিমাণে বর্ণিত হয় বলিয়া ইহা আদিরসপ্রধান। ইহাতে মুখ ও নির্ব্বহণ সন্ধি থাকে, তাহাতেই সমুদায় প্রয়োজন প্রকাশিত হয়। বীথীতে এই তেরটী অঙ্গ থাকে। যথা:— উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, অবস্যন্দিতক, অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, নালিকা, বাক্‌কেলি, অধিবল, ছল, ব্যাহার, মৃদব, ত্রিগত, এবং গণ্ড। এতন্মধ্যে উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিতের লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তদ্ব্যতিরিক্ত প্রত্যেকের লক্ষণ নিম্নে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অবস্যান্দিত-লক্ষণ।

কোন কথা বলিলে যদি তাহাতে ভাল মন্দ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রথমোক্ত কথার অন্যপ্রকার অর্থ করার নাম অবস্যান্দিত। যথা :—রামচ্ছলিতে " বাছা! কাল অযোধ্যায় যাইবে, কিন্তু অযোধ্যাধিপতিকে বিনীতভাবে প্রণামাদি করিও", ইত্যাদি সীতা-বাক্য অবস্যান্দিতের উদাহরণস্থল।

অসৎপ্রলাপ-লক্ষণ।

হিতাহিতবিবেচনাশূন্য মূর্খের অসম্বন্ধ কথার অসম্বন্ধ প্রত্যুত্তর প্রদান করাকে অসৎ-প্রলাপ বলে। যথা :—বেণীসংহারে দুর্য্যোধনের প্রতি গান্ধারীর বাক্য অসৎপ্রলাপের দৃষ্টান্ত-স্থল।

প্রপঞ্চ-লক্ষণ।

কোন প্রকৃতার্থ বিষয়ের নিমিত্ত পরস্পরের হাস্যজনক কথোপকথনকে প্রপঞ্চ বলা যায়। যথা :—বিক্রমোর্ব্বশীতে বড়্ভীস্থ বিদূষক এবং চেটীর পরস্পর কথোপকথন প্রকৃত প্রপঞ্চ।

নালিকা-লক্ষণ।

বাক্যের স্বরূপার্থ গোপন করিয়া অন্য কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করার নাম প্রহেলিকা। সেই প্রহেলিকা হাস্যপরিহাসস্থলে প্রযুক্ত হইলে নালিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা :—রত্নাবলীতে সুসঙ্গতা।—"সখি! তুমি যাহার নিমিত্ত আসিয়াছ, সে এইখানেই আছে। সাগরিকা।—"আমি কাহার নিমিত্ত

এখানে আসিয়াছি?" সুসঙ্গতা।—"চিত্রফলকের জন্য", ইত্যাদি বাক্য নালিকার উদাহরণস্থল।

বাক্‌কেলি-লক্ষণ।

কথোপকথন, হাস্যপরিহাস, বা ক্রোধাদি প্রকাশস্থলে পরস্পরের ক্রমান্বয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর করা, অথবা সহসা বাক্যের আকাঙ্ক্ষাসত্ত্বে থামার নাম বাক্‌কেলি। যথা:—"মদ্য তোমার অতি প্রিয়, কিন্তু সেই মদ্য বারাঙ্গনার সহিত একত্র পান করিতে পারিলে আরও অধিকতর প্রিয় হইতে পারে", ইত্যাদি বাক্য বাক্‌কেলির উত্তম দৃষ্টান্ত।

অধিবল-লক্ষণ।

স্পর্দ্ধাশীল পরস্পরের বক্রভাবোক্ত উক্তি প্রত্যুক্তির ক্রমশঃ অধিক প্রচণ্ডতা হওয়াকে

অধিবল বলে। অথবা উত্তরপ্রত্যুত্তরস্থলে শত্রুর বাক্য শুনিয়া নিজে আরও কিছু অধিক বলিতে যাওয়াকেও অধিবল বলে। যথা :— প্রভাবতীতে "আজ ক্ষণকালের মধ্যে এই গদা দ্বারা ইহার বক্ষঃস্থল চূর্ণ করিয়া তোমাদিগের উভয় লোক উন্মূলিত করিব", ইত্যাদি বজ্রনাভ-বাক্য অধিবললক্ষণাক্রান্ত।

ছল-লক্ষণ।

বস্তুতঃ প্রিয় নহে, অথচ প্রিয়ের মত ভাসমান অপ্রিয় বাক্য দ্বারা ছলনা করাকেই ছল বলে। অথবা উপহাস বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কোন একার্থবিশিষ্ট কথা দ্বারা অন্য-প্রকার অভিপ্রায় বুঝানকেও ছল বলা যাইতে পারে। যথা :—বেণীসংহারে "দ্যূতচ্ছলের কর্তা,

জতুগৃহোদ্দীপক, দুঃশাসনাদির গুরু, অঙ্গরাজের মিত্র, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণে পটু, পাণ্ডবদিগের প্রভু, সেই রাজা দুর্য্যোধন এক্ষণে কোথায়? আমরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি", ইত্যাদি ভীমার্জ্জুনের বাক্য ছলমূলক।

ব্যাহার-লক্ষণ।

পরের নিমিত্ত হাস্যলোভপ্রকাশক বচনাবলীকে ব্যাহার বলে। যথা:—মালবিকাগ্নিমিত্রে মালবিকার লাস্য প্রদর্শনের পর বিদূষকাদির পরস্পর কথোপকথন ব্যাহারের উদাহরণস্থল।

মৃদব লক্ষণ।

যেখানে গুণ, দোষের ন্যায় এবং দোষ গুণের ন্যায় প্রযুক্ত হয়, তাহাকে মৃদব বলে।

যথা :—"প্রিয়জীবিততা, ক্রূরতা, নিঃস্নেহতা ও কৃতঘ্নতা প্রভৃতি আমার দোষ সকল অদ্য তোমাকে দেখিয়া গুণতা প্রাপ্ত হইল। যৌবন-শ্রীভূষিত তাহার সেই মনোহর রূপ ও সৌন্দর্য্য সুখের নিকেতন হইলেও আমার অশেষ দুঃখের হেতু হইতেছে", ইত্যাদি বাক্য মৃদবের প্রকৃত উদাহরণস্থল।

ত্রিগত-লক্ষণ।

অনুদাত্ত বচন, প্রয়োগকালে তিনপ্রকারে বিভক্ত হইয়া হাস্যরসযুক্ত হইলে ত্রিগত নামে কথিত হয়। অথবা শ্রুতিসমতাহেতু অনেকার্থের প্রয়োগের নাম ত্রিগত। যথা :— বিক্রমোর্ব্বশীতে "মহারাজ! আমি এই বনের মধ্যে আপনার বিরহে অতিকাতরা একটী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে দেখিয়াছি," ইত্যাদি বাক্য ত্রিগতের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল।

গণ্ড-লক্ষণ।

একপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত কোন কথাকে প্রস্তুতবিষয়ক অর্থে ঘটাইয়া ত্বরা করিয়া বলার নাম গণ্ড। যথা:—বেণীসংহারে "মহারাজ! ভগ্ন ভগ্ন," ইত্যাদি কঞ্চুকীবাক্য গণ্ডলক্ষণা ক্রান্ত।

এই সমুদায় বিষয় নাটকাদি সকলেরই বিশেষ উপযোগী হইলেও কেবল বীথীতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মালাকারে নানারসের সঞ্চার থাকে বলিয়া ইহাকে বীথী বলে। মাল-বিকাগ্নিমিত্র গ্রন্থ ইহার মধ্যে পরিগণিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপরূপক।

প্রথমোক্ত লক্ষণাক্রান্ত অভিনেয় বিষয় সকলের নাম যেমন রূপক, তদ্ভিন্ন প্রকারান্তরে অভিনেতব্য বিষয়সমূহকে উপরূপক বলে। উপরূপকও প্রকারভেদে অষ্টাদশবিধ হইয়া থাকে। যথা:—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভাণিকা। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদাহরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

নাটিকা-লক্ষণ ।

নাটিকার উপাখ্যান কবিকল্পিত। ইহাতে অনেকগুলি নায়িকাসমাগম, চারিটী অঙ্ক, কৌশিকী বৃত্তি এবং অল্পপরিমাণে বিমর্ষ সন্ধি থাকা কর্ত্তব্য। নৃত্যগীতপ্রভৃতিতে অনুরক্ত, নিশ্চিন্ত, আমোদী, অথচ রাজাকে নাটিকার নায়ক করিতে হয়। অন্তঃপুরচারিণীদিগের সঙ্গীত-কুশলা হওয়া উচিত; প্রধান নায়িকা নৃপবংশজা, অবিবাহিতা ও নবানুরাগা হইবে, নায়ক সেই নায়িকার প্রতি অত্যাসক্তচিত্ত হইয়াও প্রধান রাজকুলসম্ভূতা অতিপ্রগল্‌ভা, অত্যন্ত মানিনী প্রধানমহিষীর শঙ্কায় সতত শঙ্কিত থাকিবে এবং নায়কনায়িকার পরস্পর সম্মিলন মহিষীর আয়ত্তাধীন হইবে। যথা:—রত্নাবলী উৎকৃষ্ট নাটিকা।

ত্রোটক-লক্ষণ।

যাহাতে পাঁচ, সাত, আট অথবা নয়টী অঙ্ক থাকে এবং যাহার নায়ক মনুষ্য আর নায়িকা দেবযোনিসম্ভবা, তাহাকে ত্রোটক বলে। ত্রোটকের প্রতি অঙ্কেই বিদূষক ও আদিরসবাহুল্য থাকিবে। যথা :—বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ত্রোটকগ্রন্থ।

গোষ্ঠী-লক্ষণ।

যে উপরূপক নয় দশটী প্রাকৃত মনুষ্য ও পাঁচ ছয়টী স্ত্রীলোকঘটিত বৃত্তান্তযুক্ত, প্রগল্ভবাক্যশূন্য, কৌশিকীবৃত্তিবিশিষ্ট, গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধিবিবর্জ্জিত, একাঙ্কে পরিণত এবং আদিরসবহুল, তাহার নাম গোষ্ঠী। যথা :—রৈবতমদনিকা গোষ্ঠীশ্রেণীভুক্ত।

সট্টক-লক্ষণ।

যাহা প্রচুর-প্রাকৃত-ভাষা-পূর্ণ, বিষ্কম্ভক-প্রবেশকশূন্য, অদ্ভুতরসযুক্ত, পাত্রান্তরের প্রবেশ-রহিত, যবনিকানামক অঙ্কে আবদ্ধ, তাহাকে সট্টক বলা যায়। সট্টকের অন্যান্য বিষয় নাটিকার মত। যথা :—কর্পূরমঞ্জরীনামক গ্রন্থ সট্টকমধ্যে প্রসিদ্ধ।

নাট্যরাসক-লক্ষণ।

যাহাতে একটীমাত্র অঙ্ক, বিবিধতাললয় বিশুদ্ধ গীত, অতি উদারচরিত নায়ক, পীঠমর্দ্দ উপনায়ক, বাসকসজ্জা নায়িকা, আদিরসযুক্ত হাস্যরসপ্রাধান্য, মুখ ও নিবর্হণ সন্ধি এবং দশ অঙ্গবিশিষ্ট লাস্যের সমাবেশ দেখা যায়, তাহার

নাম নাট্যরাসক। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত ইহাতে কেবল প্রতিমুখ ভিন্ন অপর কয়েকটী সন্ধি যোজনা করিতে বিধি দেন। পূর্ব্বোক্ত সন্ধিদ্বয়বিশিষ্ট নর্ম্মবতী এবং সন্ধিচতুষ্টয়যুক্ত বিলাসবতী গ্রন্থই অধিক প্রসিদ্ধ।

প্রস্থান-লক্ষণ।

প্রস্থানের নায়ক দাস, উপনায়ক অতি নীচ ব্যক্তি, নায়িকা দাসী, বৃত্তি কৌশিকী ও ভারতী, এবং অঙ্ক দুইটীমাত্র হওয়া উচিত। ইহাতে সুরাপানের অধিক আয়োজন ও তাল-লয়াদিসম্বন্ধ সঙ্গীতও থাকে। শৃঙ্গারতিলক প্রস্থানমধ্যে পরিগণিত।

উল্লাপ্য-লক্ষণ।

যাহার নায়ক উদাত্তগুণযুক্ত, আখ্যায়িকা স্বর্গীয়া, রস হাস্য-আদি-করুণাত্মক, উপাখ্যান-ভাগ বহু সংগ্রামবর্ণনে পরিপূর্ণ, এবং সঙ্গীত-যুক্ত, তাহাকে উল্লাপ্য বলে। ইহাতে অঙ্ক একটী, কাহারও মতে তিনটী ও একবিংশতি শিল্পকাঙ্গ বর্ণিত থাকে। উল্লাপ্যের মধ্যে দেবী-মহাদেবনামক গ্রন্থ বিখ্যাত।

কাব্য-লক্ষণ।

যাহা আরভটী বৃত্তিরহিত, একাঙ্কবিশিষ্ট, হাস্যরসপ্রধান, তালহীন খণ্ডমাত্রা ও দ্বিপ-দিকা প্রভৃতি গীতযুক্ত, তাহাকে কাব্য বলে। কাব্যের আদ্যন্তে সন্ধি এবং আদিরসরসিকা

অতি উচ্চপ্রকৃতি নায়িকা থাকা কর্ত্তব্য। কাব্যের মধ্যে যাদবোদয় অতি প্রসিদ্ধ।

প্রেঙ্খণ-লক্ষণ।

যাহাতে গর্ভ সন্ধি, বিমর্ষ সন্ধি, নায়ক, সূত্রধার ও বিষ্কম্ভক বা প্রবেশক থাকে না, একটীমাত্র অঙ্ক, সকলপ্রকার বৃত্তি ও নেপথ্যে নান্দীগানবিধান থাকে, তাহাকে প্রেঙ্খণ বলে। যেমন বালিবধ ইত্যাদি।

রাসক-লক্ষণ।

রাসকে একটীমাত্র অঙ্ক, পাঁচটী পাত্রের সমাবেশ, মুখ ও নির্বহণ সন্ধি, নানা-ভাষা-কৌশল, ভারতী ও কৌশিকী বৃত্তি, বীথীর

সমুদায় অঙ্গ, নৃত্যগীতের সংযোগ, শ্লেষবাক্যে রচিত নান্দী, অতি বিখ্যাত নায়িকা এবং মূর্খ নায়ক থাকা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ ইহাতে সন্ধি ও প্রতিমুখসন্ধি যোজনা করিয়া থাকেন; যেমন মেনকাহিত ইত্যাদি।

সংলাপ-লক্ষণ।

যাহাতে তিন বা চারিটী অঙ্ক, অতি পাষণ্ড নায়ক, আদি ও করুণা ভিন্ন অন্য কোন রস, পুররোধচ্ছলে সংগ্রাম ও উপপ্লবাদির বর্ণন এবং কৌশিকী ও ভারতী ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি থাকে, তাহার নাম সংলাপ। সংলাপের মধ্যে মায়াকাপালিক প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীগদিত-লক্ষণ।

বিখ্যাত আখ্যায়িকাপূর্ণ, এক অঙ্কবিশিষ্ট, উদাত্তগুণভূষিত বিখ্যাত নায়কনায়িকাযুক্ত, গর্ভসান্ধ-বিমর্ষসন্ধি-বিবর্জিত, বহুল ভারতী বৃত্তিনিবদ্ধ, শ্রীশব্দযুক্ত উপরূপককে শ্রীগদিত বলে। কাহারও মতে ইহাতে শ্রী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া গান ও শ্লোক পাঠ করেন। যেমন ক্রীড়ারসাতল ইত্যাদি।

শিল্পক-লক্ষণ।

যাহাতে চারিটী অঙ্ক, চারিটী বৃত্তি, শান্ত ও হাস্য ভিন্ন সমুদয় রস, ব্রাহ্মণ নায়ক, শ্মশানাদির বর্ণন, অতি হীনজাতীয় উপনায়ক, আশংসা, তর্ক, সন্দেহ, তাপ, উদ্বেগ, প্রসক্তি,

প্রযত্ন, গ্রথন, উৎকণ্ঠা, আকারগোপন, অপ্রতি-
পত্তি, বিলাস, আলস্য, বাষ্প, প্রহর্ষ, অশ্লীল-
মূঢ়তা, সাধনানুগম, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, প্রাপ্তি,
লাভ, বিস্মৃতি, সম্পেট, বৈশারদ্য, প্রবোধন
এবং চমৎকারিত্ব এই সকল বিষয়ের সমাবেশ
দেখা যায়, তাহাকে শিল্পক কহে। যেমন
কনকাবতীমাধব।

বিলাসিকা-লক্ষণ।

বিলাসিকায় বহুলভাবে আদিরসবর্ণন,
একটী অঙ্ক, দশবিধ লাস্যাঙ্গ, বিদূষক, বিট,
পীঠমর্দ্দ, অর্থাৎ নায়কের অনুরূপ গুণসম্পন্ন সহায়
থাকিবে। ইহার নায়ক অতি হীনজাতীয়,
আখ্যায়িকা অতি অল্প, "কিন্তু বেশভূষাদির

আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইবে। ইহাতে গর্ভসন্ধি ও বিমর্ষসন্ধি থাকে না। কেহ ইহাকে দুর্মল্লিকার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ বা ইহার বিলাসিকা নামের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ লাসিকাই বলিয়া থাকেন। বিলাসিকার গ্রন্থ অন্বেষ্টব্য।

দুর্ম্মল্লিকা-লক্ষণ।

যাহাতে মনুষ্য নায়ক, অতি হীনজাতীয় প্রতিনায়ক, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি এবং চারিটী অঙ্ক থাকে, তাহাকে দুর্ম্মল্লিকা বলে। কিন্তু ঐ অঙ্কচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম অঙ্ক বিটের ক্রীড়াতেই পর্য্যাপ্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক বিদূষকের চেষ্টাতে পরিপূর্ণ, তৃতীয় অঙ্ক পীঠমর্দ্দের বিষয়-নিবদ্ধ ও চতুর্থ অঙ্ক প্রধান নায়কের ক্রীড়া-

বর্ণনবিশিষ্ট হওয়া উচিত। যেমন বিন্দুমতী ইত্যাদি।

প্রকরণী-লক্ষণ।

যাহার নায়ক সার্থবাহ, নায়িকা নায়কের সমানবংশসমুদ্ভূতা এবং অন্যান্য বিষয় নাটিকার অনুরূপ, তাহাকে প্রকরণী বলে। গ্রন্থ অন্বেষ্টব্য।

হল্লীশ-লক্ষণ।

যাহাতে একটীমাত্র অঙ্ক, অতি সুচতুরা সাত আট বা দশটী নায়িকা, সুবক্তা নায়ক, কৌশিকী বৃত্তি, মুখ ও নিবর্হণ সন্ধি এবং বহুবিধ তাললয়াদিসুসঙ্গত সঙ্গীত থাকে,

তাহাকে দুর্মীশ বলে। যেমন কেলিরৈবতক ইত্যাদি।

ভাণিকা-লক্ষণ।

যাহাতে বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য, মুখ ও নিবর্হণ সন্ধি, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি, একটীমাত্র অঙ্ক অসামান্য উদারচরিতা নায়িকা, অত্যন্ত অধমপ্রকৃতি নায়ক, উপন্যাস (প্রসঙ্গক্রমে কোন কার্য্যবর্ণন), বিন্যাস (নির্বেদ বাক্য), বিবোধ (ভ্রান্তিবিনাশ), সাধ্বস (আরোপিত আখ্যান), সমর্পণ (ক্রোধ অথবা পীড়ানিবন্ধন সোপালম্ভ বাক্যপ্রয়োগ), নিবৃত্তি (নিদর্শনের উপন্যাস) এবং সংহার (কার্য্যসমাপন), এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়,

তাহাকে ভাণিকা কহে। ইহার উদাহরণস্থল কামদত্তা।

রূপক ও উপরূপকের নাম লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে রূপকাঙ্গলাস্যের অঙ্গসমূহের নাম লক্ষণাদির বিবরণ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। নাট্যকারেরা গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিগূঢ়, উত্তমোত্তমক ও উক্তপ্রত্যুক্ত, নাট্যাঙ্গলাস্যের এই দশবিধ অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

গেয়পদ-লক্ষণ।

গায়কেরা আসনে উপবিষ্ট হইয়া তন্ত্রীভাণ্ড সম্মুখে লইয়া যে, শুদ্ধ (বাদ্যহীন) গান করে, তাহাকে গেয়পদ বলে। যথা :—নাগানন্দে

গৌরীগৃহে বীণাবাদনপূর্ব্বক মলয়বতীর গান গেয়পদের উদাহরণস্থল।

স্থিতপাট্য-লক্ষণ।

যাহা অনেক চারীযুক্ত, পঞ্চপানি অর্থাৎ পঞ্চতালী নৃত্যের অনুসারী এবং বৎসপুচ্ছ-বিশিষ্ট, তাহার নাম স্থিতপাট্য। মতান্তরে কুসুমশর-শর-তাপিতা নায়িকাদিগের প্রাকৃত ভাষাবিরচিত বিরহগান করাকেও স্থিতপাট্য বলে।

আসীন-লক্ষণ।

আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বপ্রকার বাদ্য পরিত্যাগ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারণ করিয়া চিন্তাশোকভরে উপবিষ্ট হওয়ার নাম আসীন।

পুষ্পগণ্ডিকা-লক্ষণ।

যাহাতে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় গীত, বাদ্য এবং তাণ্ডব ও লাস্য দ্বিবিধ নৃত্যক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার নাম পুষ্পগণ্ডিকা।

প্রচ্ছেদক-লক্ষণ।

স্ত্রীলোকে আপন পতিকে অন্য স্ত্রীর সহিত সঙ্গত দেখিয়া প্রেমবিচ্ছেদে ক্রুদ্ধ হইয়া বীণাদি স্বরযোগে যে গান করে, তাহাকে প্রচ্ছেদক বলে।

ত্রিগূঢ়-লক্ষণ।

অনিষ্ঠুর অথচ শ্লক্ষ্ণ-পদ-বিশিষ্ট সমবৃত্ত পুরুষভাবে পরিপূর্ণ নাট্যকে ত্রিগূঢ় বলে কাহারও মতে পুরুষগণের স্ত্রীবেশধারণ করিয়া অভিনয় করার নাম ত্রিগূঢ়। যথা —মালতী-

মাধবে "এই ত আমি মালতীর বেশধারণ করিলাম," ইত্যাদি মকরন্দবাক্য ত্রিগূঢ়ের উত্তম উদাহরণ-স্থল।

সৈন্ধব-লক্ষণ।

রূপবাদ্যাদিসংযুক্ত, সুব্যক্ত করণের আশ্রয়, পাঠ্যহীন ও স্বভাবোক্তিতে পরিপূর্ণ নাট্যকে সৈন্ধব বলে। কেহ কেহ বলেন যে, কোন অভিনেতা সঙ্কেত ভুলিয়া অর্থাৎ বক্তব্যের খেয়া হারাইয়া বীণাদিস্বরসংযোগে যে স্বাভাবিক ভাষা বলে, তাহারই নাম সৈন্ধব।

দ্বিগূঢ়ক-লক্ষণ।

যেখানে মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধি ও চতুরস্র-পদ গীত থাকিবে এবং যাহা নানা রসভাবার্থ-সংযুক্ত, তাহাকে দ্বিগূঢ়ক বলে।

উত্তমোত্তমক-লক্ষণ।

যাহাতে বীণাদি বিবিধ যন্ত্রের ক্রিয়া নানাপ্রকার চমৎকারজনক শ্লোক ও হাবভাবাদির সমাবেশ থাকে, তাহার নাম উত্তমোত্তমক।

উক্তপ্রত্যুক্ত-লক্ষণ।

যাহা কোপ, তিরস্কার, অথবা অনুগ্রহজন্য উত্তর প্রত্যুত্তরপূর্ণ নানা গীতবাদ্যবিশিষ্ট তাহাকে উক্তপ্রত্যুক্ত বলে।

দশরূপকাঙ্গ লাস্যের নামলক্ষণাদির বিষয় একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে ইহার সন্ধি বিধি-বিষয়ক শরীরগত অন্যান্য লক্ষণ সমুদায় বলা আবশ্যক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিবৃত্তই নাট্যের শরীর, সেই ইতিবৃত্ত আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিকভেদে দ্বিবিধ ও পঞ্চসন্ধিতে বিভক্ত। যে কার্য্য ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সমর্থ, তাহার নাম অধিকার, এবং সেই অধিকারদ্বারা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত নীযমান ইতি-বৃত্তের নাম আধিকারিক। পরপ্রয়োজনপ্রযুক্ত যে ইতিবৃত্ত. সেই ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গক্রমে নিজের কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে তাহাকে প্রাস-ঙ্গিক ইতিবৃত্ত বলে। কবির প্রযত্নাতিশয়ে বিধি-মতে প্রযুক্ত অভিনেতৃগণকর্তৃক ফলের উৎকর্ষ-হেতু যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে ফলপ্রাপ্তি বলে এবং সেই ফলের জন্য আধিকারিক ও

তাহার উপকরণজন্য আনুষঙ্গিক অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকের ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই ফলপ্রাপ্তির পাঁচটী অবস্থা আছে। যথা :—প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তপ্রাপ্তি এবং ফলাগম।

প্রারম্ভ-লক্ষণ।

মুখ্যফলসিদ্ধির নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করার নাম প্রারম্ভ। যথা :—রত্নাবলীতে রত্নাবলীর রাজান্তঃপুরপ্রবেশের নিমিত্ত যৌগন্ধরায়ণের ঔৎসুক্য প্রকাশ।

প্রযত্ন-লক্ষণ।

ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিত্বরাযুক্ত ব্যাপারকে প্রযত্ন বলে। কাহারও মতে কোন ব্যক্তির ফলপ্রাপ্তি না দেখিয়া ফলের প্রতি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত ধাবনের নামই প্রযত্ন। যথা :—

রত্নাবলীতে রত্নাবলীর চিত্রপট লিখন। রাম-চরিতে সমুদ্রমন্থন ইত্যাদি।

প্রাপ্ত্যাশা-লক্ষণ।

যাহাতে ভাবমাত্রে ফলপ্রাপ্তির প্রতি কিঞ্চিৎও আশা থাকে, তাহাকে প্রাপ্ত্যাশা বলে। অথবা যেখানে উপায়সত্ত্বেও অপায়ের আশঙ্কায় ফলপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা করিতে পারা যায় না, অথচ সম্ভাবনা থাকে, তাহার নাম প্রাপ্ত্যাশা। যথা:—রত্নাবলীতে বেশপরি-বর্ত্তনাদি দ্বারা রত্নাবলীর উদয়নরাজের সঙ্গম-রূপ ফলপ্রাপ্তি।

নিয়তপ্রাপ্তি-লক্ষণ।

যেখানে রূপ বা ক্রিয়া দ্বারা ফলপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে, তাহাকে নিয়তপ্রাপ্তি

বলে। অথবা অপায়ের দূরীকরণে যে ফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়, তাহার নাম নিয়ত-প্রাপ্তি। যথা :—রত্নাবলীতে "দেবীর অনুগ্রহ লাভ ব্যতিরেকে এক্ষণে অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না," ইত্যাদি রাজবাক্য।

ফলাগম-লক্ষণ।

সমুদায় অভিপ্রেত ক্রিয়াফলের লাভকে ফলাগম বলে। যেমন রত্নাবলীতে উদয়ন-রাজের চক্রবর্ত্তিত্বলক্ষণ ফলান্তরলাভের সহিত রত্নাবলীলাভ।

ফলার্থিকর্ত্তৃক আরব্ধ ইতিবৃত্তাদি কার্য্যের ক্রমান্বয়ে এই পাঁচপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন হইলেও পরস্পর একত্র হইয়া ফলের হেতুস্বরূপ হয়।

যে সকল বিষয় দ্বারা ইতিবৃত্তের প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, তাহাদিগকে অর্থপ্রকৃতি বলে। সেই অর্থপ্রকৃতিসকলের পাঁচটী প্রকারভেদ আছে। যথা:--বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য। ইহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

বীজ-লক্ষণ।

প্রথমে অল্পমাত্র সমুদ্দিষ্ট ও পরে বিস্তারিত হইয়া ফলাবসান পর্য্যন্ত বর্ণিত ফলের প্রথম কারণকে বীজ বলে। যথা:—রত্নাবলীতে বৎস-রাজের দৈবানুকূল্যলালিত রত্নাবলীপ্রাপ্তিহেতু যৌগন্ধরায়ণকার্য্য। অথবা বেণীসংহারে দ্রৌপদীর কেশসংযমনহেতু ভীমের ক্রোধোপচিত্ত যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ।

বিন্দু-লক্ষণ।

প্রয়োজনসকলের পরস্পর বিচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকিলে যাহা দ্বারা কার্য্যশেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিচ্ছেদঘটনা না হয়, তাহাকে বিন্দু বলে। যথা:—রত্নাবলীতে অনঙ্গপূজা সমাপ্ত হইলে সাগরিকার উদযনরাজের পরিচয়প্রাপ্তি।

পতাকা-লক্ষণ।

যে ইতিবৃত্ত ফল ও প্রস্তুত বিষয়ের উপকারক, অথচ প্রস্তুত প্রধান বিষয়ের ন্যায় কল্পিত, তাহাকে পতাকা বলে। যেমন:—রামচরিতে সুগ্রীবাদির, বেণীসংহারে ভীমাদির ও শকুন্তলায় বিদূষকের চরিত পতাকার উদাহরণস্থল।

প্রকরী-লক্ষণ।

প্রস্তুত বিষয়ের কোন একভাগে প্রসঙ্গক্রমে কোন চরিত বর্ণনকে প্রকরী বলে। যথা:—কুলপত্যঙ্কে রাবণের সহিত জটায়ুর বিরোধসংবাদ।

কার্য্য-লক্ষণ।

যাহার জন্য কোন কিছু আরম্ভ হয়, তাহার নাম কার্য্য। কাহারও মতে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য-বিষয়ক বর্ণনের নামই কার্য্য। যথা:—রামচরিতে রাবণবধ।

পূর্ব্বোক্ত পতাকায় এক বা ততোধিক যে সন্ধি থাকে, তাহা প্রধানার্থের অনুযায়ী হইলেই অনুসন্ধি নামে অভিহিত হয়। গর্ভ বা বিমর্ষে পতাকা সম্পন্ন হয়। ইহা প্রাসঙ্গিক বলিয়া

কোন বস্তুসম্পর্কীয় এবং প্রধান নায়ক ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনসাধক ও শিষ্টপদসম্বদ্ধ হয়। ইহাতে অর্থের উপযোগ থাকে। চারিটী পতাকাবিশিষ্ট কাব্য নাটকে প্রযোজিত হয়।

নাটকে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ বা উপসংহৃতি এই পাঁচপ্রকার সন্ধি থাকে। এই পঞ্চসন্ধিবিশিষ্ট নাটকই অতি প্রশস্ত। অবশিষ্ট অপ্রধান সন্ধিগুলি উক্ত পঞ্চসন্ধির অনুগতমাত্র।

মুখসন্ধি-লক্ষণ।

যেখানে বীজ কথার উৎপত্তি হয় এবং নানা অর্থযুক্ত রস থাকে, তাহাকে মুখসন্ধি বলে। যথা:—রত্নাবলীর প্রথমাঙ্কে মুখসন্ধি দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতিমুখসন্ধি-লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত মুখসন্ধিতে প্রধান ফলের উপায়-স্বরূপ বীজ কোন স্থানে লক্ষ্য, কোন স্থানে বা কিঞ্চিৎ অস্পষ্টের ন্যায় প্রতীত হইয়া যে, উদ্দিষ্ট হয়, তাহাকে প্রতিমুখসন্ধি বলে। যথা :—রত্নাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয়াঙ্কে উপক্ষিপ্ত বৎসরাজের সাগরিকাসমাগমহেতুভূত অনুরাগবীজের সুসঙ্গতা ও বিদূষককর্ত্তৃক জ্ঞায়মানতাহেতু কিঞ্চিৎ লক্ষ্য, এবং বাসবদত্তা-কর্ত্তৃক চিত্রফলকবৃত্তান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ উন্নীয়মানের উদ্দেশরূপ উদ্ভেদ।

গর্ভসন্ধি-লক্ষণ।

যাহাতে প্রধান বীজের উদ্ভেদ, কখন প্রাপ্তি, কখন বা অপ্রাপ্তি এবং পুনরন্বেষণ

সংঘটিত হয়, তাহাকে গর্ভসন্ধি কহে। যথা :—রত্নাবলীর দ্বিতীয়াঙ্কে সুসঙ্গতার বাক্যে সমুদ্ভেদ, পুনর্ব্বার বাসবদত্তার প্রবেশে হ্রাস। তৃতীয়াঙ্কেও ইহার উদাহরণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বিমর্ষসন্ধি-লক্ষণ।

যে স্থলে ক্রোধ, ব্যসন ও শাপাদি দ্বারা মুখ্য ফলোপায়ের ব্যাঘাত জন্মায়, তাহার নাম বিমর্ষ সন্ধি। যথা :—শকুন্তলার চতুর্থাঙ্কে প্রিয়ম্বদার সহিত অনসূয়ার শকুন্তলাঘটিত কথোপকথন।

নিবর্হণসন্ধি-লক্ষণ।

যাহা দ্বারা নানা ভাবোত্তর বীজবিশিষ্ট মুখাদির অর্থসমূহ যথাযথ স্থানে উৎক্ষিপ্ত

হইয়া একার্থ প্রতিপন্ন করে, তাহাকে নিবর্হণ সন্ধি বলে। যথা :—বেণীসংহারে কঞ্চুকীযুধিষ্ঠিরসংবাদ, অথবা শকুন্তলার সপ্তমাঙ্কে শকুন্তলার অভিজ্ঞানদর্শনহেতু পরবৃত্তান্ত।

উক্ত পাঁচপ্রকার সন্ধিই নাটক ও প্রকরণে থাকে। ডিম ও সমবকারে বিমর্ষ সন্ধি ভিন্ন অপর চারিপ্রকার সন্ধি ও কৌশিকী ভিন্ন অপর তিনপ্রকার বৃত্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়। ব্যায়োগ ও ঈহামৃগে গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি থাকে না, এবং শুদ্ধ কৌশিকী বৃত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রহসন, বীথী, অঙ্ক ও ভাণ মুখ ও নিবর্হণ সন্ধিযুক্ত এবং কৌশিকী ভিন্ন অবশিষ্ট বৃত্তিবিশিষ্ট হয়। এই পাঁচপ্রকার সন্ধিরই নানা অঙ্গ আছে, তৎসমুদায় ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে।

সম্পদ্‌গুণযুক্ত বৃত্তসমূহকেই সন্ধ্যঙ্গ বলে : ইষ্ট বিষয়ের রচনা, প্রকৃত বৃত্তান্তের উপক্ষয়, রাগপ্রাপ্তি, প্রয়োগ, গুপ্ত বিষয়ের গোপন, প্রকাশ্য বিষয়ের প্রকাশ এই গুলি প্রধান সন্ধ্যঙ্গ। কাব্য যে, অর্থহীন হইয়াও অঙ্গ-সম ন্বিত হইলে প্রয়োগের প্রদীপ্তিহেতু শোভা পায় তদ্‌বিষয়ে বোধ হয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্যও অঙ্গহীন হইলে বিকলাঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় কাহারও মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয় না ; অতএব সন্ধি-প্রদেশে যথোপযুক্ত যথারসপূর্ণ কবিতাঙ্গসকল প্রয়োগ করিতে হয় : সাম, ভেদ, প্রদান, দণ্ড, বধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গোত্রস্খলিত, সাহস, ভয়, লজ্জা, মায়া, ক্রোধ ওজঃ, সম্বরণ, ভ্রান্তি, হেত্ববধারণ, দূত, লেখ, স্বপ্ন, চিত্র ও মত্ততা এই সকলকেই সন্ধ্যন্তর বলে।

উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, কারণ ও ভেদ এই দ্বাদশ-বিধ অঙ্গ মুখ-সন্ধিতে সংযোজিত থাকে।

প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধুত, তাপন নর্ম্ম, নর্ম্মদ্যুতি, প্রগণন, নিবোধ, পর্য্যুপাসন. পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার এই কয়েকটী অঙ্গ আছে।

অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, ক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধিবল, উদ্বেগ ও বিদ্রব এই ত্রয়োদশটী গর্ভসন্ধ্যঙ্গ।

অপবাদ, সম্পেট, দ্রব, শক্তি, প্রসঙ্গ, ব্যবসায়, বিরোধ, প্ররোচনা, বিচলন, আদান, ছলন, ব্যাহার ও দ্যুতি এই তেরটীকে বিমর্ষ-সন্ধ্যঙ্গ বলে।

নিবর্হণসন্ধিতে সন্ধি, বিবোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, আভাষণ, পূর্ব্বভাব, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি এই চতুর্দ্দশটী অঙ্গ আছে।

যে সকল সন্ধ্যঙ্গের নাম উক্ত হইল, তাহাদিগের লক্ষণ ও উদাহরণ বলা যাইতেছে।

উপক্ষেপ-লক্ষণ।

ইতিবৃত্তমূলক কাব্যার্থের সংক্ষেপে উপক্ষেপককে অর্থাৎ যেখানে কাব্যের প্রস্তুতার্থের উৎপত্তি হয়, তাহাকে উপক্ষেপ বলে। যথা—বেণীসংহারে "লাক্ষাগৃহ" ইত্যাদি ভীমবাক্য।

পরিকর-লক্ষণ।

কাব্যের উৎপন্নার্থবাহুল্যের নাম পরিকর। যথা :—বেণীসংহারে "কৌরবগণের সহিত

আমার যে দারুণ শত্রুতা, তাহার কারণ রাজাও নহেন এবং তোমরাও নহ," ইত্যাদি ভীমবাক্য।

পরিন্যাস লক্ষণ।

ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, অর্থাৎ পরে যাহা হইবে, তদ্বিষয়ক বর্ণনকে পরিন্যাস বলা যায়। যথা:—বেণীসংহারে অতি অভিমানিনী দ্রৌপদীর নিকট ভীমের প্রবোধজনক আশ্বাস বাক্য।

বিলোভন-লক্ষণ।

নায়কাদির গুণবর্ণন করার নাম বিলোভন। যথা:—বেণীসংহারে "নাথ! তুমি কুপিত হইলে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না," ইত্যাদি দ্রৌপদীর বাক্য।

যুক্তি-লক্ষণ।

অর্থের অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয়ের সম্যক্‌প্রকারে ধারণ করার নাম যুক্তি। যথা:—বেণীসংহারে ভীমের প্রতি "আর্য্য! মহারাজ কি" ইত্যাদি সহদেববাক্য।

প্রাপ্তি-লক্ষণ।

সুখাগমকে প্রাপ্তি বলে। যথা:—বেণীসংহারে "নাথ! এ কথা অশ্রুত-পূর্ব্ব," ইত্যাদি দ্রৌপদীবাক্য।

সমাধান-লক্ষণ।

বীজার্থের অর্থাৎ মূল বিষয়ের কথনকে সমাধান বলা যায়। যথা:—বেণীসংহারে "অহে সকলে শ্রবণ কর, বিরাট্ দ্রুপদ প্রভৃতি সকলে" ইত্যাদি নেপথ্যোক্ত বাক্য।

বিধান-লক্ষণ।

যে স্থলে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উক্তি থাকে, তাহাকে বিধান বলে। যথা:—বাল-চরিতে "বৎস! তোমার উৎসাহাতিশয়" ইত্যাদি বাক্য।

পরিভাবনা-লক্ষণ।

সকৌতূহল উক্তির নাম পরিভাবনা। যথা:—বেণীসংহারে "নাথ! এক্ষণে কি প্রলয় পয়োধর" ইত্যাদি দ্রৌপদীবাক্য।

উদ্ভেদ-লক্ষণ।

বীজার্থের অঙ্কুরের নাম উদ্ভেদ। যথা:—বেণীসংহারে "জীবিতেশ্বর! পুনর্ব্বার তুমি আমাকে সমাশ্বাসিত করিবে," ইত্যাদি দ্রৌপদী-বাক্য।

কারণ-লক্ষণ।

প্রকৃতার্থের সমারম্ভকেই কারণ বলে। যথা:—বেণীসংহারে "দেবি! আমরা এক্ষণে কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্ত চলিলাম," ইত্যাদি বাক্য

ভেদ-লক্ষণ।

সমূহের ভেদনকে ভেদ বলে। যথা:— বেণীসংহারে "অদ্য হইতে আমি তোমাদের সহিত ভিন্ন হইলাম," ইত্যাদি ভীমবাক্য।

বিলাস-লক্ষণ।

রতিবিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছার নাম বিলাস। যথা:—শকুন্তলায় "প্রিয়া শকুন্তলা আমার পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ নহেন," ইত্যাদি রাজ বাক্য।

পরিসর্প-লক্ষণ।

ইষ্ট অথচ নষ্ট বস্তুর কোন চিহ্ন দেখিয়া তাহার অনুসরণ করাকেই পরিসর্প বলা যায়। যথা:—শকুন্তলায় "এস্থলে ভবিতব্যতাই মূল" ইত্যাদি রাজবাক্য।

বিধূত-লক্ষণ।

কৃতানুনয় অগ্রাহ্য করার নাম বিধূত। যথা:—শকুন্তলায় " অন্তঃপুরবিরহপর্য্যুৎসুক মহারাজকে আমাদিগের উপরোধ করা বৃথা," ইত্যাদি বাক্য।

তাপন-লক্ষণ।

কোন বিষয়ের উপায় না দেখাকে তাপন বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "দুর্লভ জনের প্রতি আমার অনুরাগ," ইত্যাদি সাগরিকাবাক্য।

নর্ম্ম-লক্ষণ।

ক্রীড়া বা বিলোভনের নিমিত্ত হাস্যকর বাক্যের নাম নর্ম্ম। যথা:—রত্নাবলীতে "সখি! তুমি যাহার জন্যে এখানে আসিয়াছ, সে এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে," ইত্যাদি সুসঙ্গতা-বাক্য।

নর্ম্মদ্যুতি-লক্ষণ।

পরিহাসচ্ছলে সন্তোষ উৎপাদন করাকে নর্ম্মদ্যুতি বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "সখি! তুমি এমন নিষ্ঠুর হইলে কেন," ইত্যাদি সুসঙ্গতাবাক্য।

প্রগণন-লক্ষণ।

পরস্পরের উত্তরোত্তর বাক্যকে প্রগণন বলে। যথা:—বিক্রমোর্ব্বশীতে "মহারাজ!

জয়যুক্ত হউন," উর্ব্বশীর এই বাক্য শ্রবণে "তুমি যখন আমার জয় কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই আমার জয় হইবে," ইত্যাদি রাজ-বাক্য।

নিরোধ-লক্ষণ।

ব্যসনসম্প্রাপ্তির নাম নিরোধ। যথা :— চণ্ডকৌশিকে "আমার অপরিণামদর্শিতাদোষে জ্বলন্ত অগ্নিকে পাদস্পৃষ্ট করা হইয়াছে," ইত্যাদি রাজবাক্য।

পর্য্যুপাসন-লক্ষণ।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি অনুনয় করাকে পর্য্যুপাসন বলে। যথা :—রত্নাবলীতে "কোপ করিও না, ইনি কদলীগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন," ইত্যাদি বাক্য।

পুষ্প-লক্ষণ।

বিশেষ মনোগত কথাকে পুষ্প বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "বয়স্য! তুমি আশ্চর্য্য শ্রীলাভ করিয়াছ," ইত্যাদি বিদূষকবাক্যশ্রবণানন্তর "বয়স্য! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, ইনি যথার্থই লক্ষ্মী, ইঁহার পাণিপল্লব পারিজাত পল্লব-সদৃশ মনোহর," ইত্যাদি রাজবাক্য।

বজ্র-লক্ষণ।

অতি নিষ্ঠুর বাক্যের নাম বজ্র। যথা:—রত্নাবলীতে "তুমি আমাকে কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?" রাজার এই বাক্য শ্রবণে "শুদ্ধ আপনাকে নয়, চিত্রপট পর্য্যন্তও দেখিয়াছি, আমি এখনই গিয়া দেবীকে সব বলিয়া দিব," ইত্যাদি সুসঙ্গতাবাক্য।

উপন্যাস-লক্ষণ।

উপপত্তিকৃত অর্থকে অর্থাৎ কল্পিত গল্পকে উপন্যাস বলে। কাহারও মতে অনুনয়াদি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে প্রসন্ন করার নাম উপন্যাস। যথা:—রত্নাবলীতে "মহারাজ! আমাকে ভয় করিবেন না," ইত্যাদি সুসঙ্গতাবাক্য।

বর্ণসংহার-লক্ষণ।

চতুর্ব্বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির পরস্পর মিলনকে বর্ণসংহার বলা যায়। যথা:—বীরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে "ঋষিদিগের এই সভা, আর এই বীর যুধাজিৎ," ইত্যাদি বাক্য। রত্নাবলীর দ্বিতীয় অঙ্কে "ইহা হইতেও গুরুতর প্রসাদ" ইত্যাদি বাক্য।

অদ্ভূতাহরণ-লক্ষণ।

কাপট্যাশ্রয় বাক্যকে অদ্ভূতাহরণ বলে। যথা:—বেণীসংহারে "সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, অনায়াসে অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, এই কথাটী স্পষ্টভাবে বলিয়া শেষে 'গজ,' এই কথাটী অতি মৃদুস্বরে বলিয়া," ইত্যাদি অশ্বত্থামার বাক্য।

মার্গ-লক্ষণ।

যথার্থ কথা বলার নাম মার্গ। যথা:— চণ্ডকৌশিকে "ভগবন্! ভার্য্যাপুত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন," ইত্যাদি রাজবাক্য।

রূপ-লক্ষণ।

চিত্রার্থানুগত বাক্যকে রূপ বলে। যথা:— রত্নাবলীতে "আমার মন স্বভাবতঃ অতি

চপল, অথচ দুর্লক্ষ্য হইলেও কন্দর্প কিপ্রকারে তাহাকে শরবিদ্ধ করিল," ইত্যাদি রাজবাক্য।

উদাহরণ-লক্ষণ।

উৎকর্ষবিশিষ্ট বাক্যের নাম উদাহরণ। যথা:—বেণীসংহারে "পাণ্ডবসেনামধ্যে যে যে ব্যক্তি গুরু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে," ইত্যাদি অশ্বত্থামার বাক্য।

ক্রম-লক্ষণ।

বাক্যের প্রকৃতার্থ উপলব্ধির নাম ক্রম। যথা:—শকুন্তলায় "যাহা হউক, অনিমেষ নয়নে প্রিয়াকে দেখি," ইত্যাদি রাজবাক্য।

সংগ্রহ-লক্ষণ।

সাম, দান ও অর্থযুক্ত বিষয়কে সংগ্রহ বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "ধন্য বয়স্য! এই

তোমায় পারিতোষিক গ্রহণ কর," ইত্যাদি রাজবাক্য।

অনুমান-লক্ষণ।

রূপের অনুরূপ কথনকে অনুমান বলে। কাহারও মতে হেতুদর্শনে কোন প্রকৃত বিষয় স্থির করাকেও অনুমান বলে। যথা:—জানকীরাঘবে "স্বচ্ছন্দ গমনে পৃথিবীকে ভঙ্গিমতী করিতেছে," ইত্যাদি রামবাক্য।

প্রার্থনা-লক্ষণ।

অনুনয়বিনয়পূর্ব্বক কাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করার নাম প্রার্থনা। কাহারও মতে রমণ, হর্ষ ও উৎসবের প্রার্থনাকেই প্রার্থনা বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "প্রিয়ে সাগরিকে! তোমার চন্দ্রসদৃশ মুখ, উৎপলসদৃশ নয়ন, পদ্ম

সদৃশ কর, রম্ভাসদৃশ ঊরু, মৃণালসদৃশ বাহু আমাকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে," ইত্যাদি রাজবাক্য।

ক্ষিপ্তি-লক্ষণ।

কোন রহস্যার্থ প্রকাশ করাকে ক্ষিপ্তি বলে। যথা:—বেণীসংহারে "একটী দুষ্কর্ম্মের বিপাকে এই সকল দারুণ ঘটনা উপস্থিত." ইত্যাদি বাক্য।

ত্রোটক-লক্ষণ।

সংরব্ধ অর্থাৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কোন বাক্য বলাকে ত্রোটক বলে। যথা:—চণ্ড-কৌশিকে "আঃ—আজও তুমি আমার যজ্ঞের স্বর্ণ দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পার নাই?" ইত্যাদি কৌশিকবাক্য।

অধিবল-লক্ষণ।

কাপট্যপ্রকাশপূর্ব্বক কোন অভিসন্ধি সাধন করাকে অধিবল বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "ভর্ত্তৃদারিকে! এই সেই চিত্রশালিকা" ইত্যাদি কাঞ্চনমালাবাক্য।

উদ্বেগ-লক্ষণ।

রাজা, শত্রু বা দস্যু দ্বারা উৎপন্ন ভয়কে উদ্বেগ বলা যায়। যথা:—বেণীসংহারে "এক-রথারূঢ় সেই কর্ণারি অর্জ্জুন ও ক্রূরকর্ম্মা বৃকোদরকে পাইয়াছি," ইত্যাদি বাক্য।

বিদ্রব-লক্ষণ।

শঙ্কা, ভয় বা ত্রাসজনিত সম্ভ্রমকে বিদ্রব বলে। যথা:—"কালান্তকসদৃশ ক্রুদ্ধ দশাস্যকে নিরীক্ষণ করিয়া বানর সৈন্যদিগের মধ্যে

একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল," ইত্যাদি বাক্য।

অপবাদ-লক্ষণ।

লোকের অনর্থক দোষকথনকে অপবাদ বলে। যথা:—বেণীসংহারে "পাঞ্চালক! সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কি কোন স্থানে কোন-রূপ সন্ধান পাইয়াছ?" ইত্যাদি যুধিষ্ঠির-বাক্য।

সম্পেট-লক্ষণ।

রোষপ্রযুক্ত বাক্যের নাম সম্পেট। যথা:—বেণীসংহারে "অরে বায়ুপুত্র! তুই বৃদ্ধ মহা-রাজের সন্নিধানে অতিশয় গর্হিত নিজ কার্য্য-সমূহের শ্লাঘা করিতেছিস!" ইত্যাদি রাজ-বাক্য।

দ্রব-লক্ষণ।

প্রবল শোকাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গুরুজনকে ব্যতিক্রম করার নাম দ্রব। যথা :— বেণীসংহারে "ভগবন্ কৃষ্ণাগ্রজ! সুভদ্রাভ্রাতঃ!" ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য।

শক্তি-লক্ষণ।

বিরোধপ্রশমনকে শক্তি বলে। যথা :— বেণীসংহারে "সমরে নিহত আত্মীয়জনের দেহ অদ্য সকলে ভস্মসাৎ করুক," ইত্যাদি বাক্য।

প্রসঙ্গ-লক্ষণ।

ধর্ষণাযুক্ত বাক্যের নাম প্রসঙ্গ। যথা :— মৃচ্ছকটিকে "আর্য্য বিশ্বদত্তের পৌত্র, সাগরদত্তের পুত্র এই চারুদত্ত সামান্য অলঙ্কারের লোভে

বসন্তসেনা বেশ্যাকে নষ্ট করিয়াছে, তজ্জন্য ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বধ্য ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে,” ইত্যাদি চাণ্ডালবাক্য শ্রবণানন্তর “ যে বংশ শত শত যাগযজ্ঞে পবিত্র হইয়াছে,” ইত্যাদি চারুদত্তবাক্য।

ব্যবসায়-লক্ষণ।

প্রতিজ্ঞার হেতু আশ্রয় করাকে ব্যবসায় বলে। যথা :—বেণীসংহারে “ সমুদায় কৌরবের জীবনহন্তা, দুঃশাসনের শোণিতপাতা ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গকর্ত্তা ভীম আপনাকে প্রণাম করিতেছে,” ইত্যাদি ভীমবাক্য।

বিরোধ-লক্ষণ।

উত্তরোত্তর বাক্যকে বিরোধ বলা যায়। কাহারও মতে কার্য্যান্যোপগমনের নাম

বিরোধ। যথা :—বেণীসংহারে "ভীষ্মরূপ মহার্ণব পার হইয়াছি, প্রলয়ানলস্বরূপ দ্রোণকেও নির্বাপণ করিলাম," ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য।

প্ররোচনা-লক্ষণ।

সমুদায় কার্য্য একত্র প্রদর্শন করাকে প্ররোচনা বলে। যথা :—বেণীসংহারে "আমি দেব চক্রপাণির সহিত 'ভৃত্যেরা তোমার রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সুবর্ণ কলস সকল সলিলপূর্ণ করুক,' এই কথা বলিয়া" ইত্যাদি পাঞ্চালবাক্য।

বিচলন লক্ষণ।

অবমানার্থসংযুক্ত বাক্যকে বিচলন বলে। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত বিচলনের পরিবর্ত্তে খেদকে বিমর্ষসন্ধির অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

খেদ-লক্ষণ।

মানসিক চেষ্টা হইতে সমুৎপন্ন শ্রমকে খেদ বলে। যথা:—মালতীমাধবে "হৃদয় দলিত হইতেছে, কিন্তু বিদীর্ণ হইতেছে না; বি[illegible]হ ক্ষণে ক্ষণে মোহ প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না; [illegible]র্দাহ শরীরকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, [illegible] একেবারে ভস্মসাৎ করিতেছে না; মর্ম্মচ্ছেদী বিধাতা অনবরত প্রহার করিতেছেন, কিন্তু জীবন নাশ করিতেছেন না," ইত্যাদি বাক্য।

আদান-লক্ষণ।

সমুদায় কার্য্যের একত্রীকরণকে আদান বলে। যথা:—বেণীসংহারে "অহে সমন্তপঞ্চক-

চারী ব্যক্তিবর্গ! আমি রাক্ষস বা ভূত নহি"
ইত্যাদি ভীমবাক্য।

ছলন-লক্ষণ।

অপমানজনিত সম্মোহের নাম ছলন বা ছাদন। যথা:—বেণীসংহারে "আর্য্য! ইনি শুদ্ধ বাক্যেই যা কিছু অপ্রিয় কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম, বিশেষতঃ শতভ্রাতৃশোকে এক্ষণে অতিশয় দুঃখিতও আছেন, ইঁহার বাক্যবাণে কাতর হইবেন না," ইত্যাদি অর্জ্জুনবাক্য।

ব্যাহার-লক্ষণ।

প্রত্যক্ষ কথনকে ব্যাহার বলে। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত ব্যাহারের পরিবর্ত্তে প্রতিষেধকে বিমর্ষ সন্ধির অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করেন।

প্রতিষেধ-লক্ষণ।

অভিলষিত বিষয়ের প্রতীঘাতকে প্রতিষেধ বলে। যথা:—প্রভাবতীতে বিদূষকের প্রতি "সখে! তুমি এখানে একাকী রহিয়াছ কেন?" ইত্যাদি প্রদ্যুম্নবাক্য।

দ্যুতি-লক্ষণ।

সাধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কারযুক্ত বাক্যের নাম দ্যুতি। যথা:—বেণীসংহারে "হে দুর্য্যোধন। তুমি নির্ম্মল চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, এখন পর্য্যন্তও তোমার হস্তে গদা রহিয়াছে," ইত্যাদি ভীমবাক্য।

সন্ধি-লক্ষণ।

বীজোপগমনকে সন্ধি বলে। যথা:—বেণীসংহারে 'যজ্ঞবেদীসম্ভবে! আমি যাহা

বলিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার স্মরণ হয় ?"
ইত্যাদি ভীমবাক্য।

বিবোধ-লক্ষণ।

কার্য্যান্বেষণকে বিবোধ বলা যায়। যথা :--
বেণীসংহারে " আর্য্য ! আমাকে ক্ষণকালের
জন্য পরিত্যাগ করুন," ভীমের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "আর কি অব-
শিষ্ট আছে ?" ইত্যাদি বাক্য।

গ্রথন-লক্ষণ।

কার্য্যের উপন্যাসকে গ্রথন বলে। যথা :—
বেণীসংহারে "অয়ি পাঞ্চালি ! আমি জীবিত
থাকিতে তুমি কখনই স্বীয় হস্তে দুঃশাসনকর্তৃক
স্খলিত কেশপাশে বেণী আবদ্ধ করিও না,"
ইত্যাদি ভীমবাক্য।

নির্ণয়-লক্ষণ।

অনুভূতার্থ কথনের নাম নির্ণয়। যথা:—বেণীসংহারে "দেব অজাতশত্রো! দুর্য্যোধন হতক আজও," ইত্যাদি ভীমবাক্য।

পরিভাষণ-লক্ষণ।

পরিবাদকৃত বাক্যকে পরিভাষণ বলে। যথা:—শকুন্তলায় "আর্য্যে! সেই পূজ্যা বর বর্ণিনী কোন্ রাজর্ষির পত্নী?" রাজার এই বাক্য শ্রবণে "কে এখন সেই ধর্ম্মপত্নী পরি ত্যাগীর নাম মুখে আনিবে?" ইত্যাদি তাপসী-বাক্য।

কৃতি-লক্ষণ।

লব্ধার্থের স্থিরীকরণের নাম কৃতি। যথা:—বেণীসংহারে 'ভগবান্ ব্যাসদেব ও বাল্মীকি

প্রভৃতি ঋষিগণ অভিষেকসামগ্রী লইয়া রহিয়াছেন," ইত্যাদি কৃষ্ণবাক্য।

প্রসাদ-লক্ষণ।

শুশ্রূষাদি দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রসাদ বলে। যথা:—বেণীসংহারে ভীমকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশসংযমন ইত্যাদি।

আনন্দ-লক্ষণ।

অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তির নাম আনন্দ। যথা:—বেণীসংহারে "নাথের প্রসাদে আমি বিশ্ব ব্যাপার শিক্ষা করিব," ইত্যাদি দ্রৌপদীবাক্য।

সময়-লক্ষণ।

দুঃখাপনয়নকে সময় বলে। যথা:—রত্নাবলীতে "ভগিনি! আশ্বাসিতা হও, আশ্বাসিতা হও," ইত্যাদি বাসবদত্তাবাক্য।

উপগূহন-লক্ষণ।

অদ্ভুতবস্তুপ্রাপ্তির নাম উপগূহন। যথা :— প্রভাবতীতে নারদকে দেখিয়া উর্দ্ধমুখে "বিদ্যুল্লেখাসদৃশ, পরিমলান্ধ-ভ্রমরপঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট পুষ্পমালা ধারণ করিয়া" ইত্যাদি প্রদ্যুম্নবাক্য।

আভাষণ-লক্ষণ।

দান অথবা মান দ্বারা নিষ্পন্ন কার্য্যকে আভাষণ বলে। যথা:—চণ্ডকৌশিকে "তবে এস, ধর্ম্মলোকে বাস করসে," ইত্যাদি ধর্ম্মবাক্য।

পূর্ব্বভাব লক্ষণ।

কার্য্যোপদেশক বিষয়কে পূর্ব্বভাব বা পূর্ব্ববাক্য বলে। যথা :—বেণীসংহারে "বুদ্ধিমতিকে। এক্ষণে সেই অহঙ্কৃতা ভানুমতী

কোথায়? এখন আসিয়া পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে পরাভব করুক না," ইত্যাদি ভীম-বাক্য।

কাব্যসংহার-লক্ষণ।

বর এবং প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রাপ্তির নাম কাব্যসংহার। যথা:—প্রায় সকল নাটকেই "তোমার আর কি উপকার করিব"।

প্রশস্তি-লক্ষণ।

দেব, দ্বিজ ও নৃপাদির প্রশংসাকে প্রশস্তি বলে। যথা:—প্রভাবতীতে "রাজারা প্রতিনিয়ত সুতনির্বিশেষে প্রজাপালন করুন, ইত্যাদি বাক্য।

সঙ্গীতশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতেরা এই সকল অঙ্গকে কার্য্য, কাল, অবস্থা ও রসভাবের

অনুসারী করিয়া প্রযুক্ত করিয়া থাকেন। সন্ধ্যঙ্গের বিবরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে এই সকল অঙ্গসম্বন্ধীয় সন্ধ্যান্তর সমূহ ও অর্থোপক্ষেপক সকলের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণ বলা যাইতেছে।

সাম, ভেদ, প্রদান, দণ্ড, বধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গোত্রস্খলিত, সাহস, ভয়, লজ্জা, মায়া, ক্রোধ, ওজঃ, সম্বরণ, ভ্রান্তি, হেত্ববধারণ, দূত, লেখ, স্বপ্ন, চিত্র ও মদ এই একবিংশতিটী সন্ধ্যান্তর সন্ধি। বিষ্কম্ভক, চূলিকা, প্রবেশক, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ এই পাঁচটী অর্থোপক্ষেপক, অর্থাৎ ইঁহাদিগের দ্বারা অর্থের সূচনা হয়।

বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখের লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

চূলিকা-লক্ষণ।

যবনিকার অন্তরস্থ ব্যক্তি দ্বারা কোনপ্রকার অর্থের সূচনা হইলে তাহাকে চূলিকা বলে। যথা:—বীরচরিতের চতুর্থাঙ্কের প্রথমেই নেপথ্যে রামের পরশুরামবিজয়-সংবাদ সূচিত হইয়াছে

অঙ্কাবতার-লক্ষণ।

এক অঙ্কের শেষে কোন পাত্র দ্বারা সেই অঙ্কের অঙ্গস্বরূপ অঙ্কান্তরের অবতারণা করার নাম অঙ্কাবতার। যথা:—শকুন্তলার পঞ্চমাঙ্কে পাত্র দ্বারা সূচিত ষষ্ঠাঙ্ক।

অঙ্কমুখ-লক্ষণ।

স্ত্রী বা পুরুষ দ্বারা কোন অঙ্কের মুখ বিচ্ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহার উপক্ষেপকে অঙ্কমুখ বলে। কাহারও মতে এক অঙ্কে সমুদায়

অঙ্কের সমস্ত বিবরণ সূচিত কথার নাম অঙ্ক-মুখ। অঙ্কমুখই বীজার্থস্থাপক। যথা :—মালতী-মাধবে প্রথমাঙ্কাদিতে কামন্দকী ও অবলোকি-তার সংক্ষিপ্ত কথাপ্রবন্ধের প্রসঙ্গহেতু ভূরি-বসু প্রভৃতির সন্নিবেশ সূচিত হইয়াছে।

সামান্যাকারে অভিনেতব্য বিষয় সকলের বিবরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে সবিস্তার নাটকলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বৃত্তি ও বৃত্ত্যঙ্গযুক্ত, পঞ্চাবস্থাপ্রাপ্ত পঞ্চ-সন্ধিবিশিষ্ট, একবিংশতি সান্ধ্যন্তর ও চতুঃষষ্টি সন্ধ্যন্তরাঙ্গ সম্পন্ন, ছত্রিশপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত, নানাপ্রকার গুণালঙ্কারপূর্ণ, মহারস, মহাভোগ, উদাত্তবচন, মহাপুরুষসঞ্চার, সদাচার, জন-প্রিয়তা, সুশ্লিষ্টসন্ধিসংযোগ, সুন্দরপ্রয়োগ, সুখাশ্রয়, কোমলশব্দপ্রয়োগ, ইত্যাদি গুণ-

গুম্ফিত নাটকই প্রশস্ত। নাটকে লোকের সুখ-দুঃখজনিত অবস্থা বর্ণিত থাকিবে। সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে, সে শিল্প শিল্পই নহে, সে বিদ্যা বিদ্যাই নহে, সে কলা কলাই নহে, সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে, যাহা নাটকে প্রযুক্ত না হয়। নানাবস্থাগত লোকের স্বভাব অঙ্গভঙ্গীযুক্ত অভিনয় দ্বারা স্পষ্টভাবে অভিনীত হইবে। নাটকে দেবতা, রাজা ও ঋষিদিগের চরিত এবং লোকের মনের ভাব, বুদ্ধিচাতুর্য্য, নিপুণতা, মূর্খতা প্রভৃতি সমুদায়েরই বর্ণন থাকিবে। নানা ভাব, নানা রস, ও নানা প্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নাটককে নানা অবস্থান্তরিত করা উচিত। লোকের ভাব, বলাবল, সম্ভোগ ও যুক্তি উত্তমরূপে দেখিয়া নাটকে প্রয়োগ করিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে নাটকাদির নাম, লক্ষণ, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গগুলি একপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, অধুনা কৌশিকী প্রভৃতি বৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও লক্ষণাদি বলা যাইতেছে।

যৎকালে ভগবান্ নারায়ণ নিজ মায়ায় সমুদায় লোককে সংক্ষিপ্ত এবং সমস্ত জগৎ অর্ণববৎ করিয়া নাগপর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন, সেই সময়ে বলবীর্য্য-মদোন্মত্ত মধু ও কৈটভ নামে দুইটা অসুর তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনায় অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে তাহারা জানু ও মুষ্টি দ্বারা সেই ভূতভাবন অক্ষয় পুরুষকে প্রহার করত ঘোরতর সংগ্রাম

আরম্ভ করিল। যুদ্ধ সময়ে তাঁহাদিগের পরস্পর নানা পরুষবাক্য ও নিন্দাবাদে যেন অর্ণব কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন; ভগবন! আপনি যে সকল কথা বলিতেছেন, সকল কথারই পরস্পর উত্তরোত্তর সম্বন্ধ দেখা যাই-তেছে, এই কি তবে ভারতী-বৃত্তি সমুৎপন্ন হইল? যাহা হউক শীঘ্র ইহাদিগকে নিধন করুন। মধুসূদন প্রজাপতি ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে ব্রহ্মন! কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই ভারতী বৃত্তির সৃষ্টি করিলাম, অতএব হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আপনি আজ্ঞা করুন, এই ভারতী-বৃত্তি যেন পৃথিবীতে বহুলপ্রচার হয়। আপনি ভীত হইবেন না,

আমি ত্বরায় ইহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছি. ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া বিষ্ণু সেই অসুরদ্বয়ের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ বিষ্ণুর সবল পাদবিক্ষেপহেতু পৃথিবী অতিশয় ভারবতী হওয়াতেই ভারতী বৃত্তির উৎপত্তি হয়। তাঁহার শার্ঙ্গধনুব তীব্র, দীপ্ত ও সত্ত্বাধিক বল্গন দ্বারা সাত্বতী-বৃত্তি উৎপন্ন হইল। বিষ্ণু যুদ্ধসময়ে বিবিধ অঙ্গচালনবৈচিত্র দ্বারা যে কেশপাশ বন্ধন করেন, তাহাতে কৌশিকী বৃত্তি জন্মিল। এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত বিষ্ণুঅঙ্গসমুদায় যে নানা সংরম্ভ, আবেগ ও গতিবিশিষ্ট হইয়াছিল তাহাতেই আরভটী বৃত্তির উৎপত্তি।

অনন্তর উক্ত অসুরদ্বয় বিষ্ণুর যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা নানাপ্রকারে বিষ্ণুব প্রশংসা-

বাদ করিয়া কহিলেন, দেব! আপনাদ্বারা সৃষ্ট এই চারিটী বৃত্তি আমি প্রথমে চারি বেদে নিযোজিত করিব। ঋগ্‌বেদে ভারতী, যজুর্ব্বেদে সাত্বতী, সামবেদে কৌশিকী এবং অথর্ব্ব-বেদে আরভটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবে। নাট্যকারেরাও সেই পদ্মযোনির অনুজ্ঞায় উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয় নাট্যে প্রযুক্ত করিয়াছেন। সঙ্গীতরত্নাকর কারের মতে পুরুষার্থোপযোগিনী বাঙ্‌মনঃকায়জ চেষ্টাবিশেষের নামই বৃত্তি। তিনি বলেন, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব ও সাম, এই বেদচতুষ্টয় হইতে ক্রমান্বয়ে ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৌশিকী এই চারিটী বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। বৃত্তি সমুদায়ের উৎপত্তির বিষয় একপ্রকার বলা হইল, লক্ষণ ও উদাহরণ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

ভারতী-বৃত্তি-লক্ষণ।

যাহা গাম্ভীর্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট-বাক্যগুম্ফিত, পুরুষমাত্রপ্রযোজ্য এবং সংস্কৃতবহুল তাহাই ভারতী বৃত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার রসেই ভারতী বৃত্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত সংস্কৃত-বহুল, নটাশ্রয় বাগ্‌ব্যাপারকেই ভারতী বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্ররোচনা, আমুখ, বীথী এবং প্রহসন এই চারিটী প্রকার-ভেদ ভারতী বৃত্তিতে লক্ষিত হয়। আমুখেরও আবার পাঁচটী অঙ্গ আছে। যথা:—উদ্‌ঘাত্যক্, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক এবং অবলগিত। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রভৃতি স্থানান্তরে উল্লিখিত আছে। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাত্বতী-বৃত্তি-লক্ষণ।

যাহা সত্বগুণযুক্ত, ন্যায্যচরিতবিশিষ্ট, উৎকট হর্ষোৎপাদক এবং শোকভাববিহীন তাহাকে সাত্বতী-বৃত্তি বলে। ইহাতে বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র এবং অল্পপরিমাণে আদিরস সঞ্চারিত থাকিবে। উদ্ধত পুরুষ ও পাত্রদিগের পরস্পর ধর্ষণা ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। উত্থাপক, পরিবর্ত্তক, সংলাপ ও সংঘাত্যক এই চারিটী প্রকারভেদ সাত্বতী-বৃত্তিতে লক্ষিত হয়।

উত্থাপক-লক্ষণ।

যদি কোন পাত্র 'আমি এই উত্থিত হইলাম, তোমার শক্তি থাকে নিবারণ কর' ইত্যাকার আস্ফালনপূর্ব্বক উত্থিত হয়, তাহার নাম উত্থাপক, অর্থাৎ শত্রু-উত্তেজনকারী

বাক্যকে উত্থাপক বলে। যথা :—বীরচরিতে "আনন্দের জন্যই হউক, বা বিস্ময়ের জন্যই হইক, অথবা দুঃখের নিমিত্তই হউক, আমি তোমাকে দেখিয়াছি," ইত্যাদি বাক্য।

পরিবর্ত্তক-লক্ষণ।

প্রারব্ধ কার্য্যের অন্যথা করণকে পরিবর্ত্তক বলে। যথা :—বেণীসংহারে "সহদেব তুমি যাও, গুরুর অনুবর্ত্তী হও," ইত্যাদি ভীমবাক্য।

সংলাপ-লক্ষণ।

সাম, বীজ, ও নিরামর্ষযুক্ত আলাপ বা নানা ভাবপূর্ণ গভীরোক্তিকে সংলাপ বলে। যথা :—বীরচরিতে "মহাদেব অবশ্যই কার্ত্তবীর্য্যের জয়ের নিমিত্ত আপনাকে এই পরশু প্রদান করিয়াছেন।" পরশুরাম রাবের উক্ত

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দাশরথি রাম! হাঁ, এ সেই পরশুই বটে," ইত্যাদি পরশুরামবাক্য।

সংঘাত্যক-লক্ষণ।

মন্ত্র, অর্থ ও কার্য্যের শক্তি দৈববল অথবা নিজদোষে মিলনভঙ্গ হওয়াকে সংঘাত্যক বলে। কেহ কেহ কার্য্য-শক্তি ও নিজদোষ এই দুইটী কথার উল্লেখ করেন নাই। যথা:—মন্ত্র-শক্তি ও অর্থ-শক্তি দ্বারা মুদ্রারাক্ষসে রাক্ষস-সহচরদিগের পরস্পরভেদসাধন, এবং দৈব-শক্তি দ্বারা রামায়ণে রাবণের সহিত বিভীষণের ভেদ-সাধন হয়।

কৌশিকী-বৃত্তি-লক্ষণ।

মনোহর নেপথ্যবিশেষ দ্বারা বিচিত্র, স্ত্রীসঙ্কুল, নৃত্যগীতপূর্ণ, কামোপভোগবহুল

বৃত্তিকে কৌশিকী-বৃত্তি বলে। কৌশিকী-বৃত্তিরও চারিটী প্রকারভেদ আছে। যথা:—নর্ম্ম, নর্ম্মস্ফূর্জ্জ, নর্ম্মস্ফোট ও নর্ম্মগর্ভ।

নর্ম্ম লক্ষণ।

যাহাতে বিহারক্রিয়ার বাহুল্য বর্ণন ও পরিহাস-জনক কথোপকথন থাকে, কিন্তু বীরাদি রসের উল্লেখমাত্র থাকে না, তাহাকে নর্ম্ম বলে। কাহারও মতে প্রিয়সন্নিধানে বাক্‌চাতুর্য্য প্রদর্শনের নাম নর্ম্ম। শুদ্ধ হাস্য, সবিহার হাস্য ও সভয় হাস্যযুক্ত হইয়া নর্ম্মও ত্রিবিধভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধ হাস্যযুক্ত যথা:—রত্নাবলীতে চিত্রফলক লক্ষ্য করিয়া "তোমার নিকটে এই যে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি আলিখিত আছে, এটী আর্য্যবসন্তকের বিদ্যা না কি?" ইত্যাদি

বাসবদত্তার সহাস বাক্য। সবিহার হাস্য যথা:—শকুন্তলায় "অসন্তুষ্ট হইয়াই বা কি করিবে?" শকুন্তলার এই বাক্যে "হাঁ তাই বটে" ইত্যাদি রাজবাক্য। সভয় হাস্য যথা -- রত্নাবলীতে "আমি এ সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়াছি, এই চিত্রফলক খানি লইয়া এখনই মহিষীর নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া দিব," ইত্যাদি সুসঙ্গতাবাক্য।

নর্ম্মস্ফূর্জ্জ-লক্ষণ।

প্রারম্ভে অতি সুখ-জনক এবং অবসানে অতি ভয়ঙ্কর নায়কনায়িকার নব সঙ্গমকে নর্ম্ম-স্ফূর্জ্জ কহে। যথা:—মালবিকাগ্নিমিত্রে "সুন্দরি! প্রণয়ানুরাগী ব্যক্তির সঙ্গমভয় পরিত্যাগ কর," ইত্যাদি নায়কবাক্য শ্রবণে "মহারাজ! আমি

দেবীর ভয়ে নিজপ্রিয়কার্য্যও করিতে সমর্থা নহি," ইত্যাদি মালবিকাবাক্য।

নর্ম্মস্ফোট-লক্ষণ।

অল্পমাত্র ভাব দ্বারা অল্প রস প্রকাশ করার নাম নর্ম্মস্ফোট। যথা:—মালতীমাধবে "ইহার গমন আলস্যব্যঞ্জক, দৃষ্টি শূন্য" ইত্যাদি বাক্য।

নর্ম্মগর্ভ-লক্ষণ।

প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত অর্থাৎ ছদ্মবেশী নায়কের ব্যবহারকে নর্ম্মগর্ভ বলে। যথা — মালতীমাধবে সখীরূপধারী মাধবকর্ত্তৃক মালতীর মরণ-ব্যবসায় নিবারণ।

আরভটী-বৃত্তি-লক্ষণ।

মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্-ভ্রান্তি, বধ, বন্ধন, বিবিধ প্রকার কাপট্য,

প্রবঞ্চনা, দম্ভ, মিথ্যাবাক্য ইত্যাদিযুক্ত বৃত্তিকে আরভটী বৃত্তি বলে। সংক্ষিপ্তি, অবপাত, বস্তূত্থাপন ও সম্পেট এই চারিটী আরভটী বৃত্তির অঙ্গ।

সংক্ষিপ্তি-লক্ষণ।

শিল্প বা অন্য কোনপ্রকার সংক্ষেপে বস্তু-রচনাকে সংক্ষিপ্তি কহে। যথা:—উদয়নচরিতে কিলিঞ্জহস্তিপ্রয়োগ।

অবপাত-লক্ষণ।

ভয়, ও হর্ষের উদয়, বিদ্রব, নাশ, মন্ত্র-আবরণ, পাত্রের শীঘ্র প্রবেশ ও শীঘ্র নির্গমনকে অবপাত বলে। যথা:—কৃত্যারাবণের ষষ্ঠ অঙ্কে "খড়্গহস্ত পুরুষপ্রবেশ করিয়া" ইত্যাদি বাক্য।

বস্তুত্থাপন-লক্ষণ।

যাহাতে সকল রসের একত্র সমাবেশ থাকে, বিভ্রবাদির উল্লেখ থাকে না, বস্তুজ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়, তাহাকে বস্তূত্থাপন বলে। কাহারও মতে মায়া দ্বারা উত্থাপিত বস্তুকে বস্তূত্থাপন কহে। যথা :—উদাত্তরাঘবে "জয়ী পুরুষগণ নিশান্ততমঃপটলে ব্যাপৃত হইয়া বিশ্রাম করুক," ইত্যাদি বাক্য।

সম্পেট-লক্ষণ।

সংরম্ভ-প্রযুক্ত বহু যুদ্ধের কপটতা-পূর্ব্বক নির্ভেদ এবং বহুলপরিমাণে শস্ত্রপ্রহারাদি বর্ণনকে সম্পেট বলে। কাহারও মতে ক্রুদ্ধ সত্বর-যোধ-দ্বয়ের সংঘাতের নাম সম্পেট। যথা :—মালতীমাধবে মাধব ও অঘোরঘণ্টের যুদ্ধ।

বৃত্তিসমুদায়ের উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও উদাহরণাদি বর্ণিত হইল, কিন্তু কোন্ কোন বৃত্তি কোন্ কোন্ রসে অবস্থিত, তাহা বলা কর্ত্তব্য।

হাস্য, আদি ও করুণ রসে কৌশিকী-বৃত্তি; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে সাত্বতী ও ভারতী বৃত্তি; এবং ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র রসে আরভটী বৃত্তি প্রযুক্ত হয়। অতঃপর নাট্যলক্ষণ সমুদায়ের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ভূষণ, বর্ণসংঘাত, শোভা, উদাহরণ, হেতু, সংশয়, দৃষ্টান্ত, তর্ক, পদোচ্চয়, নিদর্শন, অভিপ্রায়, প্রাপ্তি, বিচার, দিষ্ট, উপদিষ্ট, গুণাতিপাত, গুণাতিশয়, বিশেষণ, নিরুক্তি, সিদ্ধি, ভ্রংশ, বিপর্য্যয়, দাক্ষিণ্য, অনুনয়, মালা, অর্থাপত্তি, গর্হণ, পৃচ্ছা, প্রসিদ্ধি, সারূপ্য,

সংক্ষেপ, গুণকীর্ত্তন, লেশ, মনোরথ, অনুক্ত-সিদ্ধি ও প্রিয়বচন এই ছত্রিশপ্রকার লক্ষণ নাটকে লক্ষিত হয়। ইহাদিগের লক্ষণোদাহরণ নিম্নে প্রকটিত করা যাইতেছে।

ভূষণ-লক্ষণ।

সালঙ্কারগুণের সহিত কোন বিষয়ের যোগকে ভূষণ বলে। যথা:—"হে মুগ্ধে! অর বিন্দ সকল তোমার মুখশ্রী দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছে, কেনই বা আক্ষেপ করে? যাহাদের কোষদণ্ডাদি সমগ্র সম্পত্তি বর্ত্তমান, তাহাদের দুঃখের কাজ কি আছে?" ইত্যাদি বাক্য।

বর্ণসংঘাত-লক্ষণ।

চমৎকৃতি-জনক অর্থবিশিষ্ট পরিমিতাক্ষর শব্দ দ্বারা কোন বিষয় বর্ণনা করাকে অক্ষর-

সংহৃত বলে। যথা:—শকুন্তলার "তোমা-দিগের সখী মা কি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছেন?" রাজার এই বাক্য শ্রবণে "সম্প্রতি উপযুক্ত ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন," ইত্যাদি প্রিয়ম্বদাবাক্য।

শোভা-লক্ষণ।

যেখানে কোন প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত কোন অপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশ পায়, এবং যাহা শিষ্টলক্ষণাক্রান্ত অথচ আশ্চর্য্য অর্থবিশিষ্ট, তাহাকে শোভা বলে। যথা:—"প্রভু যদি সদ্‌-বংশসম্ভব, পবিত্রাত্মা, পণ্ডিত ও নানা গুণান্বিত হইয়াও ধনুর ন্যায় ক্রূর অর্থাৎ বক্র হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য," ইত্যাদি বাক্য।

উদাহরণ-লক্ষণ।

যেখানে তুল্যার্থবিশিষ্ট বাক্যের দ্বারা কোন অভিমত অর্থ সিদ্ধ হয়, তাহাকে উদাহরণ বলে। যথা:—"তুমি লোকাতীত কান্তের অনুসরণ করিয়া উত্তমই করিয়াছ, কারণ, যেমন সূর্য্য ব্যতিরেকে দিবসের ও চন্দ্র ব্যতিরেকে নিশার শোভা হয় না, তদ্রূপ স্বামী ব্যতিরেকে রমণী-শোভা-সম্পাদন হইবার নহে।"

হেতু-লক্ষণ।

হেতু দর্শনে ইষ্টকারক সংক্ষেপোক্ত বাক্যকে হেতু বলে। যথা:—বেণীসংহারে "চেটী।—(ভীমের প্রতি) আমি এই কথা বলিলাম, ভানুমতি! তোমাদিগের কেশ অমুক্ত থাকিতে আমাদের দেবী কখনই কেশ সংযত করিবেন না।"

সংশয়-লক্ষণ।

অজ্ঞাত-তত্ত্ব ব্যক্তির কোন বিষয়ক সন্দেহকে সংশয় বলে। যথা :—যযাতিবিজয়ে “ইনি কি লক্ষ্মী, বা যক্ষকন্যা কিম্বা এই বিষয়ের অধিদেবতা অথবা স্বয়ং পার্ব্বতী ?”

দৃষ্টান্ত-লক্ষণ।

কোন অর্থসাধনের নিমিত্ত পক্ষনিদর্শন করাকে দৃষ্টান্ত বলে। যথা :—বেণীসংহারে “ভীম।—আর্য্য! এটী তাহার উপযুক্ত কথাই হইয়াছে, যেহেতু সে দুর্য্যোধনের বনিতা।”

তর্ক-লক্ষণ।

কোন প্রকৃতিগামী অর্থের সহিত তুল্য তর্ককে তর্ক বলে। যথা :—বেণীসংহারে “আমি প্রায়ই শুভাশুভ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, এবং

সেই শতসংখ্যক স্বপ্ন আমায় এবং আমার ভ্রাতৃগণকে স্পর্শ করে।"

পদোচ্চয়-লক্ষণ।

পদসমূহের অনুরূপ অর্থসঞ্চয়কে পদোচ্চয় বলে। যথা:—শকুন্তলায় "রাজা।—প্রিয়ার রক্তাধরে কিশলয়রাগ, বাহুতে কোমল বিটপের অনুকরণ, সমুদায় অঙ্গে প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় লোচনলোভনীয় মনোহর যৌবন সংযত হইয়াছে।"

নিদর্শন-লক্ষণ।

পরমত-খণ্ডনার্থ কোন প্রসিদ্ধ অর্থের কীর্ত্তন করাকে নিদর্শন বলে। যথা:—"রাজারা ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই শত্রুবধ করিয়া থাকেন, কিন্তু রামচন্দ্র যে, বালির

প্রতি গোপনে শরক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেটি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুমত হয় নাই।"

অভিপ্রায়-লক্ষণ।

সাদৃশ্যজ্ঞানহেতু কোন অদ্ভুতার্থের কল্পনাকে অভিপ্রায় বলে। যথা :—শকুন্তলায় "ঋষি যে এই স্বভাবসুন্দর শরীরকে তপস্যার ক্লেশে ক্লিষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেটী কেবল নীলোৎপল পত্রধারে শমীবৃক্ষকে ছেদন করিতে উদ্যত হওয়া হইয়াছে।"

প্রাপ্তি-লক্ষণ।

যেখানে কোন অংশের দ্বারা কিছুমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে প্রাপ্তি বলে। যথা :—প্রভাবতীতে "সর্ব্বত্রগ এই ভ্রমর অবশ্যই আমার প্রিয়তমা প্রভাবতীকে দেখিয়াছে।"

বিচার-লক্ষণ।

যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা কোন অপ্রত্যক্ষার্থ সাধন করাকে বিচার বলে। যথা :—চন্দ্রকলাতে " রাজা :—অবশ্যই ইঁহার অন্তঃকরণে মদন-বিকার সঞ্চারিত হইয়াছে, যেহেতু ইঁহার হাস্যে কোন পরিতোষের চিহ্ন উপলব্ধি হইতেছে না, আমি এক দৃষ্টে ইঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু ইনি একবারও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন না, এবং সখী দ্বারা সকল কথারই অসঙ্গত উত্তর প্রদান করিতেছেন।"

দিষ্ট-লক্ষণ।

দেশ কাল বিবেচনায় কোন বিষয়ের বর্ণন করাকে দিষ্ট বলে। যথা :—বেণীসংহারে "সহ-দেব।—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আর্য্যশরীরে যে উদ্ধৃত

জ্যোতিঃস্বরূপ ক্রোধাগ্নির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাবৃট্‌সদৃশী কৃষ্ণার সমাগমে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে।”

উপদিষ্ট-লক্ষণ।

শাস্ত্রানুগত মনোহর বাক্যকে উপদিষ্ট বলে। যথা:—শকুন্তলায় “গুরুজনের শুশ্রূষা ও সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিও, স্বামী ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তিরস্কার করিলেও কখনই তাঁহার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না, ইত্যাদি।”

গুণাতিপাত-লক্ষণ।

গুণের প্রতি বিপরীত আচরণকে গুণাতিপাত বলে। যথা:—চন্দ্রকলায় (চন্দ্রমার প্রতি) “যদিও তুমি অন্ধকারবিনাশপটু, সকল লোকেই

তোমার পাদগ্রহণে তৎপর এবং তুমি সর্ব্বদাই পণ্ডপক্তির শিরোভূষণ হইয়াছ, তথাপি স্ত্রী-লোকের জীবন হরণ করিতেছ ?”

গুণাতিশয়-লক্ষণ।

সামান্য গুণোদ্রেককে গুণাতিশয় বলে। যথা:—চন্দ্রকলায় “সুন্দরি! ভৃঙ্গান্বিত অতি চঞ্চল প্রফুল্ল লীলারবিন্দদ্বয়যুক্ত, দোষরহিত, নিরন্তর পরিপূর্ণ, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র কোথায় পাইলে ?”

বিশেষণ-লক্ষণ।

বহুবিধ প্রসিদ্ধার্থ বলিয়া কোন বিশে-ষোক্তি কথনকে বিশেষণ বলে। যথা —“এই হ্রদ লোকের তৃষ্ণাপহারী, অতি নির্ম্মল, দ্বিজগণের সেবিত, সাধারণের প্রিয়, পদ্মের আকর বটে, কিন্তু জড়াশয় (জলাশয়)।”

নিরুক্তি-লক্ষণ।

পূর্ব্বসিদ্ধার্থ বিষয়ের কথনকে নিরুক্তি বলে। যথা:—বেণীসংহারে "সমুদায় কৌরব নষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি।"

সিদ্ধি-লক্ষণ।

অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বহু বিষয়ের কীর্ত্তনকে সিদ্ধি বলে। যথা —"রাজন্। পৃথিবীর রক্ষার নিমিত্ত কূর্ম্মরাজের যে বীর্য্য অনন্তদেবের যে বিক্রম, তৎসমুদয়ই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ভ্রংশ-লক্ষণ।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগের বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত কথনকে ভ্রংশ বলে। যথা—বেণীসংহারে "দুর্য্যোধন।—(কঞ্চুকীর প্রতি) কঞ্চুকিন্

পাণ্ডুসুত কি এই যুদ্ধে অচিরকাল মধ্যে নিজ-বাহুবলে ভৃত্য, মিত্র, বান্ধব, পুত্র, অনুজগণের সহিত সুযোধনকে বিনাশ করিবে না ?"

বিপর্য্যয়-লক্ষণ।

সন্দেহপ্রযুক্ত যথার্থ বিচারের অন্যথাভাব সংঘটনকে বিপর্য্যয় বলে ; যথা :—"রাজন্ ! যাহারা জগৎকে অদাতা মনে করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করে, তাহারা আপনার নিকট উপ-স্থিত হইলে আর সেরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারে না।"

দাক্ষিণ্য-লক্ষণ।

বিবিধ চেষ্টা বা বাক্য দ্বারা পরের চিত্তানু-বর্ত্তন করাকে দাক্ষিণ্য বলে। যথা —"বিভী-ষণ ! এক্ষণে তুমিই ত এই লঙ্কার রাজা,

অতএব পুরীর শোভা সম্পাদন কর, আর্য্য রামচন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তির কোন কালে কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।"

অনুনয়-লক্ষণ।

স্নিগ্ধ বাক্য দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি করার নাম অনুনয়। যথা:—বেণীসংহারে "কৃপ।—(অশ্বত্থামার প্রতি) তুমি সর্ব্বপ্রকার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগকুশল, দ্রোণের তুল্য পরাক্রমবিশিষ্ট, তোমাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব হইতে পারে না।"

মালা-লক্ষণ।

যে অভীষ্টার্থ একার্থপ্রতিপাদক নহে, তাহাকে মালা বলে। যথা:—শকুন্তলায় "রাজা।—প্রিয়ে! ক্লান্তিনাশক সজল শীতল

নলিনীপত্র-তালবৃন্ত দ্বারা কি ব্যজন করিব? অথবা তোমার রক্তকমলসদৃশ পাদযুগল ক্রোড়ে ধারণ করিব? যাহাতে তোমার সুখানুভব হয়, বল।"

অর্থাপত্তি-লক্ষণ।

একার্থে অর্থান্তরের প্রতীতি হওয়াকে অর্থাপত্তি বলে। যথা :—বেণীসংহারে "দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন" রাজা কর্ণের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "অঙ্গরাজ! তুমি যথার্থ কথাই বলিতেছ, তাহা না হইলে তিনি ত সিন্ধুরাজকে অভয়প্রদান করিয়াছিলেন, তবে অর্জ্জুন যখন তাহাকে বধ করে, তখন উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন কেন?"

গর্হণ-লক্ষণ।

কাহারও কোন দোষোদ্‌ঘোষণা হইলে তাহাকে তিরস্কার করার নাম গর্হণ। যথা — বেণীসংহারে "অশ্বত্থামা।—(কর্ণের প্রতি) আমার অস্ত্র সমদায় কি তোমার অস্ত্রের ন্যায় গুরুশাপে হীনবীর্য্য হইয়াছে? ইত্যাদি।"

পৃচ্ছা-লক্ষণ।

অভ্যার্থনা বাক্যে কোন অর্থান্বেষণকে পৃচ্ছা বলে। যথা —বেণীসংহারে "সুন্দরক।—আর্য্যগণ! আপনারা কি আজ শুদ্ধ সারথিমাত্র-সহায় মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছেন।"

প্রসিদ্ধি-লক্ষণ।

উৎকৃষ্ট-লোক-প্রসিদ্ধার্থ দ্বারা কোন অর্থ-সাধনকে প্রসিদ্ধি বলে। যথা।—বিক্রমোর্ব্বশীতে

"রাজা!—সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার মাতামহ ও পিতামহ, উর্ব্বশী এবং পৃথিবী যাহাকে স্বয়ম্বর পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে।"

সারূপ্য-লক্ষণ।

সারূপ্য-জ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তির ক্ষোভ প্রকাশ করাকে সারূপ্য বলে। যথা:—বেণী-সংহারে দুর্য্যোধন ভ্রান্তিতে ভীমের প্রতি "দুরাত্মন্ দুর্য্যোধন হতক!" ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য।

সংক্ষেপ-লক্ষণ।

অপরের কার্য্যগৌরব সংক্ষেপ করিবার জন্য আপনাকে নিযুক্ত করার নাম সংক্ষেপ। যথা:—চন্দ্রকলায় "রাজা।—প্রিয়ে! তোমার অঙ্গ সমুদায় শিরীষকুসুমাপেক্ষাও অতি কোমল, গুরুপরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই

কোমলাঙ্গ সমূহকে অকারণ ক্লিষ্ট করিতেছ কেন ? (আপনাকে দেখাইয়া) এই তোমার দাসই অভিলষিত কুসুমচয়ন করিয়া দিতেছে।”

গুণকীর্ত্তন-লক্ষণ।

কোন ব্যক্তির গুণকথনকে গুণকীর্ত্তন বলে। যথা :—চন্দ্রকলায় “তোমার খঞ্জনসদৃশ নেত্রযুগলে ইত্যাদি।”

লেশ-লক্ষণ।

কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া যে বাক্য বলা যায়, তাহাকে লেশ বলে। যথা :—বেণী-সংহারে “রাজা।—শিখণ্ডিকে অগ্রে করিয়া বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেবকে সংহার করাতে পাণ্ডুপুত্রদিগের যে শ্লাঘা জন্মিয়াছে, আমাদিগেরও আজ সেই শ্লাঘা হইবে।”

মনোরথ-লক্ষণ ।

ভঙ্গী করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করার নাম মনোরথ। যথা :—"সুন্দরি! দেখ, মন্মথশরকাতর এই জলহংস রমণের নিমিত্ত কেমন মধুর ধ্বনি করিয়া নিজ প্রিয়া-মুখ চুম্বন করিতেছে !"

অনুক্তসিদ্ধি-লক্ষণ ।

কোন বিস্তৃত প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়কে অনুক্তসিদ্ধি বলে। যথা :— বৃক্ষবাটিকাতে "কৃশাঙ্গি ! চন্দ্রমার নিকট এই যে দুইটী বস্তু দেখিতেছ, ইহারা কল্যাণ-নামা তিষ্য [illegible] পুনর্বসু ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

প্রিয়বচন-লক্ষণ ।

পূজ্য ব্যক্তির সহর্ষ বাক্যের প্রমাণের নিমিত্ত যাহা কিছু বলা যায়, তাহাকে প্রিয়বচন

বলে । যথা —শকুন্তলায় "অগ্রে কুসুম পশ্চাৎ ফলোদ্গম, অগ্রে মেঘাগম পশ্চাৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে, নিমিত্তনৈমিত্তিকের এইটী নৈসর্গিক নিয়ম, কিন্তু আপনার যে অনুগ্রহ, তাহার অগ্রে সম্পদ্ ।"

নাট্যলক্ষণ সমুদায়ের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে নাট্যালঙ্কার সমূহের নামলক্ষণাদি প্রদর্শিত হইতেছে ।

আশীর্ব্বাদ, আক্রন্দ, কপটতা, অক্ষমা, গর্ব্ব, উদ্যম, আশ্রয়, উৎপ্রাসন, স্পৃহা, ক্ষোভ, পশ্চাত্তাপ, উপপত্তি, আশংসা, অধ্যবসায়, বিসর্প, উল্লেখ, উত্তেজন, পরীবাদ, নীতি, অর্থ-বিশেষণ, প্রোৎসাহন, সাহায্য, অভিমান, অনু-বৃত্তি, উৎকীর্ত্তন, যাচ্ঞা, পরীহার, নিবেদন,

প্রবর্ত্তন, আখ্যান, যুক্তি, প্রহর্ষ ও উপদেশ এই সকলগুলি নাট্যের বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ।

আশীর্ব্বাদ-লক্ষণ।

আত্মীয় ব্যক্তির মঙ্গলসূচক বাক্যকে আশীর্ব্বাদ বলে। যথা :—শকুন্তলায় "বৎসে! তুমি রাজা যযাতিপত্নী শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পতির প্রিয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরুর ন্যায় পুত্রও প্রাপ্ত হও।"

আক্রন্দ-লক্ষণ।

শোকে প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করাকে আক্রন্দ বলে। যথা :—বেণীসংহারে "কঞ্চুকী।—হা দেবি কুন্তি রাজভবনপতাকে! ইত্যাদি।"

কপটতা-লক্ষণ।

মায়া অবলম্বন করিয়া অন্যপ্রকার রূপধরাকে কপটতা বলে। যথা :—কুলপত্যকে

"সেই রাক্ষস মৃগরূপ পরিত্যাগ ও অন্য কপট-দেহ ধারণ করিয়া লক্ষণকে যুদ্ধে সংশয়িত করিল।'

অক্ষমা-লক্ষণ।

অল্পমাত্রেও পরিভবকে অক্ষমা বলে। যথা:— শকুন্তলায় "রাজা।—সত্যবাদিন্! আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি" ইত্যাদি রাজবাক্য শ্রবণে "নিপাত যাও" ইত্যাদি শার্ঙ্গদেববাক্য।

গর্ব্ব-লক্ষণ।

সাহঙ্কার বাক্যকে গর্ব্ব বলে। যথা:—শকুন্তলায় "রাজা।—আমারও গৃহে অন্য প্রাণীতে দৌরাত্ম্য করিতেছে, ইত্যাদি।"

উদ্যম-লক্ষণ।

কোন কার্য্যের আরম্ভকে উদ্যম বলে। যথা:—কুম্ভে "রাবণ।—আমি শোকে নিতান্ত

আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎই আজ অন্তকময়
দেখিতেছি।"

আশ্রয়-লক্ষণ।

অতি গুণবৎ কার্য্যের হেতু গ্রহণকে
আশ্রয় বলে। যথা :—বিভীষণ-নির্ভৎসনাঙ্কে
"বিভীষণ।—আমি একমাত্র রামচন্দ্রকেই আশ্রয়
করিব।"

উৎপ্রাসন-লক্ষণ।

যে সকল অসাধু ব্যক্তি আপনাকে সাধু
বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় প্রদান করে,
তাহাদিগকে উপহাস করাকে উৎপ্রাসন বলে।
যথা :—শকুন্তলায় "শার্ঙ্গদেব।—মহারাজ !
অন্ত লোকের সংসর্গে বোধ হয়, আপনি পূর্ব্ব-
বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন ; তথাপি ধর্ম্মভীরু

ব্যক্তির ধর্ম্মদারা পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে, ইত্যাদি।"

স্পৃহা-লক্ষণ।

কোন বস্তুর রমণীয়তা হেতু তাহার প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাকে স্পৃহা বলে। যথা:— শকুন্তলায় "রাজা।—এই যে প্রিয়ার অপরিক্ষত অথচ কোমল অধর মনোহর স্ফুরণ দ্বারা পিপাসা নিবারণের জন্য আমায় পান করিতে অনুমতি করিতেছে।"

ক্ষোভ-লক্ষণ।

তিরস্কার-বাক্য-প্রয়োগকে ক্ষোভ বলে। যথা:—"রে তপস্বিচাণ্ডাল! তুই মনে করিতেছিস্, প্রচ্ছন্নভাবে শুদ্ধ বালীকেই বিনষ্ট করিলি, তাহা নয়, আপনার পরলোকও নষ্ট করিলি!"

পশ্চাত্তাপ-লক্ষণ।

অজ্ঞানকৃত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত পরিতাপ করাকে পশ্চাত্তাপ বলে। যথা :—অনুতাপাঙ্কে "রাম।—দেবী কি আমাকে চুম্বন করেন নাই, তবে কি আমি পুনঃ পুনঃ মিথ্যা প্রতারিত হইতেছি ?"

উপপত্তি-লক্ষণ।

অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত হেতু কথনকে উপপত্তি বলে। যথা :—নাগানন্দে বধ্যশিলাতে "নায়ক।—তুমি মরিলে যিনি নিশ্চয়ই মরিবেন, এবং তুমি জীবিত থাকিলে যিনি জীবনধারণ করিবেন, তাঁহাকে যদি জীবিত রাখিতে অভিলাষ থাকে, তবে আমার জীবনবিনিময়ে নিজ প্রাণ রক্ষা কর।"

আশংসা-লক্ষণ।

শঙ্কিত উক্তিকে আশংসা বলে। যথা — মালতীমাধবে "মাধব।—আমি কি আর তাহার কন্দর্পের মঙ্গলগৃহস্বরূপ মুখ দেখিতে পাইব?"

অধ্যবসায়-লক্ষণ।

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করার নাম অধ্যবসায়। যথা :—প্রভাবতীতে "বজ্রনাভ।—আমি আজ ক্ষণকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে এই গদাদ্বারা ইহার বক্ষঃস্থল চূর্ণ করিয়া তোমাদিগের উভয় লোক উন্মূলিত করিব।"

বিসর্প-লক্ষণ।

অনিষ্ট-ফলপ্রদ কোন কর্ম্মের সমারম্ভকে বিসর্প বলা যায়। যথা :—বেণীসংহারে "এক দুষ্কর্ম্মের এই পরিপাক ইত্যাদি"।

উল্লেখ-লক্ষণ।

কার্য্যগ্রহণের নাম উল্লেখ। যথা :—শকুন্তলায় "তাপসদ্বয়।—(রাজার প্রতি) সমিদাহরণের নিমিত্ত আমরা যাইতেছি। নিকটেই শকুন্তলাকর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদিগের গুরু কণ্ব-ঋষির আশ্রম, যদি আপনার বিশেষ কার্য্য-হানি না হয়, তাহা হইলে আশ্রমে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

উত্তেজন-লক্ষণ।

স্বকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত অপর ব্যক্তিকে পাঠাইবার জন্য পরুষবাক্য প্রয়োগ করাকে উত্তেজন বলে। যথা :—"অহে ইন্দ্রজিৎ! তুমি যে অতি-প্রচণ্ড-বলবীর্য্যশালী, সেটী কেবল কথা-মাত্র, যেহেতু তুমি আমাদিগের ভয়ে প্রচ্ছন্ন-

ভাবে যুদ্ধ করিতেছ, অতএব তোমাকে ধিক্ থাক।”

পরীবাদ-লক্ষণ।

তিরস্কার করাকে পরীবাদ বলে। যথা :—সুন্দরাঙ্কে “ দুর্য্যোধন।—অরে সারথি! তোকে ধিক্ থাক, তুই এ কি কাজ করিয়াছিস, সেই পাপাত্মা বৃকোদর এখনই শিরীষ-কুসুম-সুকুমার বৎস দুঃশাসনের প্রতি পাপাচরণ করিবে, ইত্যাদি।”

নীতি-লক্ষণ।

শাস্ত্রসঙ্গত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনকে নীতি বলে। যথা :—শকুন্তলায় “ দুষ্মন্ত।—শান্তিরসাস্পদ তপোবনে বিনীতবেশেই প্রবেশ করা কর্ত্তব্য।”

অর্থবিশেষণ-লক্ষণ।

তিরস্কারভাবে কোন উক্ত বিষয়ের কীর্ত্তন করাকে অর্থবিশেষণ বলে। যথা.—শকুন্তলায় " শার্ঙ্গদেব।—(রাজার প্রতি) আঃ এ কি? তুমি কি কথা বলিতেছ! অহে তুমি নিজেই লোকবৃত্তান্তাভিজ্ঞ।"

প্রোৎসাহন-লক্ষণ।

উৎসাহজনক বাক্যে কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করবার নাম প্রোৎসাহন। যথা.—রামায়ণে " যদিচ এই তাড়কা কালরাত্রির ন্যায় অতি ভয়ঙ্করী, তথাপি স্ত্রীলোক, অবধ্য, আপনি কি এই চিন্তা করিতেছেন? তাহা করিবেন না, ত্রিজগতের রক্ষার নিমিত্ত এখনই ইহাকে বধ করুন।

সাহায্য-লক্ষণ।

সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির আনুকূল্য করাকে সাহায্য বলে। যথা :—বেণীসংহারে "অশ্বত্থামা।—(কৃপের প্রতি) আপনিও মহারাজের সন্নিধানে সর্ব্বদা থাকুন," "কৃপ!—হাঁ, আমিও আজ প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

অভিমান-লক্ষণ।

সাহঙ্কার বাক্য প্রয়োগ করাকে অভিমান বলে। যথা :—বেণীসংহারে "দুর্য্যোধন।—না! আপনি আজ কি নিমিত্ত এমন অসদৃশ বাক্য বলিতেছেন? ইত্যাদি।"

অনুবৃত্তি-লক্ষণ।

প্রশ্রয়হেতু অনুমতি প্রতিপালন করাকে অনুবৃত্তি বলে। যথা :—শকুন্তলায় "রাজা।—

(শকুন্তলার প্রতি) কেমন আপনাদিগের তপস্যা বাড়িতেছে ত?” রাজার এই কথা শ্রবণে “অনসূয়া।—হাঁ, এক্ষণে অতিথিবিশেষ লাভে বটে ইত্যাদি”।

উৎকীর্ত্তন-লক্ষণ।

অতীত কার্য্যের পুনঃ কথনকে উৎকীর্ত্তন বলে। যথা:—বালরামায়ণে “সীতা।—নাগ-পাশবন্ধনে ভয় কি, দেবর লক্ষ্মণ যখন শক্তি-শেলে পতিত হইয়াছিলেন, তখন হনূমান্ দ্রোণাদ্রিকে উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিল, ইত্যাদি।”

যাচ্ঞা-লক্ষণ।

স্বয়ং বা দূত দ্বারা কাহারও নিকট কোন প্রার্থনা করাকে যাচ্ঞা বলে। যথা —“এখনও

সীতা প্রত্যর্পণ করিলে রাম তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, কেন অকারণ বানরগুলাকে শিরোপরি কন্দুকক্রীড়া করিতে দিতেছেন?"

পরীহার-লক্ষণ।

অন্যায়কারীকে মার্জনা করার নাম পরীহার। যথা :—"প্রভো আমি প্রাণত্যাগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আপনাকে যে সকল নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, এক্ষণে সুগ্রীবকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম।"

নিবেদন-লক্ষণ।

অবজ্ঞাত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কথনকে নিবেদন বলে। যথা :—রাঘবাভ্যুদয়ে "লক্ষ্মণ।—আর্য্য! আপনি সমুদ্রের অভ্যর্থনাতেই যাইতে উদ্যত হইলেন? এ কি!"

প্রবর্ত্তন-লক্ষণ।

কোন কার্য্যের উত্তমরূপে আরম্ভ করাকে প্রবর্ত্তন বলে। যথা :—বেণীসংহারে "রাজা।—কঞ্চুকিন্! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সম্মানের নিমিত্ত এবং বৎস ভীমসেনের বিজয় মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ সমারম্ভ করা কর্ত্তব্য"।

আখ্যান-লক্ষণ।

অতীত বৃত্তান্তের পুনরুক্তির নাম আখ্যান। যথা —বেণীসংহারে "যেখানকার হ্রদ সমূহ শত্রুশোণিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এ সেই দেশ, ইত্যাদি"।

যুক্তি-লক্ষণ।

কোন বিষয়ের অর্থাবধারণকে যুক্তি বলে। যথা :—বেণীসংহারে "যদি যুদ্ধ পরিত্যাগ

করিলে মরণের ভয় না থাকে, তাহা হইলে এই যুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য, যখন প্রাণিগণের মৃত্যু অবধারিত আছে, তখন কেন পলায়ন করিয়া আপনাদিগের নির্ম্মল যশকে বৃথা মলিন কর ?"

প্রহর্ষ-লক্ষণ।

আনন্দের আধিক্যকে প্রহর্ষ বলে। যথা —শকুন্তলায় "রাজা।—এখন ত আমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছি, তবে কেন আনন্দযুক্ত না হই ?"

উপদেশ-লক্ষণ।

কোন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার নাম উপদেশ। যথা :—শকুন্তলায় "সখি! অকৃতসৎকার অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করা আশ্রমবাসী ব্যক্তির উচিত নহে।"

নাটকাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ বৃত্ত্যাদির নাম লক্ষণ ও উদাহরণ প্রভৃতির বিষয় এক-প্রকার বর্ণিত হইল, অতঃপর সমুদায় প্রকৃতি এবং চতুর্বিধ নায়ক ও নায়িকার বিষয় বিশেষ-রূপে বর্ণন করা যাইবে।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী বা পুরুষ এই উভয় জাতির প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে বিবিধরূপ হইতে পারে। নাট্যে উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতিবিশিষ্ট ও নানা লক্ষণাক্রান্ত নায়ক ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরোদাত্ত ও ধীরপ্রশান্ত এই চারিপ্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দেবগণ ধীরোদ্ধত, নৃপতিগণ ধীরললিত, সেনাপতি ও অমাত্যগণ ধীরোদাত্ত এবং ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌গণ ধীরপ্রশান্ত বলিয়া বর্ণিত হয়।

নাট্যে প্রকারভেদে নায়ক যেমন চারি প্রকার হয়, নায়িকাও সেইরূপ চতুর্বিধ হইয়া থাকে। যথা :—দিব্যা, নৃপপত্নী, কুলস্ত্রী ও

গণিকা। এই সকল নায়িকার ধীরা, ললিতা, উদাত্তা ও নিভৃতা এই চারি প্রকারভেদ আছে। তন্মধ্যে দিব্যা ও নৃপাঙ্গনা ধীরাদি চারিপ্রকারেরই হইয়া থাকে। কুলমহিলাগণ উদাত্তা ও নিভৃতা এই দুইপ্রকারের; বেশ্যা ও শিল্পকারিণীগণ উদাত্তা ও ললিতা এই দুইপ্রকারের; প্রেষ্যা অর্থাৎ দূতী সঙ্কীর্ণা হইয়া থাকে।

নপুংসক, শকার, চেট প্রভৃতি যে সকল লোক নাট্যে থাকে, তাহারাও সঙ্কীর্ণমধ্যে পরিগণিত।

উল্লিখিত নায়িকা আবার মুগ্ধা, প্রৌঢ়া ও প্রগল্ভা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

মুগ্ধা-লক্ষণ।

অঙ্কুরিত-যৌবনা রমণীকে মুগ্ধা বলে।

প্রৌঢ়া-লক্ষণ।

ত্রিংশৎ হইতে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্কা স্ত্রীলোককে প্রৌঢ়া বলা যায়।

প্রগল্‌ভা-লক্ষণ।

পতিসেবাপরায়ণা নারীগণ প্রগল্‌ভামধ্যে গণ্য।

অবস্থাভেদে এই সকল নায়িকা আবার আটপ্রকার হয়। যথা —স্বাধীনপতিকা বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও অভিসারিকা।

স্বাধীনপতিকা-লক্ষণ।

স্বামীর প্রতি নিতান্তানুরক্তা কামিনীকে স্বাধীনপতিকা বলে।

বাসকসজ্জা-লক্ষণ।

যে রমণী প্রণয়ী জনের সম্মিলন প্রতীক্ষায় সুসজ্জিতা হইয়া থাকে, তাহাকে বাসকসজ্জা বলে।

বিরহোৎকণ্ঠিতা-লক্ষণ।

স্বামি-বিরহে কাতরা নায়িকার নাম বিরহোৎকণ্ঠিতা।

খণ্ডিতা-লক্ষণ।

পরকীয়-রমণী-প্রেমাসক্ত-স্বামি-দর্শনে খিন্না নারীকে খণ্ডিতা বলে।

কলহান্তরিতা-লক্ষণ।

স্বামীর প্রকৃত বা কাল্পনিক তাচ্ছিল্যভাব দর্শনে দুঃখিতা বা ক্রুদ্ধা নায়িকার নাম কলহান্তরিতা।

বিপ্রলব্ধা-লক্ষণ।

নায়কের নির্দ্ধারিত সময়ে তদাগমন-বঞ্চিতা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলে।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা-লক্ষণ।

যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশস্থ, তাহাকে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা বলা যায়।

অভিসারিকা-লক্ষণ।

নায়কের সহিত সম্মিলনাভিলাষে স্থানান্তরে গন্তুকামা নায়িকাকে অভিসারিকা বলে।

সমুদায় প্রকৃতিরই দুইটী প্রকারভেদ আছে, তন্মধ্যে রাজোপচার-যোগ্য ভাগকে আভ্যন্তরভাগ বলে। সেই রাজোপচার-নিযুক্ত রাজান্তঃপুরস্থিত স্ত্রীদিগের বিভাগ ও তাহাদিগের কার্য্য প্রথমেই বলা কর্ত্তব্য।

রাজান্তঃপুরচারিণীয়া মহাদেবী, দেবী, স্বামিনী, স্থায়িনী, ভোগিনী, শিল্পকারিকা, নাটকীয়া, নর্ত্তকী, অনুচারী, আয়ুক্তা, পরিচারিকা, সঞ্চারিণী, প্রেক্ষণকারিকা, মহত্তরা, প্রতীহারী, কুমারী এবং স্থবিরা এই সপ্তদশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহাদেবী-লক্ষণ।

যাঁহার সহিত রাজার অভিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, যিনি উত্তমকুলসম্ভবা, উত্তমস্বভাবা, রাজার সমবয়স্কা, সকলের প্রধানা, ক্রোধবর্জ্জিতা, সর্ব্বজনপ্রিয়া, রাজস্বভাববিশেষজ্ঞা, রাজার সম-সুখ-দুঃখভাগিনী, শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা সর্ব্বদা রাজার মঙ্গলকারিণী, অতি পতিব্রতা, ক্ষমাশীলা ও অন্তঃপুরহিতকার্য্যতৎপরা, তাঁহাকে মহাদেবী বলে।

দেবী-লক্ষণ।

যিনি মহাদেবীর সমুদায় গুণে ভূষিতা, অথচ তদপেক্ষা কিয়দংশে সম্মানরহিতা, গর্ব্বিতা, সর্ব্বদা রতি-সম্ভোগ-প্রস্তুতা, অল্পবয়স্কা, নিত্যোজ্জ্বল গুণ যুক্তা, সপত্নীগণের প্রতি অসূয়াপরতন্ত্রা, যৌবন মদমত্তা এবং রাজকন্যা, তাঁহার নাম দেবী।

স্বামিনী-লক্ষণ।

যিনি অতি রূপশালিনী, জাতিতে পদ্মিনী, অত্যন্তসাবধানা, নৃপাঙ্গনা, বা সেনাপতির পত্নী, বা অমাত্য-কামিনী, অথবা দণ্ডীর স্ত্রী, পতি সম্মিলন-তৎপরা এবং স্বামীর নিতান্ত অনুগতা তিনিই স্বামিনীমধ্যে পরিগণিতা। রূপশীলগুণ-যুক্তা, স্বামিসেবা-পরায়ণা কেবল নৃপপত্নীকেও স্বামিনী বলা যাইতে পারে।

স্থায়িনী-লক্ষণ।

রূপযৌবন-সম্পন্না, কখন কর্কশা, কখন বা কোমলা, রতিসম্ভোগ-চতুরা, প্রতিপক্ষে অসূয়া-পরতন্ত্রা, দক্ষা, অস্ফুটা, উদাত্তা, নিরন্তর গন্ধমাল্যোপশোভিতা, নৃপাভিপ্রায়জ্ঞা, ঈর্ষা-ভাববিহীনা, উপস্থিতা, প্রমত্তা, নিরালস্যা, অনিষ্ঠুরা ও কোন্ ব্যক্তি মান্য কোন্ ব্যক্তি অমান্য, ইহার বিশেষজ্ঞা নায়িকাকে স্থায়িনী বলে।

ভোগিনী-লক্ষণ।

উত্তম-স্বভাবা, অল্পপরিমাণে সম্মানবিশিষ্টা, কখন অল্প মৃদু, কখন কখন অল্প উদ্ধতা, মধ্যম বয়স্কা, নিভৃতা এবং ক্ষমাশীলা নায়িকার নাম ভোগিনী।

শিল্পকারিকা-লক্ষণ।

নানা কলাবিশেষজ্ঞা, বিবিধশিল্পে পণ্ডিতা, গন্ধমাল্যাদির বিভাবজ্ঞা, লেখা ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণা, শয়ন, ভোজন ও যানবিষয়ে বিশেষ পরিচিতা, অতি চতুরা, মধুরপ্রকৃতি, নানাকার্য্যদক্ষা, চমৎকারিণী, অস্ফুটা, অতীব্রা, ও নিভৃতা নায়িকা শিল্পকারিকামধ্যে পরিগণিতা।

নাটকীয়া-লক্ষণ।

যে নায়িকা গ্রহ, মোক্ষ ও লয় বিষয়ে বিশেষ পরিচিতা, নানা রসভাবপূর্ণা, অপরের মনোগত ভাব ও ইঙ্গিতের বিশেষজ্ঞা, শিক্ষাগুরুর বশবর্ত্তিনী, অতি চতুরা, অভিনয়নিপুণা, বাক্‌চাতুর্য্য ও তর্কে বিশারদা এবং বাদ্যাদিতে দক্ষা, তাহাকে নাটকীয়া বলে।

নর্ত্তকী-লক্ষণ।

নানা-বাদ্য-প্রয়োগাভিজ্ঞা, নৃত্যগীত বিষয়ে অতি বিচক্ষণা, সর্ব্বদা প্রগল্‌ভা, নিরালস্যা, অক্লান্তা, নারীদিগের মধ্যে রূপ, যৌবন ও কান্তিতে সর্ব্বপ্রধানা এবং নানাগুণযুক্তা নায়িকাকে নর্ত্তকী বলে।

অনুচরী-লক্ষণ।

যে রমণী সর্ব্বদা সকল অবস্থায় রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাকে অনুচরী বলে।

আযুক্তা-লক্ষণ।

ভাণ্ডারে ও অস্ত্রাগারে নিযুক্তা, ধান্যাদি সর্ব্ব শস্য ও ফল মূলাদির অধ্যক্ষা, গন্ধ-দ্রব্য-বস্ত্রাভরণাদি সমূহের কর্ত্রী ও উপাখ্যান কথন প্রভৃতি নানা কার্য্যরতা নারীকে আযুক্তা বলে।

পরিচারিকা-লক্ষণ।

নৃপতিগণের ছত্র, শয্যা ও আসনাদির রক্ষণে, ব্যজন কার্য্যে, বেশবিন্যাসাদি কর্ম্মে, মাল্যাদি প্রস্তুত করণে নিযুক্তা দিগকে পরিচারিকা বলে।

সঞ্চারিকা-লক্ষণ।

যে কামিনী রাজার নানাগৃহ, উপবন, দেব মন্দিরাদি, কেলীগৃহ ও অন্যান্য স্থানের কার্য্য অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করে, তাহার নাম সঞ্চারিকা।

প্রেস্খণকারিকা-লক্ষণ।

গোপনীয় বা প্রকাশ্য কামক্রীড়া-সংক্রান্ত কার্য্য সমূহে নিযুক্তা স্ত্রীলোককে প্রেস্খণ কারিকা বলে।

মহত্তরা-লক্ষণ।

আশীর্ব্বাদস্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা নিত্য অন্তঃপুর-রক্ষার্থ অভিনন্দনকারিণীকে মহত্তরা বলে।

প্রতীহারী লক্ষণ।

যে সর্ব্বদা রাজাকে সন্ধিবিগ্রহাদিসম্বন্ধীয় অথবা অন্যান্য কার্য্যের সমাচার দেয়, তাহাকে প্রতীহারী বলে।

কুমারী-লক্ষণ।

অপ্রাপ্তরতিসম্ভোগা, অচঞ্চলা, অনুদ্ধতা, নিভৃতা, সলজ্জা ও অবিবাহিতাকে কুমারী বলে।

স্থবিরা-লক্ষণ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিদিগের রীতি নীতির বিশেষজ্ঞা এবং রাজাদিগের মাননীয়া ও পূজ্যা রমণীদিগকে স্থবিরা বলে।

যে সকল ব্যক্তিকে রাজাদিগের অন্তঃপুরে ও অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, তাহা-দিগের বিবরণ ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

অমুদ্ধতা, অসম্ভ্রান্তা, নিজবেশভূষা বিষয়ে ঔদাসীনা, ক্ষমাশীলা, সৎস্বভাবা, কোপরহিতা, জিতেন্দ্রিয়া, কেশশূন্যা, নিভৃতা, নিরহঙ্কারা এবং স্ত্রীজন-সুলভ-দোষ-বর্জ্জিতা রমণীদিগকেই রাজান্তঃপুরে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। নপুংসক-দিগকেও রাজান্তঃপুরমধ্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। স্নাতক, কঞ্চুকী, বর্ষবর, উপস্থায়িক ও নির্ম্মুণ্ডা ইহাদিগকে প্রতি কক্ষের দ্বারদেশে নিযুক্ত করা উচিত। রেতোহীন সুতরাং স্ত্রী-সম্ভোগে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে রাজাদিগের অন্তঃ-পুরের কার্য্যকরণে নিযুক্ত করা আবশ্যক, ইহা-দিগের মধ্যে স্নাতককে কোন আচারবিশিষ্ট

কার্য্যে, কঞ্চুকীকে অর্থসংযুক্ত কার্য্যে, বর্ষবরকে বিহারসম্বন্ধীয় কার্য্যে, উপস্থায়িকা ও নির্ম্মুণ্ডাকে স্ত্রীলোক দিগের আদেশ প্রতিপালন কার্য্যে, অনুচারিকারে কোন সম্মানযোগ্য কার্য্যে এবং সর্ব্ববিষয়ক বৃত্তান্তজ্ঞকে নাট্যালয়ে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

এই সকল ব্যক্তিকেই অন্তঃপুরচরমধ্যে গণ্য করা বিধেয়। এক্ষণে বাহ্যচর পুরুষদিগের বিষয় বলা যাইতেছে।

রাজা, সেনাপতি, কুমার, মন্ত্রী, সচিব, প্রাড়্বিবাক, ও প্রয়োগাধিকৃত, ইহারা এবং অপরাপর রাজ-সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ, এই সকল লোককে বাহ্যচর বলে। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

রাজ-লক্ষণ।

অতি সুশীল, বুদ্ধিমান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দক্ষ, প্রগল্‌ভ, বিদ্বান্, বিক্রমী, ধৈর্য্য-শীল, শুদ্ধাচারী, পরিণামদর্শী, উৎসাহী, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লোকরঞ্জক, বলবান্, শান্তপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, উন্নতমনা, সাবধান, অধিকবয়স্ক, স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্রবেত্তা, নানাপ্রকার রাজনীতি-প্রয়োগ কুশল, তর্ক-বিতর্ক-নিপুণ, শত্রুদিগের ভাব ও ইঙ্গিতজ্ঞ, ষড়্‌গুণালঙ্কৃত, নানাশাস্ত্রার্থবিৎ, নানা শিল্পজ্ঞ, স্থান-বৃদ্ধি-ক্ষয়দর্শী, শত্রুচ্ছিদ্রান্বেষী এবং বৃথা ক্রীড়াদিতে অরত ব্যক্তিই রাজার যোগ্য।

সেনাপতি-লক্ষণ।

যিনি অতি সুশীল, সত্যবাদী, অনলস প্রিয়বাদী, শত্রুর ছিদ্র-বিধান-পটু, যুদ্ধযাত্রাদির

কালজ্ঞ, অর্থশাস্ত্র-পারদর্শী, সর্ব্বদা রাজহিতে রত, সৎকুল-জাত, দেশকালজ্ঞ, তিনিই সেনাপতি পদ-বাচ্য।

মন্ত্রি-লক্ষণ।

কুলীন, বুদ্ধিমান, নানাশাস্ত্রার্থপারদর্শী, নীতিজ্ঞ, রাজার স্বদেশীয়, অথচ অনুরক্ত, শুদ্ধাচার, ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি মন্ত্রিযোগ্য। কুমার ও সচিব ইহাদিগের মন্ত্রীর ন্যায় লক্ষণযুক্ত হওয়া উচিত।

প্রাড়্‌বিবাক-লক্ষণ।

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, নানাশাস্ত্রের পারদর্শী, মধ্যস্থ, ধার্ম্মিক, নৃপানুরক্ত, কার্য্যাকার্য্যবিচারক্ষম, ক্ষমাশীল, দান্ত, ক্রোধশূন্য, অনুদ্ধত, নিরপেক্ষ, সাবধান, নিরালস্য, স্নেহ

শীল, বিনয়ী, কর্ম্মঠ, নীতিকুশল ও তর্ক-বিতর্ক-বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাড়্বিবাকের উপযুক্ত।

নাটকাদিতে যে ব্যক্তি নট সাজিবে, তাহার গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্যাদিগুণে এবং বেশভূষায় রাজার অনুরূপ হওয়া উচিত। কারণ, যেমন নট, রাজাও তেমনি, এবং যেমন রাজা নটও তদ্রূপ। নট ও রাজা এ উভয়ের ভাব, ভঙ্গী, আকার ও ইঙ্গিত একই রূপ হইবে।

নাট্যাভিনয় কর্ত্তৃবর্গের মধ্যে যাহার যে রূপ, যে বেশ, যে ক্রিয়া তৎসমুদায়ই অবিকল নাটকে প্রয়োগ করিতে হইবে। নাটকে নানা প্রকার পুরুষসমাবেশ থাকিবে, তন্মধ্যে কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম ও কেহ বা অধম শ্রেণীভুক্ত হইবে।

যাহারা নানা-শিল্পনিপুণ, জ্ঞানবান্, জিতে-ন্দ্রিয়, লোকচরিত্রজ্ঞানাভিজ্ঞ, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ,

শাস্ত্রেতিহাস-কুশল, সুশীল, সদাচারী, অহিংসাদি গুণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত বলবান্ তাহারা উত্তম-শ্রেণীভুক্ত। যাহারা লৌকিকাচারজ্ঞ, শিল্প-শাস্ত্রে বিচক্ষণ ও মধ্যমরূপগুণবিভূষিত, তাহারা মধ্য-শ্রেণীগত। এবং যে সকল লোক অতি কর্কশভাষী, দুরাচার, দুর্ব্বল, পৌরুষহীন, স্বল্প বুদ্ধি, ক্রোধ-পরতন্ত্র, ঘাতুক, কৃতঘ্ন, বৃথাকার্য্যে রত, পাপী, খল, স্ত্রীলোকের নিমিত্ত কাতর, কলহপ্রিয়, মান্যামান্য-জ্ঞান-শূন্য এবং চোর তাহারা অধম-শ্রেণীমধ্যে গণ্য।

কাহারও মতে রাজা, গন্ধর্ব্ব, অমূর্ত্ত, মুনি, বাসুকি, দেবতা, বিদ্বান্, ইহাঁরাই উত্তম; কিন্নর, রাক্ষস, যক্ষ, বেতাল, সামান্য তপস্বী, ব্রাহ্মণ, অমাত্য, কঞ্চুকী, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ, পুরোহিত, মন্ত্রী ও সার্থবাহ

ইহারা মধ্যম; এবং শূদ্র, পিশাচ, কাপালিক, রঙ্গজীবী, শিল্পী, দিগম্বর, বৈদ্য, ক্ষপণক, ব্রহ্মবাদী, চাণ্ডাল, পতিত, পুক্কস, পুলিন্দক, নট, চেট, বিট, ধূর্ত্ত, পরোপজীবী ও দাস ইহারা অধম। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকারভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী, রাজ্ঞী, প্রব্রাজিকা, রাজকন্যা, অমাত্য, সার্থবাহ ও বিদ্বান্ দিগের স্ত্রী ও কন্যা ইহারা উত্তমশ্রেণীভুক্তা; ধাত্রী, সখী, দূতী, প্রতীহারী, মালিনী, মহাশূদ্রী, সামন্তস্ত্রী, নটী, নর্ত্তকী, পরিচারিকা ইহারা মধ্যমশ্রেণীর অন্তর্গতা এবং কুট্টনী, বেশ্যা, চেটীবেশধারিণী, শিল্পিনী, ম্লেচ্ছজাতির স্ত্রী, দৈবজ্ঞাদির রমণী, পাপকারিণী, সামান্য দাসী, গোপালিকা ও বন্দীর স্ত্রী, ইহারা অধমশ্রেণীমধ্যগতা।

প্রধান-প্রধান উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের লক্ষণাদি এক প্রকার বলা হইল; এক্ষণে সূত্রধারাদি অপরাপর অভিনেতৃবর্গের লক্ষণ ও গুণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

সূত্রধার-লক্ষণ।

নানালক্ষণজ্ঞতা, বাক্যের সংস্কার, কোন্ সময়ে কিরূপ গান করিতে হয়, তাহার বিধানজ্ঞতা, ও বাদ্যবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান, ইত্যাদি গুণ সমূহ যাহাতে বিদ্যমান থাকে, এবং যে অতি চতুর, বাদনক্রিয়ানিপুণ, শাস্ত্রানুযায়িকার্য্যজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিৎ, কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত, পাত্রদিগের বেশভূষাদি-করণসক্ষম, নাট্যক্রিয়ানিপুণ, নানাপ্রকার প্রয়োগজ্ঞ, সুরসিক, ভাবুক, ছন্দোবিদ্যাবেত্তা, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, গ্রহনক্ষত্রদিগের

গতিবিধি বিষয়ে অভিজ্ঞ, নানা দেশের ব্যব হারতত্ত্বজ্ঞ, পৃথিবী, দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বত ইহা দিগের বিশেষ তত্ত্বদর্শী, রাজবংশের উৎপত্তি, লোকদিগের প্রকৃতচরিত্রজ্ঞানে বিচক্ষণ, নানা শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্যাবধারণে সক্ষম এবং তদনুসারে লোকদিগকে উপদেশ দিতে পারগ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সূত্রধারপদে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। এতদ্ভিন্ন সূত্র ধারের স্মরণশক্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান্, ধীর, উদার প্রকৃতি, সত্যবাদী, শুদ্ধাচার, নীরোগ, মধুর-প্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দান্ত, প্রিয়ম্বদ, দয়াশীল হওয়া উচিত। রত্নাবলীকারের মতে সূত্রধার রঙ্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মধ্যম স্বর অর্থাৎ মুদারা গ্রাম আশ্রয় করিয়া নান্দী পাঠ করতঃ প্রস্থান করিবে।

পারিপার্শ্বিক-লক্ষণ।

যে ব্যক্তিতে সূত্রধারের গুণসমূহ অল্প-পরিমাণে থাকে এবং যে মধ্যমপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাকে পারিপার্শ্বিক বলে।

বিট-লক্ষণ।

বেশভূষাদিকরণে সক্ষম, মিষ্টালাপী, অনু-গত, কবি, তর্ক-বিতর্ক-নিপুণ, বাগ্মী ও চতুর, এইরূপ লোক বিটমধ্যে গণ্য।

শকার-লক্ষণ।

শাস্ত্রার্থতত্ত্বদর্শী দেশব্যবহারাভিজ্ঞ, উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিহিত, অকারণে ক্রোধন, অকা-রণে সন্তুষ্ট, অধমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও মাগধভাষা-ব্যবহারী লোককে শকারের পদাভিষিক্ত করা উচিত।

বিদূষক-লক্ষণ।

বামন, দন্তুর, কুব্জ, ব্রাহ্মণ, কুৎসিতবদন, বক্রগতি এবং পিঙ্গলচক্ষু এইপ্রকার লোকই বিদূষকের উপযুক্ত পাত্র।

খেট-লক্ষণ।

সঙ্গীতকলাভিজ্ঞ, বহুভাষী, কদাকার, গন্ধদ্রব্যামোদী, মান্যামান্যবিশেষজ্ঞ দেখিয়া খেট নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

পুরুষদিগের বিষয় একপ্রকার বলা হইল, পুনরায় স্ত্রীলোকদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া গ্রন্থের উপসংহার করা যাইতেছে।

পরিমিতভাষিণী, রসিকা, সলজ্জা, অনিষ্ঠুরা, কুলশীলগুণযুক্তা, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিবিশিষ্টা নারীকে উত্তমপ্রকৃতি

বলে। যে নারী নানা শিল্প ও অভিনয়ে নিপুণা, নৃত্য-গীতাদি-কুশলা, সেবানিরতা, লীলাহাব-ভাববিশিষ্টা, সত্ত্ব-বিনয়-মাধুর্য্যযুক্তা, চতুঃষষ্টি-প্রকার-কলাভিজ্ঞা, উপচারকুশলা, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ-দোষবর্জ্জিতা, প্রিয়বাদিনী, স্ফুটাভিপ্রায়া, দক্ষা ও নিরালস্যা তাহাকে গণিকাপদাভিষিক্তা করা উচিত। যে রমণী রূপ, গুণ, স্বভাব, যৌবন, সুবর্ণহারাদিতে ভূষিতা, নিপুণা, চতুরা, মধুরালাপা, কোমলকণ্ঠী, বাদ্যাদিপরিচিতা, তাললয়াদিকুশলা, রসিকা, তাহাকে নর্ত্তকী-স্থলাভিষিক্তা করা কর্ত্তব্য। এবং যে কামিনী অসময়ে হাস্য করে, অতি কর্কশা, অতি ক্রোধশীলা, অবারিতকার্য্যগতি, অতি দীনা, অনিভৃতা, সর্ব্বপ্রকারদোষদূষিতা, সর্ব্বদা গন্ধ-মাল্যাদিবিভূষিতা তাহাকে প্রকৃষ্টামধ্যে গণ্য

করিতে হইবে! এই সকল প্রকৃতিসম্পন্ন নায়িকারা নানাবেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নাটকে প্রযুক্তা হয়।

সংস্কৃত শাস্ত্রে নাটক, নাটিকা, প্রহসন প্রভৃতি অষ্টাবিংশতিপ্রকার দৃশ্যকাব্যের এবং তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণাদি যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে কতিপয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ এবং ইউরোপীয় ট্যাব্‌লু ভিভাণ্ট নামক সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শনের বিষয় পরিশিষ্টভাগে লিখিত হইতেছে।

পরিশিষ্ট।

মালতী-মাধব।

মালতী-মাধব অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, দশ অঙ্কে আবদ্ধ, ইহার রচনা-প্রণালী অতি প্রগাঢ়, অথচ চিত্তহারিণী, কিন্তু এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে নাটক-বিরুদ্ধ দীর্ঘ সমাসের এবং গূঢ়ভাবের সত্তা লক্ষিত হয়। গ্রন্থখানি মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত। ভবভূতি-প্রণীত মালতী-মাধব প্রভৃতি গ্রন্থসমূহেই তাঁহার জীবনীর অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্য বেরার বা বিদর্ভদেশীয় কাশ্যপবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র, তাঁহার অপর নাম শ্রীকণ্ঠ।

তাঁহার রচনানৈপুণ্যের প্রতি বিশেষ মনো-
নিবেশ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি
গোণ্ডয়ানা দেশের অন্তর্বর্ত্তী অনত পর্ব্বত ও
তন্নিকটস্থ বনভাগের সহিত আবাল্য পবিচিত,
কিন্তু সাহিত্যবিষয়ক গৌরবলাভে তিনি
স্বদেশের নিকট ঋণী নহেন, বরং পাশ্চাত্য
রাজগণের ঋণপাশে আবদ্ধ। তাহার প্রমাণ
এই, ভবভূতি উজ্জয়িনী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী
দেশ সমুদায়েব ভৌগলিক ও অন্যান্য বিষয়েব
চিত্র প্রদর্শনে যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া-
ছেন, তাহাতে তিনি যে, বহু দিবস ঐ স্থানে
কালযাপন করিয়া তত্রত্য ভূভাগাদি স্বচক্ষে
নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ভিন্ন
সেরূপ সূক্ষ্ম বর্ণন কখনই সম্ভবপর নহে।

যদিচ ভবভূতির উৎপত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপিত নাই, তথাপি নানা গ্রন্থের আলোচনায় তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দশরূপকনামক অলঙ্কার গ্রন্থের ভাবে বোধ হয়, ভোজরাজের পূর্ব্বতন রাজা মঞ্জের পূর্ব্বেও ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন, রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসগ্রন্থে জানিতে পারা যায়, কনোজের রাজা যশোবর্ম্মা ভবভূতিকে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সাহায্য দান করিতেন। যশোবর্ম্মা ৭২০ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করেন, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, ভবভূতি খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচনাপ্রণালী দ্বারাও তদীয় জন্মসময় এক প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভবভূতি যে

সময়ে নিজ গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন, তখন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারাদি অতি বিশুদ্ধভাবে প্রচলিত ছিল, কোন বৈদেশিক আচার ব্যবহারের সহিত মিশ্রিত হয় নাই। তৎকালে সম্ভ্রান্ত কামিনীগণের বহির্গমনপ্রথা এক্ষণকার মত দোষাবহ ছিল না, স্ত্রীলোকেরা পিঞ্জরনিবদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় নিরন্তর অবরোধে আবদ্ধ থাকিত না, সুতরাং সেই সময় যে, মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্ব্বতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না; কারণ, মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতেই ভারতমহিলাগণ স্বজাতিস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের স্বাধীনতায়ও জলাঞ্জলি দিয়াছেন। বোধ করি এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বৌদ্ধযোগীদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব,

প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট তাহাদের সর্ব্বদা গমনাগমন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা, শিবোপাসনা, নানা যোগক্রিয়ার বহুল প্রচার, ইত্যাদি প্রাচীনকালীন ঘটনাবলীও মুসলমান রাজাদিগের আক্রমণের পূর্ব্ব-কালে যে, ভবভূতি প্রাদুর্ভূত হন, তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। মুসলমানদিগের আক্রমণকাল হইতেই বিশুদ্ধ হিন্দু আচার ব্যবহারের কিয়দংশে পরিবর্ত্তন, এবং শঙ্করাচার্য্যের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রভাবে যোগবলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়াপ্রদর্শনের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। শঙ্করাচার্য্য সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং মালতী-মাধব-প্রণয়নকাল যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মুদ্রারাক্ষস।

মুদ্রারাক্ষস অধিক প্রাচীন গ্রন্থ নহে, সাত অঙ্কে সম্বদ্ধ, ইহার রচনায় নানা কৌশল দৃষ্ট হয়, গ্রন্থের অপরাপর বিষয় অপেক্ষা অতি জটিল রাজনৈতিক বিবরণ, মন্ত্রিকার্য্য-কৌশল এবং অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয় সমুদায়ই অধিক পরিমাণে আদরণীয়। অন্য কোন গ্রন্থাদিতে গ্রন্থকর্ত্তার কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা বা গ্রন্থপ্রণ-য়নের কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নাটকারম্ভে সূত্রধারের বক্তৃতায় এইমাত্র জানা যায়, সামন্তোপাধিক বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, মহারাজ পৃথুর পুত্র কুমার বিশাক দত্ত মুদ্রারাক্ষসের প্রণয়নকর্ত্তা। গ্রন্থ প্রণয়ন করা বা গ্রন্থকারমধ্যে পরিগণিত হওয়া রাজা বা

রাজকুমারদিগের পক্ষে বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। উইল্‌সন্‌ সাহেব অনুমান করেন, আজমিরের চৌহন দলপতি পৃথুরায়ই গ্রন্থকর্ত্তার পিতা। পৃথুরায় খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে পরলোক গমন করেন। নাটকের শেষভাগে ম্লেচ্ছদিগের উৎপীড়নের উল্লেখ আছে, ইহা হইতে এবং পৃথুর প্রাদুর্ভাবসময় হইতে বোধ হয়, খৃঃ একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে মুদ্রা-রাক্ষস রচিত হইয়া থাকিবে। যদিও গ্রন্থশেষে স্পষ্টাক্ষরে ম্লেচ্ছদিগের নাম উল্লেখ নাই, তথাপি বিদেশীয় বার্ব্বর শত্রুর আক্রমণস্থলে পাঠান-বংশীয় ম্লেচ্ছদিগের আক্রমণ, এইরূপ অর্থ অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যেহেতু বৈদেশিক অসভ্যদিগের মধ্যে প্রথমেই পাঠানেরা ভারত-বর্ষ আক্রমণ করে।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিক এখানি প্রকরণ গ্রন্থ, দশ অঙ্কে বিভক্ত, শূদ্রকনামক জনৈক রাজকর্ত্তৃক প্রণীত। রাজা শূদ্রক যে, কোন্ সময়ে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং তিনি যে, কোথাকার রাজা ছিলেন, তাহারও স্থিরতা নাই; কেহ বলেন, ইনি অবন্তীর রাজা ছিলেন, কাহারও মতে শূদ্রক মগধের অন্ধ্রু বংশের আদি রাজা। যাহাই হউক, রাজা শূদ্রক যে একজন অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত, সাহিত্যশাস্ত্রানুরাগী এবং শস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। রাজা শূদ্রক ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করত স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মানবলীলা সম্বরণ

করেন। যদিচ মৃচ্ছকটিকের প্রণয়নকাল নির্ণয় করিতে পারা যায় না বটে, তথাপি গ্রন্থের রচনাপারিপাট্য, ভাষাযোজনা, এবং উপাখ্যান-ভাগ বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ করি, খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়া থাকিবে; কারণ, গ্রন্থমধ্যে বৌদ্ধদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাবের কথা দৃষ্টিগোচর হয়, বৌদ্ধেরা খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের সময় উন্নতির চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিক্রমোর্ব্বশী।

এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। রচনাসাদৃশ্যে ইহা

যে, শকুন্তলাপ্রণেতার লেখনীসম্ভূত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং গ্রন্থখানির প্রাচীনত্বপক্ষে কাহারও সন্দেহ থাকিতেছে না. যেহেতু কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সম কালে প্রাদুর্ভূত হন; রাজা বিক্রমাদিত্যের বিংশতি শতাব্দী চলিতেছে। উইল্‌সন্ সাহেব গ্রন্থের অবতারণায় (নান্দীতে) পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের উল্লেখ এবং রচনার নানা কৌশল দৃষ্টে ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ কুণ্ঠিতত্বের কোন কারণই উপলব্ধি হয় না, বোধ হয় তাঁহার বিবেচনায় পুরাণ সকল অতি আধুনিক, পুরাণসমূহের আধুনিকত্ব অনুমান করা কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। পরন্তু উক্ত সাহেব আবার গ্রন্থের উপাখ্যানভাগের সহিত পৌরাণিক

াখ্যানের অনৈক্য দর্শনে এই গ্রন্থকে পুরাণ
াশের পূর্ব্বপ্রকাশিত বলিয়া স্থানান্তরে
খিয়াছেন। স্বমতসংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি
লেন, "বিক্রমোর্ব্বশী যদি পুরাণ প্রকাশের পরে
খিত হইত, তাহা হইলে নাটকলেখক অবশ্যই
র্ম্মপুস্তক পুরাণের গৌরব রক্ষা করিতেন,
কখনই স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিতেন না।"
রূপ তর্কই বা কেন তাঁহার মনে উদিত হইয়া-
িল, তাহাও বলিতে পারি না। কবিরা যে, কাব্য
নাটকাদি লিখিবার সময়ে ঠিক পুরাণের অনুগত
ন নাই, প্রায় যাবতীয় কাব্য নাটক তৎপক্ষে
বশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ
উইল্সন্ সাহেবের আর একটী মহৎ ভ্রম এই যে,
বিক্রমোর্ব্বশীকে কথন পুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী কথন বা
পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন।

উত্তররামচরিত।

মালতী-মাধবপ্রণেতা ভবভূতি উত্ত[illegible]
চরিতের প্রণয়নকর্ত্তা। গ্রন্থখানি ক[illegible]
পূর্ণ, সাত অঙ্কে বিভক্ত। রচনাকৌশল,
ভাষাচাতুর্য্য, করুণারস, এবং মনোহ[illegible]
দর্শনে উভয় গ্রন্থই একব্যক্তির রচনা [illegible]
অতি সহজেই প্রতীত হইতে পারে। [illegible]
ঘটনাবলী পাঠে গ্রন্থপ্রণয়নের ঠিক স[illegible]
পিত হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে এই [illegible]
বলিতে পারা যায়, গ্রন্থখানি সহস্র [illegible]
পূর্ব্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে। কারণ, উক্ত
সময়ে দেশের এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল,
গ্রন্থে তাহার কিছুই বিরুদ্ধভাব লক্ষ্য [illegible]
অনুমান করি, সংস্কৃত ভাষা যে সময়ে [illegible]
কর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ অবনত হইবার

উপক্রম হয়, তখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়া থাকিবে। ইহার প্রাচীনত্বের আর এক বিশেষ প্রমাণ এই যে, গ্রন্থমধ্যে বহুল পরিমাণে বেদের উল্লেখ আছে, বিশেষতঃ এমন সকল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের উল্লেখ আছে, যাহার সহিত অধুনাতন আর্য্যজাতি পরিচিত নহেন। তাৎকালিক আচার ব্যবহারের সহিত আধুনিক আচার ব্যবহারের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

রত্নাবলী।

রত্নাবলী এখানি নাটিকা গ্রন্থ, চারি অঙ্কে সম্বদ্ধ। ইহার রচনা ও উপাখ্যানভাগ অতি মনোহর। নাট্যারম্ভে সূত্রধারের প্রস্তাবে জানা

যায়, রাজা হর্ষদেব ইহার প্রণেতা, ইনি কাশ্মীর দেশের রাজা ছিলেন, বিদ্যাবিষয়ে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কাব্যপ্রকাশকার বলেন, উক্ত রাজা অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এক খানিও তাঁহার প্রণীত নহে, ধাবক এবং অন্যান্য কবিগণ সে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া রাজার নামে জনসমাজে প্রচারিত করেন। কহ্লন পণ্ডিত-বিরচিত কাশ্মীরদেশীয় ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দর্শনে জানা যায়, হর্ষদেবের পিতা কলস কোন কারণ বশতঃ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উৎকর্ষনামক জনৈক জ্ঞাতিকে স্বীয় সিংহাসন প্রদান করেন। উৎকর্ষ দ্বাবিংশতি দিবসমাত্র রাজত্ব করিয়া হর্ষদেবকর্ত্তৃক সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শত্রুহস্তে পতন অপেক্ষা

নিধন শ্রেয়ঃ বিবেচনায় আত্মহত্যা দ্বারা ইহ-
লোক পরিত্যাগ করেন। এই সুযোগে
১১১৩ খৃঃ অব্দে হর্ষদেব পিতৃসিংহাসন পুনরধি-
কার করেন। দুঃখের বিষয় তিনি অধিক কাল
রাজত্বভোগ করিতে পারেন নাই, ১১২৫ খৃঃ
অব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান হয়, সুতরাং ঐ
সময়ের মধ্যেই রত্নাবলী প্রণীত হইয়া থাকিবে।
হর্ষদেব একজন কবি, অভিনেতা ও নর্ত্তকদিগের
উৎসাহদাতা, বহুভাষাজ্ঞ এবং সাহিত্যানুরাগী
বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছেন, কিন্তু তিনিই
যে, রত্নাবলী প্রণয়ন করেন, তদ্বিষয়ক কোন
কথারই উল্লেখ তাহাতে নাই। যাহাই হউক,
রত্নাবলী যে, উক্ত সময়ে বিরচিত হইয়াছিল,
সে বিষয়ে কাহারই সন্দেহ নাই, যেহেতু তৎ-
কালে ভাষা এবং সামাজিক অবস্থা যেরূপ

ছিল, গ্রন্থমধ্যে তৎসমুদায়ের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র।

মালবিকাগ্নিমিত্র—এই গ্রন্থ কালিদাসকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং প্রাচীন এবং পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। গ্রন্থের নায়ক অগ্নিমিত্রের ইতিহাসই ইহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। অগ্নিমিত্র রাজা পুষ্পমিত্রের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়, পুষ্পমিত্র মাগধসুঙ্গবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ। ইনি মৌরবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া 'সেনানী' উপাধি ধারণ করেন, পরে রাজাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হন, তদনুসারে

তৎপুত্র অগ্নিমিত্রই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। মৌরবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত হইতে দশ জন রাজা ক্রমান্বয়ে মগধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে উক্ত দশ রাজার রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর। সুতরাং অগ্নিমিত্র এবং তাঁহার পিতার জীবিত কাল খৃঃ জন্মের প্রায় ১৬০ বৎসর এবং কালিদাসের সমসাময়িক রাজা বিক্রমাদিত্যের ১০০ বৎসর পূর্ব্ব। কালিদাস গ্রন্থমধ্যে অগ্নিমিত্রের রাজত্বকালের অবস্থা যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত সময় নিরূপণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কেননা ১০০ বৎসরের অধিক কাল হইলে লোকের অন্তঃকরণে উপাখ্যানভাগ এরূপ জাগরিত থাকিত না। গ্রন্থখানির প্রাচীনত্বের অপর একটী

প্রমাণ এই, নায়কের রাজধানী বিদিশা নামে অভিহিত হইয়াছে, বিদিশা এই নামটী অতি প্রাচীন, যেহেতু আধুনিক কোন গ্রন্থেই উক্ত নাম দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে যে সকল আচার ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে গ্রন্থখানিকে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতে পারে না, কারণ তৎসমুদায় আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের পতনাবস্থার পরিচায়ক, বিশেষতঃ পদ্যের মাধুর্য্য, উচ্চ ভাব ও কল্পনার বিরহ দর্শনে এই নাটকখানি যে, শকুন্তলা বা বিক্রমোর্ব্বশীপ্রণেতা কালিদাসের লেখনীসম্ভূত, সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের কখনই এমন বোধ হয় না।

মৃগাঙ্কলেখা।

মৃগাঙ্কলেখা—নাটিকা কামরূপরাজদুহিতা মৃগাঙ্কলেখার সহিত কলিঙ্গরাজ কর্পূরতিলকের প্রণয়-সংঘটন-ঘটিত উপাখ্যানবর্ণনে পরিসমাপ্ত, চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই গ্রন্থ ত্রিমলদেবের পুত্র বিশ্বনাথদেবকর্তৃক বিরচিত। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থান গোদাবরীতীরস্থ কোন দেশ। পরে কোন কারণ-বশতঃ ইঁহারা পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গিয়া বাস করেন। বিশ্বনাথ বারাণসীবাসকালেই বিশ্বেশ্বরযাত্রা উপলক্ষে এই নাটিকা প্রস্তুত এবং ইহার অভিনয়ও প্রদর্শন করেন। পুস্তকখানি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কি রচনাকৌশল, কি ভাব, কি ঘটনাবলী

সমুদায় বিষয়েই রত্নাবলী, বিক্রমোর্ব্বশী এবং মালতীমাধব এই গ্রন্থত্রয়ের অনুকরণমাত্র, কবির নিজের অধিক মস্তিষ্কসঞ্চালনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল—এই নাটকখানি উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নব-রত্ন সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন মহাকবি কালিদাস-প্রণীত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত। এই নাটক যে, আধুনিক প্রচলিত নাটকসমুদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, কালিদাস-কৃত গ্রন্থসকলেরও

প্রধান, এই নাটকের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় অংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কালিদাস মহাভারতীয় শকুন্তলার উপাখ্যানভাগমাত্র অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু নিজ অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তির আশ্রয়ে মহাভারতীয় উপাখ্যান অপেক্ষা সহস্রগুণে নিজ শকুন্তলাকে লোকের চিত্তচমৎকারিণী হৃদয়গ্রাহিণী করিয়াছেন। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সময়ে অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রণয়ন এবং তাঁহারই সভায় ইহার অভিনয় প্রদর্শন করেন।

বেণী-সংহার।

বেণী-সংহার—বীররস-প্রধান নাটক, ইহার রচনাপ্রণালী দৃষ্টে ইহাকে প্রাচীন বলিয়া

বোধ হয়। এই গ্রন্থ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ভট্ট-নারায়ণ নামক মহাকবি-প্রণীত। কেহ কেহ ভট্টনারায়ণকে মৃগরাজ বা সিংহ এই উপাধিতে ভূষিত করেন, কিন্তু এটী অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ ভট্টনারায়ণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাজবংশ বা যোদ্ধৃজাতি-জ্ঞাপক সিংহ উপাধি কথনই তাঁহাতে সম্ভবে না। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থসমূহে বেণী-সংহার গ্রন্থের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বেণীসংহার যে, উক্ত গ্রন্থসমূহের পূর্ব্বজাত, তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, বঙ্গরাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্ট-নারায়ণ তন্মধ্যে একজন, বঙ্গীয় শাণ্ডিল্য-গোত্রের আদিপুরুষ। লোকে অনুমান করে,

আদিশূর খৃঃ জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজলের লিখিত বঙ্গীয় রাজগণের তালিকা প্রামাণ্যে উক্ত সময় ভট্টনারায়ণের জীবিতকাল হইতে পারে না। কারণ উইল্‌সন সাহেব বলেন, "পূর্ব্বোক্ত তালিকানুসারে আদিশূর হইতে পর্য্যায়ক্রমে দ্বাবিংশ রাজা বল্লালসেন খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। মধ্যবর্ত্তী রাজগণের রাজত্বকাল সর্ব্বসমেত প্রায় তিনশত বৎসর ধরিলে আদিশূরের রাজত্বকাল ন্যূনাধিক নবম বা দশম শতাব্দীতে হয়, তাহা হইলে বেণীসংহারও যে উক্ত সময়ে প্রণীত হইয়াছে, তাহা একপ্রকার স্থির হইল। গ্রন্থের রচনাদির প্রতি মনোনিবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই গ্রন্থই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যাদি

রচনার প্রথম ফল।" ভট্টনারায়ণ কলিকাতা-নিবাসী ঠাকুরবংশেরও আদিপুরুষ ছিলেন।

অনর্ঘরাঘব বা মুরারি।

অনর্ঘরাঘব নাটক রামচরিতসম্বন্ধ ও সাত অঙ্কে পরিসমাপ্ত। গ্রন্থখানি যে, পুরুষোত্তম-যাত্রার উপলক্ষে প্রণীত ও অভিনীত হয়, তাহা সূত্রধারের প্রস্তাবনাতেই প্রকাশ আছে। মৌদ্-গৌল্যবংশীয় শ্রীবর্দ্ধমান ভট্টের পুত্র মুরারি ভট্ট ইহার প্রণেতা। ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থখানি প্রাচীন নহে। কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদী-কার এই গ্রন্থ হইতে সমাসাদি সম্বন্ধীয় অনেক উদাহরণ নিজ গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, অহা

হইলেই মুরারিও দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে। ইহার দুই শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের আরও একটা প্রমাণ এই, রাজা নরসিংহদেবের পুত্র রাজা ভৈরবদেবের অনুমতি অনুসারে শ্রীরুচি মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি টীকা প্রস্তুত করেন, এই নরসিংহদেবই যদি উৎকলের রাজা নরসিংহদেব হন, তাহা হইলে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ঐ টীকা প্রস্তুত হয়, নরসিংহদেব খৃঃ ১২৩৬ অব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহানাটক।

মহানাটক—এই গ্রন্থখানি নাটক নামে পরিচিত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাকে ঠিক

নাটকমধ্যে পরিগণিত করা আমাদিগের বিবেচনাবিরুদ্ধ; যেহেতু ইহার কোন কোন স্থানে অতি অল্পমাত্র নাটকোপযোগী কথোপকথন লক্ষিত হয়, তদ্ভিন্ন অপর সমুদায় অংশই পদ্যে রচিত। পুস্তক পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং বহুলেখনীসম্ভূত। লেখকেরা অসম্পূর্ণ অংশ সমুদায় পূরণার্থ যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থসম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মহাবীর হনূমান্ এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে খোদিত করেন, পরে কোন কারণবশতঃ সেই সকল খোদিত প্রস্তরের কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। বহুদিবস জলমগ্ন থাকার পর রাজা বিক্রমাদিত্যের যত্নে কোন সাহসিক

পুরুষ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক কোন অসামান্য উপায়ে সেই সকল প্রস্তর হইতে গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করেন, এবং মধুসূদন মিশ্র সেই সকল উদ্ধৃত অংশের যোজনা এবং অপ্রাপ্ত অংশের রচনা করিয়া একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উইল্‌সন্ সাহেব বিক্রমাদিত্যের স্থলে ভোজরাজ এবং মধুসূদন মিশ্রের স্থলে দামোদর মিশ্রকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভ্রান্তি কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। গ্রন্থের টীকাকার চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে বিক্রমাদিত্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের প্রতি অঙ্কে অঙ্কসমাপক যে এক একটী শ্লোক আছে, তাহাতে মধুসূদন মিশ্রেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়, দামোদর মিশ্রের নামের গন্ধও নাই, তবে উইল্‌সন্ সাহেব

যে, দামোদরমিশ্রের নাম কেন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নাই। উইল্‌সন্ সাহেব এই গ্রন্থকে ভোজরাজের উপদেশানুসারে প্রকাশিত বলিয়া যখন স্থির করিয়াছেন, তখন মধুসূদন মিশ্রের স্থানে দামোদর মিশ্রকে উপস্থাপিত করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, ভোজপ্রবন্ধ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, দামোদর মিশ্রই ভোজরাজের অতি প্রিয়পাত্র অতি সুলেখক ছিলেন, সুতরাং মহানাটক তাঁহারই লেখনীসম্ভূত হওয়াই সম্ভবপর, বিশেষতঃ ভোজপ্রবন্ধে মহানাটকসম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে যে, কোন বণিক্ নদীকূলস্থ কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলি শ্লোক (যাহা হনূমান্ বিরচিত বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) প্রাপ্ত হইয়া প্রথম দুইটী শ্লোক কাগজে নকল

করিয়া ভোজরাজের সভায় আনয়ন করে, তদ্দৃষ্টে ভোজরাজ অবশিষ্ট অংশ সমুদায় সংগ্রহ-তৎপর হইয়া তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অবশিষ্ট অংশ সকল উদ্ধৃত করেন। গ্রন্থের লিখিত শ্লোকের মর্ম্ম এবং টীকাকারের মত পরিত্যাগে গ্রন্থান্তরের মত গ্রহণ কতদূর সঙ্গত, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ অনুভব করিয়া লইবেন। পাঠকগণের প্রতীতির জন্য এস্থলে অঙ্কসমাপক শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যথা :—

এষ শ্রীলহনুমতা বিরচিতে শ্রীমন্মহানাটকে
বীরশ্রীযুতরামচন্দ্রচরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ।
মিশ্রশ্রীমধুসূদনেন কবিনা সন্দর্ভ্য সজ্জীকৃতে
যাতোঽঙ্কঃ প্রথমো বিদেহতনয়ালাভাভিধানো মহান্॥

যাহাই হউক, উক্ত জনশ্রুতি হইতে এই মাত্র অনুভূত হয়, কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থের অংশ

সমুদায় উক্ত প্রকারে যোজিত হইয়া মহানাটক গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

সারদাতিলক।

সারদাতিলক—ভানজাতীয়, এক অঙ্কে আবদ্ধ। ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থখানি আধুনিক, খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বিরচিত। যেহেতু গ্রন্থমধ্যে জঙ্গম ও বৈষ্ণবদিগের বিশেষ উল্লেখ আছে, এই দুই সম্প্রদায়ই অতি আধুনিক। শঙ্করনামক কোন কবি ইহার প্রণেতা, (শঙ্করাচার্য্য নহেন) বোধ হয় শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি-বর্ণিত শঙ্কর কবিই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, বারাণসী শঙ্করের বাসস্থান ছিল, এবং ইহার প্রথমাভিনয়স্থান কোলাহলপুর,

কোলাহলপুর যে কোথায়, তাহার নির্ণয় হয় না, বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কোলাপুরই কোলাহলপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকিবে, অথবা উহা কাল্পনিক মাত্র।

যযাতিচরিত।

যযাতিচরিত—যযাতি রাজার চরিতবর্ণনে পরিপূর্ণ, সাত অঙ্কে পরিসমাপ্ত। রুদ্রদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন. (শৃঙ্গারতিলকরচয়িতা রুদ্রভট্ট নহেন) কোন স্থানে যে, ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। কুবলয়ানন্দ গ্রন্থকর্ত্তা আপ্যায়দীক্ষিত নিজগ্রন্থের উদাহরণ সংগ্রহস্থলে রুদ্রদেব নামক জনৈক রাজার বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া

গিয়াছেন, আপ্যায়দীক্ষিত বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের রাজত্বকালে (১৫২৬ খৃঃ অব্দে) প্রাদুর্ভূত ছিলেন। বোধ হয়, আপ্যায়দীক্ষিত তৈলঙ্গদেশাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবকেই রুদ্র-দেব নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। প্রতাপরুদ্র ১৪০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে তৈলঙ্গ দেশে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, কিন্তু খৃঃ ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাক্যা-বলীপ্রণেতা রুদ্রনামধারী একজন প্রসিদ্ধ কবিও বর্ত্তমান ছিলেন। যযাতিচরিত যে, কোন্ রুদ্রের প্রণীত, তাহা ঠিক নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অলঙ্কারাদি কোন গ্রন্থেই যযাতিচরিতের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। উইল্‌সন সাহেব বলেন, "এই গ্রন্থের একখণ্ড মাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া

গিয়াছিল, কিন্তু তাহা এত অশুদ্ধ যে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।"

দূতাঙ্গদ।

দূতাঙ্গদ—বালিপুত্র অঙ্গদের দৌত্যকার্য্য বর্ণনে পরিসমাপ্ত, চারিটী গর্ভাঙ্কে আবদ্ধ। গ্রন্থখানি অতি স্বল্পকলেবর, বোধ হয় নাটকোল্লিখিত রামরাবণের যুদ্ধ এবং বিজয়ী রামের আগমন বিষয়ক কোন দৃশ্য প্রদর্শনের পূর্ব্বলেখ্যরূপে লিখিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ রচনাকে ছায়ানাটক বলে। কথিত আছে যে, ত্রিভুবন পালদেবের আজ্ঞানুসারে কুমার পালদেবের যাত্রার উপলক্ষে সুভট-কবিকর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল।

ধনঞ্জয়বিজয়।

ধনঞ্জয়বিজয়—মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্ব হইতে গৃহীত, এক অঙ্কে সমাপ্ত। গ্রন্থখানি ব্যায়োগজাতীয়। যোগশাস্ত্রাধ্যাপক নারায়ণ-দেবের পুত্র কাঞ্চনাচার্য্য ইহার প্রণেতা, গদা-ধর মিশ্র এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গের প্রমো-দার্থ জগদেবের আদেশানুসারে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়। কোন পুস্তকে জগদেবের পরি-বর্ত্তে জয়দেবের নাম উল্লেখ দেখা যায়। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব নামক রাজা কান্য-কুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, কিন্তু ইনিই যে, গ্রন্থলিখিত জয়দেব কি না, তৎপক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত গদাধর একজন অতি সুলেখক ছিলেন, বোধ হয় ইনি বঙ্গীয় সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর না

হইতে পারেন, তাহা হইলে মিশ্র উপাধি হইত না, যেহেতু তাঁহার ভট্টাচার্য্য এই উপাধি ছিল।

প্রচণ্ড-পাণ্ডব।

প্রচণ্ড-পাণ্ডব—মহাভারতীয় কথায় সম্বদ্ধ, দুই অঙ্কে পরিসমাপ্ত, নাটিকাজাতীয়। ইহার অপর নাম বালভারত। ইহার প্রথমাঙ্কে দ্রৌপদীর বিবাহ, দ্বিতীয়াঙ্কে পাশাক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্বনাশ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি-জনিত অপমান এবং পাণ্ডবদিগের বনবাস বর্ণিত আছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকাতেই গ্রন্থ-কারের একপ্রকার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্ধশালভঞ্জিকাকর্ত্তা রাজশেখরকর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। রাজশেখর একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত, এমন কি লোকে তৎকালে বাল্মীকি, ভর্ত্তৃহরি ও ভবভূতির সহিত ইঁহাকে একাসনে স্থাপিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। গ্রন্থকার মহামাত্যের পুত্র এবং রঘুবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপালের শিক্ষক বলিয়া বিখ্যাত। মহীপালের (বোধ হয়, মহেন্দ্রপাল বা তাঁহার পিতার) আদেশানুসারেই ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়। মহীপালসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইনি আর্য্যাবর্ত্ত বা মধ্য ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, এবং নিজ বাহুবলে বিস্তর দেশ জয় করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। মহীপাল নির্ভয় নরেন্দ্রের পুত্র। সূত্রধার নিজ প্রস্তাবনায় সভ্যগণকে মহোদয়নগরীয় বিদ্বজ্জন বলিয়া

সম্বোধন করাতে অনেকে মনে অনুমান করেন, বর্ত্তমান উদয়পুরেই ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়; কিন্তু তাহা কতদূর সম্ভব হইতে পারে, বলিতে পারি না, কারণ, উদয়পুর অতি আধুনিক নগর, বোধ হয়, খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থাপিত না হইয়া থাকিবে, কিন্তু কাব্যপ্রকাশ এবং অপরাপর কতিপয় অলঙ্কারগ্রন্থে যখন এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার রচনা অবশ্যই কাব্যপ্রকাশাদির পূর্ব্বে হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই উদয়পুরে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শন কিরূপে সম্ভবিতে পারে? যেহেতু কাব্যপ্রকাশ রচিত হইবার সময়ে উদয়পুর নগরের পত্তনই হয় নাই।

কর্পূরমঞ্জরী।

কর্পূরমঞ্জরী—এখানি শুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত, সট্টকজাতীয়, চারি অঙ্কে পরিসমাপ্ত, রাজশেখরের লেখনীসম্ভূত। অন্য কোন গ্রন্থেই ইহার বিশেষ উল্লেখ লক্ষিত হয় না, কেবল সাহিত্যদর্পণকার সট্টকজাতীয় উপরূপকের উদাহরণ স্বরূপ ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের স্থানবিশেষে গ্রন্থকার স্বীয় ভার্য্যার বর্ণনে আপনাকে চৌহনবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বালরামায়ণ।

বালরামায়ণ—এই গ্রন্থখানিও রাজশেখরের রচিত বলিয়া পরিচিত, ইহার বিশেষ

বিবরণ গ্রন্থাভাবে প্রদর্শিত হইল না, শুদ্ধ সাহিত্যদর্পণে ইহার নামমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন, রাজশেখর কোন রজঃপূত রাজার মন্ত্রী ছিলেন। সেই রাজা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—গ্রন্থখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত, রাজশেখরপ্রণীত। ভাষা, গ্রন্থলিখিত ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে গ্রন্থখানিকে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত

শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা যে, শার্ঙ্গধর পদ্ধতির পূর্ব্বপ্রচারিত, তাহাতে আর কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার মহেন্দ্রপাল রাজার শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিচিত আছেন, কিন্তু উক্ত নামধারী রাজা যে, কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় নির্ণয় করিতে পারা যায় না। যাহাই হউক, দক্ষিণ ও পশ্চিমদেশীয়দিগের গার্হস্থ্য, রাজকীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত গ্রন্থকার যেরূপ পরিচিত, তাহাতে তাঁহাকে নর্ম্মদা-কূলস্থ কোন জনপদ-বাসী বলিয়াই স্পষ্ট অনুভূত হয়।

বিদগ্ধমাধব।

বিদগ্ধমাধব—ভাগবতবর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক বর্ণনে পর্য্যাপ্ত, সাত অঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহা একপ্রকার জয়দেবের গানগুলি নাটকাকারে লিখিত। গ্রন্থখানি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুকৃত কৃষ্ণলীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই বিভিন্ন ভাগে লিখিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থখানিতে স্ত্রীলোকের উক্তি প্রত্যুক্তি অধিক পরিমাণে থাকা প্রযুক্ত প্রাকৃত ভাষার আধিক্য লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কথায় পর্য্যবসিত এবং চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম প্রচারক ও শিক্ষক রূপগোস্বামীর প্রণীত বলিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতি আদরের বস্তু। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই, সূত্রধার নিজেই

গ্রন্থকার সাজিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের পরম্পরাগত প্রবাদ এবং টীকাকার দ্বারা সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে, গ্রন্থখানি রূপগোস্বামীর রচিত। আরও প্রমাণ এই, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থরচনার কাল ১৫৮৯ সম্বৎ (খৃঃ ১৫৩৩) লিখিত আছে, রূপগোস্বামীও ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন।

অভিরামমণি।

অভিরামমণি—রামচরিতবর্ণনে লিখিত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত। গ্রন্থখানির বিবরণ বীরচরিত ও মুরারি এই দুই গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত। এবং উক্ত নাটকদ্বয়ের ন্যায় পুরষোত্তমযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথক্ষেত্রে প্রথমাভিনীত। কথিত আছে, সুন্দর মিশ্র এই গ্রন্থের

প্রণেতা। উইল্‌সন সাহেব বলেন, তিনি যে দুইখানি পাণ্ডুলিপি দেখেন, তন্মধ্যে এক খানিতে ১৫২১ শাক (খৃঃ ১৫৯৭) গ্রন্থরচনার কাল লিখিত আছে।

প্রদ্যুম্নবিজয়।

প্রদ্যুম্নবিজয়—ইহার উপাখ্যানভাগ মহাভারতীয় হরিবংশ হইতে গৃহীত, সাত অঙ্কে সম্বদ্ধ। হংস ও হংসীর দ্বারা দৈত্যরাজ বজ্রনাভের দুহিতা প্রভাবতী এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, পরস্পরের প্রেমাসক্তি, গোপনে বিবাহ, নারদমুখে এতৎ সমাচারপ্রাপ্তে বজ্রনাভকর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের বিপদ্, পরে কৃষ্ণবলরামের সাহায্যে প্রদ্যুম্নের মুক্তি, দৈত্যরাজের প্রাণসংহার ইত্যাদি

বিষয় সমুদায় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রচনাতে লেখকের কল্পনাশক্তি অপেক্ষা পরিশ্রমেরই পরিচয় অধিক পাওয়া যায়। লেখক অতি সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু উত্তম কবি নহেন। ধুন্ধিরাজের পৌত্র, বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের পুত্র শঙ্কর দীক্ষিত গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত আছে। অষ্টাদশ সম্বতের মধ্যভাগে এই গ্রন্থ রচিত এবং বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত রাজা ছত্রশালের পৌত্র হৃদয় সিংহের পুত্র সভা সিংহের রাজ্যাভিষেকসময়ে অভিনীত হয়।

শ্রীদামচরিত।

শ্রীদামচরিত—ইহার উপাখ্যানভাগ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে গৃহীত, পাঁচ অঙ্কে

সমাপ্ত। গ্রন্থখানিতে রুক্মিণীহরণের অধিকাংশ ছায়া লক্ষিত হয়, রুক্মিণীহরণে প্রেরিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, শ্রীদামচরিতেও শ্রীদামের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আধুনিক, ইহাতে কল্পনা অপেক্ষা বর্ণনার ভাগই অধিক, কিন্তু সেই সকল রচনার মাধুর্য্য আছে। বুন্দেলখণ্ডের সামান্য রাজা আনন্দরায়ের কৌতূহলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নরহরি দীক্ষিতের পুত্র সামরাজ দীক্ষিতকর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে যে রচিত হইয়াছে, তাহার কাল নির্ণয় নাই। উইল্‌সন সাহেব বলেন, দীক্ষিতপরিবারেরা অদ্যাপি কাব্যনাটকে বিশেষ অনুরক্ত, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত লালাদীক্ষিতের নিকট তিনি বিশেষ ঋণী, যেহেতু তিনি হিন্দুথিয়েটার

লিখিবার সময় লালার নিকট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন।

ধূর্ত্তনর্ত্তক।

ধূর্ত্তনর্ত্তক—বিষ্ণুৎসবে অভিনয় জন্য সামরাজ দীক্ষিতপ্রণীত, এক অঙ্ক বা দুই সন্ধিতে সমাপ্ত। শৈব যোগীদিগকে উপহাস করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানিও শ্রীদামচরিতের সমসাময়িক, এবং ইহাতেও শ্রীদামচরিতের ন্যায় কল্পনা বা উচ্চভাব অতি অল্প। কিন্তু এরূপ রচনা যে, বহু পরিশ্রমসাধ্য, তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির প্রধান গুণ এই, এই জাতীয় গ্রন্থসুলভ অশ্লীলতা দোষ ইহাতে কিছুই লক্ষিত হয় না।

মধুরানিরুদ্ধ।

মধুরানিরুদ্ধ—বাণরাজার দুহিতা উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্ত প্রেম-বিষয়ক বর্ণনে পর্য্যাপ্ত, আট অঙ্কে সমাপ্ত। গোপীনাথের পুত্র চন্দ্রশেখর ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। গোপীনাথ সাহিত্যাদির একজন প্রসিদ্ধ উৎসাহদাতা এবং ম্লেচ্ছদিগের অতিশয় দ্বেষ্টা ছিলেন। কথিত আছে, তিনি খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজা বীরকেশরীকে ম্লেচ্ছজয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেন। গ্রন্থকার অতি শৈব ছিলেন, এবং শিবের কোন উৎসবোপলক্ষে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়।

ধূর্ত্তসমাগম।

ধূর্ত্তসমাগম—এই গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য, উইল্‌সন সাহেব বলেন, "ইহার একখানিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার আদি বা অন্তভাগ এরূপ অসম্পূর্ণ যে, তাহাতে কোন ক্রমেই গ্রন্থকারের নাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। পুস্তকখানি নিতান্ত নীরস নহে। একটী বারাঙ্গনার স্বত্বাধিকার-বিষয়ক বর্ণনায় পর্য্যাপ্ত।"

কংসবধ।

কংসবধ—ইহার উপাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় কৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক বর্ণনে পরিপূর্ণ, এমন কি উক্ত স্কন্ধ কেবল কথোপকথন-

ছলে একপ্রকার সজ্জিত বলিলেও বলিতে পারা যায়। গ্রন্থের বর্ণনা অতি চমৎকার, কিন্তু দীর্ঘ সন্ধি ও দীর্ঘ সমাস ইহার আধুনিকত্ব পক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ হইতে যে যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, নৃসিংহের পুত্র কৃষ্ণ কবি ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকারের অপর নাম শেষ কৃষ্ণ পণ্ডিত। শেষ শব্দ-দ্বারা অনুমান হয়, ইনি মহারাষ্ট্রীয়। কিন্তু কৃষ্ণ কবির পরিবর্ত্তে যদি কৃষ্ণ পণ্ডিত ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ নামে যে, একজন বারাণসী-মতের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন, তাহাকেই লক্ষ্য হয়, ইনি প্রক্রিয়াকৌমুদীর বিখ্যাত টীকা-কার। জয়ন্তনামক একজন ইঁহার শিষ্য তত্ত্বচন্দ্র নামে উক্ত গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্তি ১৬৩১ খৃঃ

অব্দে রচনা করেন। গ্রন্থকারের সাহায্য দাতা এবং অভিনয়সভার সভাপতি টোডরের পুত্র গোবর্দ্ধনধারী, ইনি টণ্ডনবংশের অলঙ্কার-স্বরূপ ও গিরিধারী নাথের ধর্ম্মশিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। গিরিধারী নাথ বল্লভের পৌত্র, গোকুলস্থ গোস্বামি-বংশের সংস্থাতা, বল্লভ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। টোডর বোধ হয় আকবরের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী টোডরমলই হইবেন। বিশ্বেশ্বরের কোন যাত্রা উপলক্ষে বারাণসীতে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়। এই নাটকখানি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই জয়ন্তের গুরু কৃষ্ণপণ্ডিত যে, বল্লভাচার্য্যের পৌত্র এবং টোডরের সমকালীন হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

হাস্যার্ণব।

হাস্যার্ণব—হাস্যরসপ্রধান, দুই অঙ্কে সমাপ্ত, যোগিবেশধারী ব্রাহ্মণগণের লাম্পট্যদোষ, পাপ-কর্ম্মে রাজগণের উৎসাহ, মন্ত্রিবর্গের স্বকার্য্যে অপারগত্ব, বৈদ্য এবং জ্যোতির্বিদদিগের মূর্খতা এই সকল বিষয়কে উপহাস করাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে প্রকৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। জগ-দীশনামক কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন, এবং বসন্তোৎসবোপলক্ষে প্রথম অভিনীত হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে কোথায় অভিনীত হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

কৌতুকসর্ব্বস্ব।

কৌতুকসর্ব্বস্ব—গ্রন্থখানি প্রহসনজাতীয়, দুই অঙ্কে সম্বদ্ধ, হাস্যরসোদ্দীপক। বিলাসী, অলস ও ব্রাহ্মণদ্বেষী নৃপতিদিগের সদুপদেশ দেওয়াই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানি অন্যান্য প্রহসন অপেক্ষা রসপূর্ণ, অথচ অশ্লীলদোষশূন্য। কথিত আছে, গোপীনাথনামক কোন পণ্ডিত ইহার প্রণেতা, কিন্তু কোন্ সময়ে যে, ইহা প্রণীত হয়, তাহা বলা যায় না, বোধ হয় অধিক প্রাচীন না হইতে পারে, কারণ, লিখিত আছে, শারদীয় দুর্গা পূজার উপলক্ষে অভিনয় করণাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। দুর্গা পূজা কেবল এই বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে, তাহাও অধিক দিবস নহে।

চিত্রযজ্ঞ।

চিত্রযজ্ঞ—এই গ্রন্থখানি দক্ষযজ্ঞবিষয়ক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার সহিত ইটালীয় থিয়েটারের কমিডিয়া এ সোগেটো জাতীয় নাট্যাভিনয়ের কতক সাদৃশ্য আছে, এই নাটকের কথোপকথন অসম্পূর্ণ, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতা আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষিত হয়, অভিনেতৃগণ অভিনয়সময়ে সকল অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করিয়া লয়, কোন কোন স্থানে বা কিছুমাত্র কথোপকথন নাই, কেবল আভিনয়িক সঙ্কেত থাকে। রঙ্গভূমিতে ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইলেও এই গ্রন্থে আহুতি প্রদান, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞাঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ইহার প্রণেতা। প্রায়

৬০।৭০ বৎসর গত হইল, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুরের অনু-মতিতে গোবিন্দজীর উৎসব উপলক্ষে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। আধুনিক বঙ্গবাসী আর্য্যজাতির নাটকাদি লিখনের প্রথম চেষ্টার ফল বলিয়া ইহা অবশ্যই আমাদিগের আদরের বস্তু। বঙ্গ-ভাষায় যে সকল যাত্রা প্রচলিত আছে, তৎ-সমুদায় কতকাংশে চিত্রযজ্ঞের অনুরূপ, কিন্তু, যাত্রার রচনাতে তত পাণ্ডিত্য নাই। উইল্‌সন সাহেবের মতে ইটালীয়দিগের ইম্প্রোভিস্‌টা কমিডিয়া নাট্যাভিনয়ের সহিত বর্ত্তমান যাত্রা সকলের অনেক সাদৃশ্য আছে।

নাগানন্দ।

নাগানন্দ—এখানি নাটকজাতীয়, দয়ার্দ্র-চিত্ত জীমূতবাহনের উপাখ্যানে সম্বদ্ধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। সূত্রধারের প্রথম প্রস্তাবে জানা যায়, হর্ষদেব ইহার প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, হর্ষদেবের এত অধিক পাণ্ডিত্য ছিল না যে, তিনি গ্রন্থকারের মধ্যে গণ্য হন, তবে তাঁহার অনুগত অতি দরিদ্র ধাবকনামক কোন কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুইখানি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া অর্থলোভে গ্রন্থের প্রস্তাবনায় হর্ষদেবকেই গ্রন্থকারের আসন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষদেব একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যাহাই হউক, উক্ত উভয় গ্রন্থই যে, এক কবির প্রণীত, তদ্বিষয়ে

অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রায় আট শত বৎসর গত হইল, এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

চণ্ডকৌশিক।

চণ্ডকৌশিক — এই নাটক সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানগ্রথিত, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত, আর্য্য ক্ষেমীশ্বরপ্রণীত, ক্ষত্রিয় বংশাবতংস কার্ত্তিকেয় নরপতির সভায় প্রথমাভিনীত। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে মুদ্রারাক্ষসের উপরিতন, উত্তররামচরিতের অধস্তন এবং বেণীসংহার ও নাগানন্দের তুল্য আসন প্রদান করা যাইতে পারে। মৃচ্ছকটিক, মালতী-মাধব, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রচলিত নাটক নাটিকার ন্যায় ইহাতে শৃঙ্গার রসের বাহুল্য না থাকাতে

করুণরসের আধিক্য থাকাতে গ্রন্থখানি সুকুমার-
মতি বালকগণের বিশেষ পাঠোপযোগী। আর্য্য
ক্ষেমীশ্বর যে, কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্ম পরি-
গ্রহ করেন, তাহার নির্ণয় করা সুদূরপরাহত।
তবে এই পর্য্যন্ত অনুমিত হয় যে, গ্রন্থখানি
অত্যন্ত প্রাচীন অথবা অত্যন্ত আধুনিক না
হইতে পারে। যদি অতি প্রাচীন হইত, তাহা
হইলে দশরূপ, কাব্যপ্রকাশপ্রভৃতি প্রাচীন অল-
ঙ্কারগ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ থাকিত, আর যদি
অত্যন্ত আধুনিক হইত, তাহা হইলে ষোড়শ
সম্বতে প্রণীত সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের
নাটকলক্ষণ-নিরূপণে ইহার নাম নির্দ্দেশ থাকিত
না। বোধ হয়, গ্রন্থখানি চার শত বৎসর পূর্ব্বে
প্রণীত হইয়া থাকিবে।

জগন্নাথবল্লভ।

জগন্নাথবল্লভ—গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-ক্রীড়াবর্ণনে সম্বন্ধ, পাঁচ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। প্রতাপরুদ্রদেবের অনুজ্ঞানুসারে ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দ রায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন নহে, বোধ হয়, চারি শত বৎসরের অনধিক কালমধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থলিখিত পদ্যগুলির অধিকাংশই জয়দেবপ্রণীত গীতগোবিন্দের অনু-কৃতিতে লিখিত।

দানকেলিকৌমুদী।

দানকেলিকৌমুদী—ইহা ভাণিকাজাতীয় একাঙ্কে সমাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণলীলার সুবলসংবাদ

অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু টীকাকার রূপগোস্বামী-কেই গ্রন্থকারের আসন প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের সর্ব্বশেষভাগে যে, একটী শ্লোক আছে, তাহাতে গ্রন্থ প্রণয়নের কাল ১৪৭১ শক (১৫৪৯ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে।

কৃষ্ণভক্তি।

কৃষ্ণভক্তি—এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত। শৈব, বৈষ্ণব, শাব্দিক, তার্কিক, বেদান্তী, মীমাংসক-প্রভৃতি নানাবিধ ব্যক্তির পরস্পর বিবাদ দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রকটিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, কোন উপাখ্যান বিশেষ অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত হয় নাই। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থের রচনা দৃষ্টে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কোন্ সময়ে যে রচিত, তাহারও নির্ণয় হওয়া অতি সুকঠিন। গ্রন্থকার ইহাকে নাটক নামে উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সামান্ত গদ্য ভিন্ন, নাটকের অন্য কোন লক্ষণই ইহাতে লক্ষিত হয় না, রচনাপ্রণালী কতকটা মহা-নাটকের অনুকরণে লিখিত।

সংকল্প সূর্য্যোদয়।

সংকল্প স্থর্য্যোদয়—দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। আমাদিগের অবলম্বিত পুস্তকখানির প্রস্তাবনা অংশটী না থাকাতে কোন্ রাজার রাজত্বকালে গ্রন্থখানি লিখিত, তাহার কিছুমাত্র অবগত

হইতে পারা গেল না, দুর্ভাগ্য বশতঃ একখানি ভিন্ন গ্রন্থও বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। যাহাই হউক, গ্রন্থখানি প্রবোধ চন্দ্রো-দয়ের অনুকরণে লিখিত, উপাখ্যান ভাগও প্রায় তদনুরূপ। দাক্ষিণাত্য বেঙ্কটনাথ ইহার প্রণেতা।

প্রবোধচন্দ্রোদয়।

প্রবোধচন্দ্রোদয়—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের লেখনী-সম্ভূত, ছয় অঙ্কে সমাপ্ত। এই গ্রন্থসম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, রাজা যুধিষ্ঠির কুরুবংশ ধ্বংস করিয়া যখন জ্ঞাতিবধজনিত মনস্তাপে অতিশয় নির্ব্বেদ প্রকাশ করেন, সেই সময়ে তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্যই এই গ্রন্থখানি

লিখিত ও অভিনীত হয়। যদি এই কিম্বদন্তী যথার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নাটক আর দ্বিতীয় নাই, যাহাই হউক, উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধে ঐ কিম্বদন্তী ভিন্ন অন্য এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা গ্রন্থপ্রণয়নের কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে।

প্রসন্নরাঘব।

প্রসন্নরাঘব—রামচরিত অবলম্বনে লিখিত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত। সূত্রধারের কথাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, জয়দেব ইহার প্রণেতা, কিন্তু ইনি যে গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব নন, তাহার প্রমাণ এই, সূত্রধার ইহাকে কৌণ্ডিন্য অর্থাৎ কুণ্ডিন-নগরবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, গীতগোবিন্দ-

কর্ত্তা জয়দেব কেঁদুলীনিবাসী ছিলেন। বিশেষতঃ রচনায়ও গীতগোবিন্দের ন্যায় মাধুর্য্য লক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থখানি যে কোন্ সময়ে লিখিত হয়, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তবে রচনাদৃষ্টে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে রাবণ ও বাণাসুরকে এক সভায় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সেটী যে কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, যেহেতু রাবণ ত্রেতা যুগে রাজত্ব করিয়া সেই যুগেই তনুত্যাগ করেন। বাণাসুর দ্বাপরযুগের শেষে প্রাদুর্ভূত হন, পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে। রাবণের সহিত তাঁহার এক সভায় অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সহৃদয় পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

মহাবীরচরিত।

মহাবীরচরিত—রামচরিতসম্বন্ধ, মহাকবি ভবভূতিপ্রণীত, সাত অঙ্কে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি মালতী-মাধবে লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থপ্রণয়নকালও প্রায় মালতীমাধবের সমকালীন হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার রচনা দৃষ্টে গ্রন্থখানি ভবভূতিপ্রণীত বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়।

পাণ্ডবচরিত।

পাণ্ডবচরিত—এই গ্রন্থ মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্ব অবলম্বনে লিখিত, ছয় অঙ্কে সমাপ্ত। গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, খৃঃ ১৮৬২ অব্দে প্রণীত। ভাটপাড়ানিবাসী বশিষ্ঠ-বংশ-সম্ভূত

৺ রঘুমণি বিদ্যাভূষণের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম সার্ব্বভৌম ইহার প্রণেতা। আমরা অতি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি, গ্রন্থকর্ত্তা পঞ্চদশবৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহা প্রণয়ন করেন, রচনায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাই হউক, এরূপ বালকের লেখনীসম্ভূত গ্রন্থ যে, অবশ্যই সাধারণের আদরের বস্তু, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নাট্যপরিশিষ্ট নাটক।

নাট্যপরিশিষ্ট—গ্রন্থখানি নাটকনামে অভি-হিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে ঠিক নাটক বলিয়া প্রতি-পন্ন করা যাইতে পারে না, যেহেতু গ্রন্থমধ্যে

স্থানে স্থানে কিয়দংশ গদ্য ব্যতীত সমুদায়ই পদ্য-ময়। গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, বোধ হয় ২৫।৩০ বৎসরের সমধিক কালমধ্যে লিখিত হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণনগর জেলার অন্তঃপাতী হল্‌দা মহেশপুর নিবাসী কৃষ্ণানন্দ কবি ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকারের অসাধারণ কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, কারণ, এই গ্রন্থখানি এক দিকে নানাব্যক্তির উক্তি প্রত্যুক্তিতে পূর্ণ, নানা রসবহুল কবিতা-সম্পন্ন একখানি কাব্য, অপরপক্ষে লক্ষণ উদা-হরণাদি সমন্বিত একখানি ব্যাকরণ। আধুনিক বঙ্গবাসীর এতাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি যে, আমাদের জাতিসাধারণের অতি আদরণীয়, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়—গ্রন্থখানি চৈতন্যদেবের চরিত অবলম্বনে লিখিত, দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। চৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবি ইহার প্রণয়ন-কর্ত্তা। গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে শ্রীপুরুষোত্তমের গুণ্ডিচা নামক যাত্রার উপলক্ষে গ্রন্থখানি লিখিত ও প্রথমাভিনীত হয়। ইহাতে যেরূপ অনুপ্রাসের বাহুল্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এবং চৈতন্যদেবের চরিত-বর্ণনাতে গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের পিতার নাম ভিন্ন অপর কোন পরিচয়াদি প্রাপ্ত হওয়া সুদূর-পরাহত।

বসন্ততিলক।

বসন্ততিলক—ভাণজাতীয়, এক অঙ্কে সমাপ্ত। দক্ষিণদেশীয় কাঞ্চীপুরনিবাসী সুদর্শন কবির পুত্র বরদাচার্য্য এই গ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু কোন্ সময়ে ইহা প্রণীত হয়, তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না; গ্রন্থখানির ভাষা দৃষ্টে প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম এবং গ্রন্থলিখিত "অয়স্কারবাটিকায়াং স্থচী-বিক্রয়বৎ" (কামার বাড়ীতে ছুঁচ বেচা) এই আধুনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা আবার তত প্রাচীন বলিয়াও বোধ হয় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশই আদিরসপূর্ণ, স্থানে স্থানে হাস্যরসোদ্দীপকতাও লক্ষিত হয়।

প্রিয়দর্শিকা।

প্রিয়দর্শিকা—নাটিকাজাতীয়, চারি অঙ্কে সমাপ্ত। হর্ষদেব ইহার প্রণেতা, বৎসরাজ ও দৃঢ়বর্ম্মার উপাখ্যানের কিয়দংশ অবলম্বনে ইহা লিখিত। হর্ষদেবই যে গ্রন্থকর্ত্তা, গ্রন্থের লিখনভঙ্গীই তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু এই গ্রন্থেও রত্নাবলীর কতক কতক ছায়া লক্ষিত হয়। হর্ষদেবের বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত হইল।

ললিতমাধব।

ললিতমাধব—গ্রন্থখানি কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লিখিত, দশ অঙ্কে সমাপ্ত। সূত্রধার

নিজ প্রস্তাবনায় আপনাকেই গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না, তবে আমরা কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, রূপ-গোস্বামী ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন নহে, যেহেতু রূপগোস্বামী চৈতন্য-দেবেরই সমকালীন, কিন্তু ইহা যে, কোন্ সময়ে লিখিত হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কোন উৎসবোপ-লক্ষে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়।

শ্রীরামজন্ম।

শ্রীরামজন্ম—গ্রন্থখানি ভাণজাতীয়, এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহা অতি আধুনিক,

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়ানিবাসী ৺ সীতানাথ বিদ্যাভূষণের পুত্র অধুনাতন নৈয়ায়িকপ্রধান শ্রীরাখালচন্দ্র ন্যায়রত্নের মধ্যম সহোদর কাশীনৃপতির সভাপণ্ডিত শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন উক্ত নরপতির পৌত্রজননমহোৎসবোপলক্ষে এবং সেই উৎসব অবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ অতি আধুনিক হইলেও গ্রন্থকারের অসামান্য কবিত্বশক্তিপ্রভাবে (যদি প্রণয়নকাল নিরূপণ করিয়া দেওয়া না যায়, তাহা হইলে) সহসা আধুনিক বলিয়া বিবেচনা হয় না, যাহাই হউক, এই গ্রন্থ যখন নব্য-বঙ্গবাসীর লেখনীর মুখনিঃসৃত, তখন সাধারণ বঙ্গবাসীর আদরের ও গৌরবের বস্তু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশপ্রচলিত সঙ্গীত ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সকল নাটকাদির নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত দ্বিবিধ গ্রন্থ প্রণীত হইয়ার পরে যে সকল নাটকাদি লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সংখ্যা চতুর্নবতী, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যে কয়েকখানি পুস্তক অদ্যাপি এ দেশে বর্ত্তমান আছে, তৎসমূহের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ একপ্রকার পূর্ব্বে বিবৃত করা গিয়াছে, যে সকল গ্রন্থ অনেক অনুসন্ধানেও অপ্রাপ্য, অতি দুঃখিতান্তঃকরণে অগত্যা তাহাদের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই ভারতীয়নাট্যরহস্যের উপসংহার করা গেল। যথা—পুষ্পমালা, উদাত্তরাঘব, কুন্দমালা, রামচরিত, বালচরিত, রামাভিনন্দ, প্রভাবতী, জানকীরাঘব, সুগ্রীব-

বীরচরিত, চন্দ্রকলা, কৃত্যারাবণ, যযাতি-বিজয়, মুরারিবিজয়, মৃচ্ছক, সময়সার, রাঘবাভ্যুদয়, পুষ্পভূষিত, রঙ্গদত্ত, লীলামধুকর, সৌগন্ধিকাহরণ, সমুদ্রমন্থন, ত্রিপুরদাহ, কুসুম-শেখরবিজয়, শর্ম্মিষ্ঠাযযাতি, ছলিতরাম, কন্দর্পকেলি, রৈবতমদনিকা, নর্ম্মবতী, বিলাসবতী, স্তম্ভিতরম্ভ, শৃঙ্গারতিলক, দেবীমহাদেব, যাদবোদয়, বালিবধ, মেনকাহিত, মায়াকাপালিক, ক্রীড়ারসাতল, কনকাবতীমাধব, বিন্দুমতী, কেলিরৈবতক, কামদত্তা, পাণ্ডবানন্দ, তুমুরুরঙ্গোদয়, কন্দর্পবিলাস, দূতীসংবাদ, সাবিত্রী-বিলাপ, জীমূতকেতন, জাম্ববতীপরিণয়, লক্ষ্মি-বিলাস ও কেশবচরিত।



ট্যাব্লুভিবাণ্ট।



ইউরোপেও ভারতবর্ষের ন্যায় বিবিধ নাট্যপ্রণালী প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত অস্মদ্দেশীয় নাট্যাঙ্গপ্রত্য-ঙ্গের সম্যক্ মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু আমাদিগের নাট্যবিৎ পণ্ডিতেরা যে গুলিকে দোষ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বিধি দিয়াছেন, ইউবোপীয়েরা প্রায় সেইগুলিকেই গুণ বলিয়া নাট্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু তজ্জন্য ইউরোপীয় নাট্যের প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না। কারণ, দেশভেদে মনুষ্যের রুচিভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাহাই হউক, আমাদিগের শাস্ত্রকর্ত্তারা যেরূপ সবিস্তার নাট্য-

প্রকরণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, তজ্জন্য অন্য কোন জাতির নিকট ঋণী হইবার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না, তবে ইউরোপে ট্যাব্‌লুভিবাণ্ট (সজীব-প্রতিমূর্ত্তি-প্রদর্শন) নামে যে একপ্রকার অভিনয়পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেটী লোকের চিত্তহারিণী বটে। যদিচ উক্ত পদ্ধতি আমাদিগের দেশেও বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তথাপি মধ্যে কোন রঙ্গভূমিতে বা সভ্যসমাজে অভিনীত না হওয়াতেই অতি জঘন্যভাবে ও "সঙ্" এই অতি জঘন্য নামে পরিচিত আছে। কিন্তু আজ কাল কোন কোন সভ্য সমাজস্থ রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয় প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা-বঙ্গসঙ্গীত-বিদ্যালয়ে প্রথমে ছয় রাগের, পরে কলেজ-সম্মিলনে সুপ্রসিদ্ধ কবি

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদবধ-কাব্যনামক অতি সুললিত গ্রন্থের কোন কোন অংশের এবং বঙ্গনাট্যশালায় রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আসিয়াস্থ অধিকার-সম্বন্ধীয় নানা-দেশীয় ব্যক্তিবর্গের দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, বোধ করি ভবিষ্যতে আরও হইবার সম্ভাবনা, অতএব তৎপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

সজীব দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শন আবালবৃদ্ধ সকলেরই চিত্তবিনোদন। জর্ম্মণিতে এই প্রীতিকর বিষয়ের প্রথম উৎপত্তি। তথায় প্রতি বৎসর নূতন নূতন দৃশ্যমূর্ত্তি* মহা সমারোহে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তত্রত্য মহা মহা শিল্পবিৎ পণ্ডিত-গণও দৃশ্যমূর্ত্তিবিন্যাস বিষয়ে সানন্দচিত্তে সহায়তা

* যে যে স্থলে 'দৃশ্যমূর্ত্তি' এই শব্দ প্রযুক্ত হইবে, সেই সেই স্থলে সজীব দৃশ্যমূর্ত্তি বুঝিতে হইবে।

করিয়া থাকেন। তাঁহারা আকারের সৌন্দর্য্য ও বর্ণবিন্যাস-সম্বন্ধে যেরূপ চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন, সেরূপ চতুরতা কোন প্রাচীন চিত্রপটেও দৃষ্টি-গোচর হয় না। দৃশ্যমূর্ত্তি দর্শনে উদ্যমশীল নব্য শিল্পীর মনে কল্পনাশক্তি, বিন্যাসজ্ঞান ও কাব্যরসের উদ্দীপন হয়, শিল্পবিৎ পণ্ডিতেরাও শিল্পবিদ্যাসম্পর্কীয় নূতন নূতন ভাব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন।

দৃশ্যমূর্ত্তিসম্বন্ধীয় রঙ্গভূমি, মূর্ত্তিবিন্যাস, আলোক ও পরিচ্ছদবিষয়ক কতিপয় সংক্ষিপ্ত উপদেশ নিম্নে প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা উদ্যমশীল নব্যসম্প্রদায় শিল্পীর সহায়তা ব্যতিরেকেও অতি সহজে সাধারণের আনন্দ সম্পাদন করিতে পারিবেন।

রঙ্গভূমি এবং দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানটী কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু

রঙ্গস্থল যত দূরে অবস্থিত হয়, দৃশ্যমূর্ত্তিগুলি ততই সুন্দর দেখায়।

যে আলয়ে নাট্যশালার উপযোগী প্রশস্ত মণ্ডপ (হল) অথবা সোপানমঞ্চের (গ্যালারীর) অভাব, তথায় দ্বিকপাটযুক্ত প্রশস্ত-দ্বারমধ্য দুইটী উপবেশনগৃহ (ড্রইং রুম) দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থান। উক্ত গৃহদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রটীতে মূর্ত্তিগুলি প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যটীতে দর্শকবৃন্দ উপবেশন করিবেন।

রঙ্গভূমি-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি।

রঙ্গভূমির কুট্টিমভাগ দর্শকগণের গৃহতল হইতে অন্যূন তিন ফিট উন্নত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, বরং আরও কিছু বেশী হইলে ভাল হয়। উপবেশনগৃহেও দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শন জন্য

ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারদেশের উভয়পার্শ্বে ন্যূনকল্পে এক ফুটও অতিরিক্ত থাকা বিধেয়। যে আলয়ে প্রশস্ত মণ্ডপ আছে, তথায় গৃহতললগ্নী দীর্ঘ দারুর উপরে কাষ্ঠফলক বিস্তৃত করিয়া রঙ্গমঞ্চ অতি সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মঞ্চটী দীর্ঘে বার ও প্রস্থেও বার ফিট হওয়া উচিত। প্রশস্ত মণ্ডপে দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইলে দর্শকগণ অধিকতর দূরে উপবেশন করেন বলিয়া মঞ্চটী প্রায় ছয় ফিট উন্নত হওয়া আবশ্যক; কারণ, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হয়।

অভিনেতা এবং দর্শকদিগের মধ্য-ব্যবধান-স্থানে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের সাজ কাপড় বিস্তৃত করিতে হইবে। যদ্যপি উপবেশনগৃহে দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত

হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারদেশে লৌহকীলক দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে।

রঙ্গভূমির পশ্চাদ্ভাগে একখানি সুদীর্ঘ পট রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দৃশ্যমূর্ত্তির বর্ণভেদে উক্ত পটের উপর লম্বিত বস্ত্রেরও বর্ণভেদ হওয়া উচিত। মূর্ত্তিগুলি কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত হইলে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভূমি পাণ্ডুবর্ণ হওয়া বিধেয়। অধিকাংশ দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শনে বিশেষতঃ যথায় উজ্জ্বল বর্ণের বাহুল্য, তথায় পশ্চাৎ ভূমিতে কৃষ্ণ অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের প্রয়োজন। পর্য্যায়ক্রমে নানাপ্রকার দৃশ্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে হইলে মূর্ত্তিগুলির বিভিন্নতা এবং দর্শক-সমূহের নেত্রবঞ্জনার্থ কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে কখন কখন পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্রেরও ব্যবহার হইয়া থাকে। রঙ্গভূমি সর্ব্বদা কৃষ্ণাবরণে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য।

আলোক-প্রণালী।

আলোক-বিন্যাসই প্রধানতঃ দৃশ্যমূর্ত্তির অনুসারী। এতৎসম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম আছে। ফুট্‌লাইট (নিম্নতলস্থ দীপমালা) পরিত্যাগ করা আবশ্যক, নতুবা তদ্দ্বারা দৃশ্যমূর্ত্তির বদন-মণ্ডলে অযোগ্য ছায়া পতিত হইতে পারে। যে স্থলে ক্রস্‌লাইটের (কোণাকোণী আলোকের) প্রয়োজন, তথায় সমুদায় আলোক রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে। তন্মধ্যে অধিকাংশই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইবে। সাধারণ গাড়ীর লণ্ঠনই এ বিষয়ের বিশেষ উপযোগী। টীনের প্রতিফলকযুক্ত চারি পাঁচটী উক্তপ্রকার লণ্ঠনদ্বারা সুন্দর আলোক সহজে উৎপাদিত হইতে পারে। যেমন ক্রমশঃ যবনিকা উত্তোলিত হয়, সেই সময়ে অতি

শীঘ্র শীঘ্র দর্শকাগারের আলোকগুলি নির্ব্বাণ করা উচিত। আগ্নেয় অথবা জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইলে লণ্ঠনের কাচের উপর লোহিত বা হরিৎ আবরণ দেওয়া বিধেয়। একেবারে অনেকগুলি মূর্ত্তি দেখাইতে হইলে অধিক আলোকের প্রয়োজন, কিন্তু জ্যোতি-র্ম্ময় দৃশ্যে অতি অল্পমাত্র আলোকের আবশ্যক। ঐন্দ্রজালিক (ম্যাজিক) দীপদ্বারা ভৌতিক দৃশ্যের সুচারু শোভা সম্পাদিত হয়। বৈদ্যু-তিক আলোক (ইলেকট্রিক লাইট্) দ্বারা দৃশ্যমূর্ত্তির অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখায়।

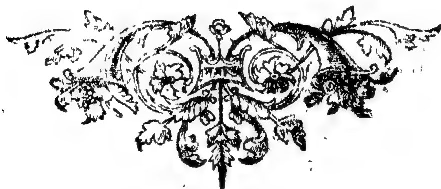
ভিন্ন ভিন্ন অংশে যথারীতি আলোক এবং ছায়া-পতনই প্রতিকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পাদনের মূল। সুতরাং দৃশ্যমূর্ত্তির শোভা সম্বর্দ্ধন জন্য বহুতর উজ্জ্বলবর্ণের সমাবেশ ভ্রমমাত্র। দৃশ্য

মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যদি স্ত্রীমূর্ত্তির প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে শ্বেত পরিচ্ছদে বিভূষিত করিতে হইবে। পুরুষমূর্ত্তি প্রধান হইলে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইতে হইবে। একত্র বহুমূর্ত্তি দেখাইতে হইলে দীর্ঘাঙ্গ মূর্ত্তিগুলি পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত করিতে হইবে, তাহা না হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সকল দর্শনে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি উপদেশ আছে, তৎসমুদায় তত বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ না হওয়াতে উপেক্ষিত হইল।

এতদ্ভিন্ন প্রহেলিকাভিনয় (শ্যারেড), উপমাভিনয় (একটিং প্রভার্ব) পরিহাসাভিনয় (বারলিস্ কুই) পরিচ্ছদাভিনয় (এবৃষ্ট্রাভিগাঞ্জা) আকারগোপনাভিনয় (ট্রাভেষ্টি) মুখাভিনয়

(প্যাণ্টোমাইম) গীতাভিনয় (অপেরা) কৌতু-
কাভিনয় (ফার্স) প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার
অভিনয়প্রণালী ইউরোপে প্রচলিত আছে,
অধুনা এ দেশেও কোন কোন স্থানে কৃত-
বিদ্যদিগের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।



CALCUTTA : PRINTED AT THE NEW BENGAL PRESS.

